শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শ্রীচরণ ভরসা।

L H.16

ইংরাজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশতি আইন।

পোলীসের দারোগাদিগকে ও তাহারদিগের তাঁবে অন্য কার্য্যকারকদিগকে কার্য্যের দাঁড়া জানাইবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে ও ফৌজদারী আদালত হায়ের হুকুম না মাননের প্রতিফলের অর্থের ও পোলীসের আমলা লোক কোন২ প্রকারেতে ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারিদিগের ও গ্রাম সকলের মণ্ডল ও অন্য প্রধানেরদিগের স্থানে সহায়তা চাহিবার অর্থে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে চলিতেছে সে সকল দাঁড়া শুধারান যাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বাইস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইংরাজী ১৮১৭ সালের ৭ অক্তবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২৪ সালের ২৩ আশ্বিন মওাফেকে ফসলী ১২২৫ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে বিলাতীয় ১২২৫ সালের ২৪ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭৪ সালের ১২ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২৩২ সালের ২৫ জীকাদ তারিখে জারী করিলেন।

॥ ১ ॥

পোলীসের দারোগা লোকের ও তাহারদিগের তাঁবে অন্যং কার্য্যকারকদিগের প্রতি যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ভার আছে সেই সকল কর্ম্মের নিরূপণের বিষয়ে পুনঃ২ যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরা উচিত বোধ হইল এবং পোলীসের দারোগা লোককেও তাহারদিগের তাঁবে অন্য আমলা লোককে কার্য্য করণের প্রকার জানাইবার কারণ যে সকল দাঁড়া পূর্ব্বাপেক্ষা অতি গুণকারি হয় তাহা এক আইনেতে সংগ্রহ করা উপযুক্ত বুঝা গেলে ও ফৌজদারী আদালত হায়ের হুকুমনামা মাননের প্রতিকলের বিষয়ে যে সকল দাঁড়া এক্ষণে চলন আছে তাহা শুধরা উচিত হইল ও কখন কাহারু অকস্মাৎ মৃত্যু কিম্বা যে মরণের কারণ নিশ্চয় না হয় এমত মৃত্যু হইলে তাহার সম্বাদ দিবার ভার ভূমির অধিকারী ও ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকার লোকের ও গ্রাম সকলের মণ্ডল ও পাটওয়ারি ও অন্য প্রধানেরদিগের প্রতি থাকিবার অর্থে দুষ্টবোধ হওয়া যে কোন ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতের জেলখানা হইতে খালাস পাইয়া থাকে সে অসঙ্গত প্রকারে আপন গুজরাণ করিতে থাকিলে তাহার সমাচার পোলীসের আমলাকে দিবার ভার ঐ সকল লোকের শিরে থাকিবার নিমিত্তে উপরের লিখিত ভূম্যধিকারী প্রভৃতিরা মাজিষ্টর সাহেবদিগের দেয়া কিম্বা পোলীসের দারোগা লোকের করা হুকুম আমলে আসিবার সহায়তা করিতে কিছু কসুর কি গাফিলী করিলে তাহারা তাহার প্রতিফল পাওনের যোগ্য হইবার অর্থে ও সরকারের তরফ হইতে কোন ডাক মোকরর না থাকিলে ও থানা সকল হইতে মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে ও ঐ আদালত হইতে থানা সকলেতে

কাগজ পত্র পাঠান যাইতে পারে এ নিমিত্তে অন্য অন্য দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা উপযুক্ত করা বোধ হইল একারণ শ্রীযুত বাইস প্রেসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে নীচের লিখিত দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইলা সে এই আইন জারী হওনের তারিখ অবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমতের তাঁবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা। এই ধারাতে দুই প্রকরণ ও এই আইনানুসারে সাবেক আইনহায়ের লিখিত কথা রদ হওনের কথা লেখা যাইতেছে।

সাবেক আইনহায়ের লিখিত হুকুম সকল রদ হওনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ, জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ৭। ৮। ৯। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৭। ১৮। ১৯। ২১ ধারা। ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ২৭ ধারার ৭ প্রকরণ ও ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের ১০ ধারার ৭ প্রকরণ ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ৭। ৮। ৯। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ৪ আইনের ৯ ধারা ও ১৭৯৮ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা ও ১৮০১ সালের ৬ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ৭। ৮। ৯। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৭ আইনের ১৭ ধারার ৭ প্রকরণ ও ১৮০৩ সালের ৪১ আইনের ৫। ৬ ধারা ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১২। ১৩। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮ ধারা ও ১৮০৮ সালের ১৪ আইনের ৯ ও ১২ ধারা ও ১৮১০ সালের ১৭ আইনের

৬ ও ৭ ধারা ও ১৮১১ সালের ৭ আইনের ২ ও ৭ ধারা রদ ও রহিত হইল ইতি।

সাবেক আইন হায়ের লিখিত হুকুম রদ হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ, ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ২২ আইনের ১০ ও ১৬ ধারাতে ও ১৭৯৫ সালের ১৭ আইনের ১০ ও ১৫ ধারেতে ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৪ আইনের ৩ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৩৫ আইনের ১০ ও ১৬ ধারাতে ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৪ ধারাতে ও ১৮১১ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে পোলীসের দারোগা ও তাহারদিগের তাঁবে আমলাদিগের সম্পর্কীয় যে যে হুকুম লেখা গিয়াছে তাহাও রদ রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা। এই ধারাতে ৩ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগাদিগের মোকরর ও তগীর হইবার বিষয়ের হুকুম লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগা লোককে মোকরর ও তগীর করিবার ক্ষমতা যাহার প্রতি থাকিল তাহার কথা।

১ প্রকরণ। ইংরাজী ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের লিখন মতে পোলীসের কোতয়াল ও দারোগা লোককে ও তাহারদিগের তাঁবে আমলাদিগকে মোকরর করিবার ও তাহারদিগকে এক থানা হইতে অন্য থানায় বদলী করিয়া পাঠাইবার ও তাহারদিগে হইতে গাফিলী কিম্বা বিরুদ্ধাচরণ হইলে কি তাহারদিগের অযোগ্যতা জানা গেলে তাহারদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি তগীর করিবার ক্ষমতা এখনো জিলা ও শহর হায়ের মাজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি থাকিল।

০পোলীসের কোতয়াল ও দারোগা লোক মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম না পাইলে পোলীসের কোন কর্ম্মের মোকরর করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে ঠাহরাইতে ক্ষমতা না রাখিবার কথা।

২ প্রকরণ। ইংরাজী ১৮০৪ সালের ৬ আইনের ১২ ধারার লিখিত হুকুম যাঁহার অনুসারে পোলীসের কোতয়াল ও দারোগাদিগকে তাহারদিগের তাবে নায়েব ও জমাদার ও বরকন্দাজ লোককে পাঠাইবার ও তগীর করণের ক্ষমতা দেয়া গিয়াছিল সে হুকুম এই ধারানুসারে রদ হইল ও তাহার পর পোলীসের কোতয়াল কি দারোগা লোক তাহারদিগের তাবে কোন আমলার কর্ম্মস্থান খালি হইলে মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম পাওন বিনা সেই কর্ম্মে মোকরর করিবার নিমিত্তে কোনজনকে আপনা হইতে হিত করিতে পারিবেক না।

মাজিষ্টর সাহেব লোক পোলীসের আমলাদিগকে এক এক সনদ দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। মাজিষ্টর সাহেব লোকের উচিত যে পোলীসের কর্ম্মে যখন যে আমলা মোকরর হয় তখন তাহাকে সে যে ভারে মোকরর হয় তাহার কথা ও সে আপন ভারের কর্ম্ম কার্য্য চলিতাইন হায়ের মতে নির্ব্বাহ করিবার হুকুম সম্বলিত এক সনদ আপন দস্তখত ও আদালতের মোহর যুক্তে দেন।

৪ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও পোলীসের থানার দারোগা লোকের ও তাহারদিগের যে২ কর্ম্ম করিতে হইবে তাহার নিরূপণের কথা লেখা যাইতেছে।

দারোগা লোকের কর্ম্মের নিরূপণের ও তাহার

দিগের আপনং তাবে থানার আমলার প্রতি কর্ত্তৃত্ব থাকিবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের থানা সকলের মুহরির ও জমাদার ও বরকন্দাজ লোক পোলীসের থানা সকলের দারোগা লোকের হুকুমমতের তাবে থাকিবেক ও পোলীসের প্রত্যেক দারোগার কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি থানার ভার থাকে তাহার উচিত যে সে যে মাজিষ্টর সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হুজুর হইতে তাহার উপর যে সকল হুকুম হয় সে সমস্ত হুকুমমত কার্য্য করে ও আপন থানার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে কোন মন্দ ও দুষ্কর্ম্ম হইতে না দেয় ও পোলীসের মোতালক যে সকল বিষয়ের নিতে পারে সে সমস্ত বিষয়ের বেওরা সমাচার মাজিষ্টর সাহেবকে দেয় ও যথাসাধ্য সমস্ত লোককে অপরাধ করণ হইতে নিবর্ত্ত করে ও অপরাধিদিগকে সন্ধান করিয়া গ্রেপ্তার করে ও হুকুমনামা সকল জারী করে ও সামান্যত মাজিষ্টর সাহেব যে সকল হুকুম করেন তাহার মত কার্য্য করে ও অরিং যে সকল কর্ম্মের নিরূপণ চলিত আইন হইতে হইয়াছে তাহার আঞ্জাম দিতে থাকে ইতি।

মুহরিরের পদের ও তাহার যে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে থানাতে মুহরির দ্বিতীয় দরজায় অর্থাৎ পদে গ্রহণীয় হইবেক ও দারোগা থানাতে না থাকিলে এই আইনানুসারে দারোগার যে ক্ষমতা হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ মুহরিরের হইবেক ও সে ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেক বিশেষ রূপে মুহরিরের প্রতি থানার কাগজ পত্র সাব

থানে রাখিবে ও দারোগার হুকুমের তাবেতে কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট ও আর২ কাগজ পত্র লিখিবার দায় থাকিবেক ইতি।

[জমাদারের ভারে ও তাহার কর্ম্মের কার্য্যের কথা।]

৩ প্রকরণ। থানাতে জমাদারকে তৃতীয় দরজার অর্থাৎ পদে গণনীয় হইবেক ও যে সময় দারোগার ও মুহরির থানাতে না থাকে তখন এই আইনানুসারে দারোগার যে ক্ষমতা হইয়াছে সেই ক্ষমতা ঐ জমাদারের হইবেক ও সে তাহার মতে কার্য্য করিবেক ও পোলীসের জমাদার লোক থানাতে কি ফাঁড়িতে কি চৌকীতে ইহার যেখানে তৈনাৎ থাকে তাহারদিগের থানার দারোগার হুকুমমতে থানার মতালক কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে হইবে এবং ঐ জমাদার লোকের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের খবরদারী করে যে বরকন্দাজ লোক আপন আপন চৌকী পহরাতে হাজির ও প্রস্তুত থাকে ও তাহারদিগের হেতিয়ার ও আর২ সাজ সরঞ্জাম দুরস্ত ও কর্ম্মের উপযুক্ত থাকে ও এবিষয়ে ও মনোযোগ রাখে যে যে সকল কয়েদী ও মাল তাহাদিগের থানার বরকন্দাজ লোকের নেঘাবানিতে থাকে তাবৎ অতি সাবধানে ও পূরা নেঘাবানিতে রাখা যায় ইতি।

[পোলীসের আমলা লোকের পোলীসে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দিগের ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব লোকের দেওয়া হুকুম আমলে আনিতে হইবার কথা।]

৪ প্রকরণ। ইংরাজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৬ ও ৭ ধারার ও ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ৮ ও ১১ ও ১২ ধারার ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১১ ধারার লিখিত হুকুম মতে পোলীসের আমলা লোকের ইহা আবশ্যক যে তাহারা পোলীসের যে যে

সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের ও যে যে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রর ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট সাহেবের তাবে হয় তাঁহার দস্তখতী ও মুহরি হুকুমনামা সকল জারী হওনের বিষয়ে সহায়তা ও সহকারীতা করে ও ঐ আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবেরা ও জাইণ্ট মাজিষ্টেট সাহেব ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট সাহেব লোক তাহারদিগের স্থানে যে সম্বাদ বাদ তলব করেন তাহা তাহারদিগকে দেও তাহাদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব লোক ও জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট সাহেব লোক তাহারদিগের নামে সামান্যত যে সকল হুকুমকরেন সে সমস্ত হুকুমমতে কার্য্য করে যদি উপরের লিখনমত কার্য্য করিতে ত্রুটি ও গাফিলী করে তবে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম কি তাহার লেখা কৈফিয়ৎ মতে কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্টেট সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট সাহেবের হুকুমে বিবরিয়া লেখা এমত২ কসুরের শাস্তি হওনের নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া চলন আছে তাহার মতে জরীমানা দিবায় কি আপন কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি তগীর হওনের যোগ্য হইবেক।

৫ ধারা। এই ধারাতে২ প্রকরণ ও প্রতি থানাতে মোহর থাকিবার ও তাহা কর্ম্মে লাগাইবার ও পোলীসের বরকন্দাজ লোকের চাপরাস ও হেতিয়ার ও অন্য২ সাজ সরঞ্জাম বাবুৎ হুকুম সকল লেখা যাইতেছে ৮

পোলীসের কোতয়াল ও দারোগা নিরূপিত নক্‌সা মত একং মোহর আপন স্থানে রাখিবার কথা।

থানা
মোহর
জিলা
ত্রিহোত

১প্রকরণ। পোলীসের সমস্ত কোতয়াল ও দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের নকসামত এক ইঞ্চি পরিমাণ ঘেরের একং পীতলের মোহর আপনং স্থানে রাখে ও ঐ মোহরেতে কোতয়ালি কিম্বা থানার নাম ও ঐ কোতয়ালি কি থানা যে জিলা কি শহরের শামিল হয় তাহার নাম খোদা যাইবেক ইতি।

বরকন্দাজ লোকের চাপরাস ও হেতিয়ার ও পোষাকের কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের বরকন্দাজদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের থানার নাম ও ঐ থানা যে জিলা কি শহরের মতালক হয় তাহার নাম খোদা চাপরাস বান্ধে ও হেতিয়ার সকলের মধ্যে বল্লম ও তলওয়ার ও ঢাল কিম্বা বন্দূক ও তলয়ার ও ঢাল অথবা বল্লম ও বন্দুক ইহার যাহা বিহিত হয় তাহা বান্ধে ও কর্ত্তব্য যে পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের মারফতে সদর নিজামতের সাহেব লোকের হুকুম করিয়া দেওন মত এক রকম পোষাক সমস্ত বরকন্দাজের হয় ইতি।

৩ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও পোলীসের যে আমলা লোক ঘাটিতে ও ফাঁড়িতে ও চৌকীতে তৈনাৎ থাকে তাহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহার ও তাহারদিগের যেং কর্ম্ম কারতে হইবেক তাহার কথা লেখা যাইতেছে।

ফাঁড়িতে তৈনাৎ হওয়া পোলীসের আমলার আপনং ভারে
কর্ম্মের আঞ্জাম করণে যেং হুকুমমত কার্য্য
করিবেক তাহার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের যেং আমলা ইংরাজী ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার লিখনানুসারে জিলা কি শহরের কোন মাজিষ্টর সাহেবের হুকুমমতে থানার সরহদ্দের মধ্যের কোন চৌকীতে কি গ্রামে কিম্বা ঘাটে অথবা পথে কি অন্য স্থানে তৈনাৎ হয় তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে নীচের রেওরা করিয়া লেখা ও উপরের ধারার নিক্ষেপণ করিয়া লেখা হুকুম সকলের মতে কার্য্য করে ইতি।

ঘাটি ও ফাঁড়ি ও চৌকীতে তৈনাৎ হওয়া পোলীসের আমলার
লোকের পোলীসের দারোগার হুকুম মতে তাবে
থাকিয়া আপনং কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে
হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। পোলীসের যে সকল জমাদ্দার ও বরকন্দাজ ও অন্য আমলা ঘাটি ও ফাঁড়ী সকলে কিম্বা অন্য চৌকীহায়ে তৈনাৎ হয় তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা পোলীসের যে থানার মতালক হয় সেই থানার দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের হুকুমমতের তাবে থাকিয়া আপনং ভারের কর্ম্ম কার্য্যের আঞ্জাম ও অপরাধের কর্ম্ম হওনের নিবারণ ও অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করণে ও সামান্যত বিরুদ্ধ ও দুষ্কর্ম্ম হওনের নিবারণ করণেতে পূরা মনোযোগ রাখে ও পোলীসের মতালক যে সকল বিষয়ের সমাচার ও খরচ তাহারা পায় তাহা পোলীসের দারোগাকে দেয় ইতি।

ইংরাজী ১৮১৭ সালের ২০ বিংশতি আইন।

ঐ আমলা লোকের মাজিষ্টর সাহেবের কি দারোগা লোকের দস্তক বিনা নীচের লিখিত অপরাধী লোককে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। এই ধারানুসারে জাহান যাইতেছে যেং সকল লোককে মন্দ ও দুস্কর্ম্ম করিতে দেখা যায় ও যাহারদিগের পিছেং লোকেরা মোরসার করিয়া যায় ও যাহার নিকট হইতে লুটের মাল বাহির হয় কিম্বা যাহারা ডাকাইতী করণেতে মহশহুর অর্থাৎ বিখ্যাত হওন প্রযুক্ত ইংরাজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩ ধারামতে তাহারদিগের খেপ্তারীর কারণ ইস্তাহারনামা জারী হইয়া চলিতাইনের লিখিত হুকুমমতে গ্রেপ্তার করণের যোগ্য হয় এবং অন্য যে সকল লুচ্চা লোকন্দরা ও দুষ্ট বোধ হওয়া লোক স্পষ্টত আপনারদিগের গুজরাণের সংস্থান না রাখে ও আপনারদিগের আহয়ালের বেওরা ঠিক বয়ান করিতে না পারে সেই সকল লোককে নালিশের আরজী দাখিল হওন ও দস্তক জারী হওন বিনা গ্রেপ্তার করিতে যে ক্ষমতা পোলীসের দারোগা লোককে দেওয়া গিয়াছে সেই প্রকারে সেই ক্ষমতা চৌকী ওগয়রহেতে তৈনাৎ থাকা পোলীসের আমলা লোককে দেওয়া গেল কিন্তু উপরের লিখিত প্রকার সকল সেওয়ায় চৌকী ওগয়রহেতে তৈনাৎ থাকা পোলীসের আমলা লোক কোন জনকে মাজিষ্টর সাহেবের হজুর হইতে দস্তক হওন বিনা কি তাহার যে থানার দারগার তাবে হয় তাহার হুকুম পাওন বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবেক না ইতি।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরদিগকে থানাতে পাঠাইবার কথা।

৪ প্রকরণ । এই প্রকরণানুসারে জনান যাইতেছে যে যদি পোলীসের ঐ আমলা লোক কোন জনকে গ্রেপ্তার করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মোকদ্দমার রেওয়া ও তাহাকে গ্রেপ্তার করণের হেতু লিখিয়া এক সঙ্গে তাহারা যে থানার এতাল্লক হয় সেই থানায় পাঠাইয়া দিবেক ।

৭ ধারা । এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও পোলীসের আমলা লোক আপন বিদায়ের দরখাস্ত করণের ও থানা সকল হইতে সদর মোকামে বরকন্দাজ লোক পাঠান যাওনের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে ।

যাহারা পোলীসের আমলা লোকের এওজি কর্ম্মের আঞ্জাম করিবেন তাহারদিগের মোকরর হওন ও মাহিনা পাওনের বিষয়ের কথা ।

১ প্রকরণ । যদি কোন দারোগা কি মুহরির কিম্বা জমাদ্দার বিদায় হইবার দরখাস্ত করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার এওজে যে ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে পারে তাহার নাম মঞ্জুর হইবার নিমিত্তে মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও এপ্রকারে যে ব্যক্তি এওজী মোকরর হয় সে পোলীসের যে আমলার এওজে মোকরর হয় তাহার বিদায়ের মেয়াদ যত দিন হয় তত দিনপর্য্যন্ত তাহার সমুদয় মাহিয়ানা কিম্বা যে আন্দাজ মাজিষ্টর সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা পাইবেক ও যে বরকন্দাজ লোক বিদায় হইবার মনস্থ করে তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ বিদায় হইবার দরখাস্ত পোলীসের দারগাদিগের মারফতে মাজিষ্টরসাহেবের হজুরে গুজরায় ও যাহারা তাহার দিগের এওজে মোকরর হয় তাহার

দিগের সমুদয় মাহিয়ানা কি যে আন্দাজ মাজিস্ত্রেট সাহেব উপযুক্ত ঠাহরায়েন তাহা পাইবেক ও যদি কোন বরকন্দাজ বিদায়ের মিয়াদ গত হইলে পর পুনরায় থানায় হাজির না হয় তবে থানার দারোগার আবশ্যক যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে তাহার সমাচার ঐ সাহেবকে লেখয় ইতি।

বরকন্দাজ লোককে মাজিস্ত্রেট সাহেব আদালতে পাঠাই
বার সময় তাহাদিগকে একং সর্টিফিকট
দেওয়া যাইবার কথা।

২ প্রকরণ। যদি কেন বরকন্দাজকে থানা হইতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতে পাঠাইতে হয় তবে পোলীসের জমাদারের কি অন্য যে কার্য্যকারকের হুকুমে রওনা হয় তাহার আবশ্যক যে ঐ বরকন্দাজকে এই আইনের শেষের লিখিত ১নম্বরের নকসামত এক সর্টিফিকট দেয় ও সেই সর্টিফিকটের নকসায় প্রথম ঘরে বরকন্দাজের নাম দ্বিতীয় ঘরে মোকদ্দমার কথা ও তৃতীয় ঘরে থানা হইতে বরকন্দাজের রওনা হওনের তারিখ ও সময় লেখা যাইবেক ইতি।

বরকন্দাজ ঐ সর্টিফিকট ফৌজদারী আদালতের নাজীরের
নিকট উপস্থিত করিবার কথা।

৩প্রকরণ। ঐ বরকন্দাজ সদর মোকামে পৌছিলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে ফৌজদারী আদালতের নাজীরের নিকটে যায় ও ঐ নাজীরের কর্ত্তব্য ঐ নকসার চতুর্থ ঘরে তাহার নিকট ঐ বরকন্দাজ পৌহুনের তারিখ ও সময় লিখে ও বরকন্দাজের থানা হইতে রওনা হওনের তারিখ ও সদর মোকামে

পৌঁছনের তারিখ মিলাইয়া দেখাতে যদি অকারণ কিছু বিলম্ব হইয়াছে জানা যায় তবে নাজীরের ইহার সমাচার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিতে হইবেক ইতি।

বরকন্দাজ দিগের সদর মোকাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ প্রকরণ। বরকন্দাজ সদর মোকাম হইতে যাইবার পূর্ব্বে তাহার কর্ত্তব্য যে পুনরায় ফৌজদারী আদালতে নাজীরের নিকটে যায় পরে নাজীর ঐ নকসার পঞ্চম ঘরে সদর মোকাম হইতে ঐ বরকন্দাজের যাইবার তারিখ ও সময় লিখিবেক ও ঐ বরকন্দাজ থানায় পৌঁছিয়া তাহার স্থানে থাকা ঐ সাটিফিকট থানার দারোগা কিম্বা মুহুরির কি জমাদ্দারকে দিবেক ও যদি এমত বোধ হয় যে ঐ বরকন্দাজ পথের মধ্যে অকারণ বিলম্ব করিয়াছে তবে ইহার সমাচার ও মাজিস্ট্রেট সাহেবকে হুকুম হইবার কারণ দেওয়া যাইবে ইতি।

৮ ধারা। এই ধারাতে ১৫ প্রকরণ ও থানার মতালক কাগজ পত্র থানা সকলের সেরেস্তাতে সাবধানে রাখিবার হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগা ও মুহুরির লোকের সরকারী আইন সকল সাবধানে রাখিয়া তাহার হুকুম সকল জারী করিতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও মুহুরির লোকের কর্ত্তব্য যে সরকারী যে সকল আইন থানাতে পাঠান যায় তাহা থানার মতালক অন্য২ কাগজ হইতে আলাহিদা করিয়া জেলদবন্দী করিয়া অতি সাবধানে রাখে এবং ঐ দারোগা ও মুহুরির লো

কের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আইন বড় শব্দ ও স্পষ্ট করিয়া পড়ে যে তাহার মজমুন ছোট বড় সমস্ত লোক জ্ঞাত হয় ও আইন হায়ের হুকুম সকল আপনারা যত পারে জারী করে ইতি॥

থানার কাগজ পত্র ও বহী সকল সবযত্নে রাখা যাইবার হুকুমের কথা।

২ প্রকরণ। এই ধারাতে নীচের প্রকরণ হায়ের বয়ান করিয়া লেখা রেজিষ্টরী বহী ও অন্য২ বহী থানাতে সুন্দররূপে ও দুরস্ত করিয়া লেখা যাইবেক ও পোলীসের দারোগা ও মুহরির লোকের অবশ্যক যে আপনারা কর্ম্মে মোকরর হইয়া থানার মতালক কাগজ পত্র দেখে ও আপন আপন কর্ম্মেতে দখল পাওনের পর দশ দিনের মধ্যে ঐ সকল কাগজের আহয়ালের বেওরা মাজিস্ত্রেট সাহেবকে জানায় এবং পোলীসের থানার প্রত্যেক দারোগার কিম্বা মুহরিরের আবশ্যক যে পোলীসের কাগজ পত্র তাহার জিম্বা হইলে পর ঐ সকল কাগজের ফিরিস্তীতে আপন দস্তখত করে ও পোলীসের সাবেক যে কার্য্য কারকের স্থানে দারোগা কি মুহরির ঐ সকল কাগজ পায় তাহারো দস্তখত ঐ ফিরিস্তীতে হইবেক ও ফিরিস্তী ঐ দুই জনের দস্তখত যুক্তে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও ঐ ফিরিস্তীর এক নকল ঐ দুইজনের দস্তখতযুক্তে থানার সেরেস্তায় থাকিবেক ও মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের ও আসিষ্টাণ্ট সাহেব লোকের ও জাইণ্টর মাজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সময় তাহারদিগের থানায় যাওয়া ঘটে কিম্বা অন্য গতিক পায়েন সেই সেই সময়-সর্ব্বদা থানার কাগজপত্র দৃষ্টি করেন ও ঐ সকল কাগজ দুরস্ত ও সংপূর্ণ না থাকিলে কিম্বা তাহা সাবধানে রাখনের বিষয়ে কিছু

গাফিলী ও শৈথিল্য হইয়া থাকিলে পোলীসের দারোগা, কি থানার মুহরির ইহারা যাহা হইতে এমত কসুর হইয়া থাকে সে আপনার কর্ম হইতে তগীর হওনের ও কসুরের মত জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগা লোকের নিকটে রোজনামার নিমিত্তে সাদা বহী সকল পাঠাইবার কথা।

৩ প্রকরণ। পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে এক২ শত সফার অর্থাৎ পৃষ্ঠার রোজনামার সাদা বহী সকল তাহার প্রতি পৃষ্ঠার শিরে নম্বরদার ও মাজিষ্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেবের কি সেরেস্তাদারের কিম্বা অন্য প্রধান আমলার দস্তখত কি নিশানী করা গিয়া পাঠান যাইবেক ইতি।

রোজ রোজের খবর রোজনামার বহীতে লেখা যাইবার কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোক যে দিন যে খবর পায় সেই দিন তাহা রোজনামার বহীতে লিখিবেক ও কোন দিন কোন খবর না পাইলে তাহারো প্রসঙ্গ লিখিতে হইবেক ইতি।

অপরাধীরা ধরা পড়িলে রোজনামার বহীতে যাহা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে আপন আপন রোজনামার বহীতে যে সকল লোক ধরা পড়ে সে সমস্ত লোক দিগের নাম ও ঐ সকল লোকের উপর যে যে অপরাধ ও কসুর করণের তহমৎ হইয়া থাকে তাহার কথা এবং তাহার দিগের ধরা পড়িবার তারিখ ও তাহারদিগকে মজিষ্টর সাহেবের হজুরে চালান করণের তারিখ লিখে ইতি।

রোজনামার বহীতে দরখাস্তের খুলাসা ইত্যাদি লিখিবার কথা।

৬ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের নিকটে যেই দরখাস্ত ও যেই নালিশের আরজী গুজরে কি যেই সম্বাদ পৌঁছে তাহার লিখিত কবয়ের তজবিজ করিতে পোলীসের থানাহায়ের এদেশীয় দারোগা লোক কবজ তাহারা রাখে তাহারো খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক কথা রোজনামার বহীতে লেখা যাইবেক। ও যদি ইহা তহকীকে জানা যায় যে দারোগা কোন কি কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কিম্বা কোন হুকুম করিয়া অথবা আপন ভারের মতালক কোন কর্ম্ম করিয়া তাহার কথা প্রকৃত প্রস্তাবে রোজনামার বহীতে লিখে নাহি কিম্বা জানিয়া শুনিয়া কোন খবরের কথা লিখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে তবে আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের কিম্বা তাহার কসুরের মত অন্য যে প্রতিফল চলিত আইনহায়ের মতে উপযুক্ত হয় তাহা পাওনের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

রোজনামার লিখিত প্রত্যেক খবরের তলে দস্তখত করিবার কথা।

৭ প্রকরণ। প্রত্যেক খবরের কথার তলে তাহা রোজনামার বহীতে লেখা হইলে পর যে ব্যক্তি তাহা লিখে সে আপন দস্তখত করিবেক ইতি।

মাজিষ্টর সাহেবের হুজুর হইতে দারোগা লোকের নিকটে রোজনামার সাদা বহী পাঠান যাইবার কথা।

৮ প্রকরণ। পোলীসের থানার দারোগার কি অন্য যে কার্য্য

কারকের প্রভৃতি থানায় মত্তালক কর্ম্ম চালাইবার ভার যাঁকে তাহা র আবশ্যক যে ঐ বহীর কাগজ ফুরাইবায় এক মাস পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্র সাহেবের হজুরে এত্তেলা দেয় যে অবিলম্বে অন্য নাম্বা বহী মাজিষ্ট্র সাহেবের হজুর হইতে তাহাকে দেওয়া যায় ও পূর্ব্বে যে বহী সমাপ্ত হইয়া থাকে তাহা থানায় শিরিশ্তার কাগজাতের শ্যামিত্তে সাবধানে রাখা যাইবেক ইতি।

কৈফিৎ ওগয়রহের নকল লিখিবার
এক বহী রাখিবার কথা।

৯ প্রকরণ। যে সকল আরজী ও থানার কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট ও রিটার্ন থানাহইতে পোলীসের আমিলালোক মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠায় তাহার এক নকল বহী থানার শিরিশ্তায় থাকিবেক ইতি।

থানার শিরিশ্তার পরওয়ানা আদির নকল
লিখিবার এক বহী রাখিবার কথা।

১০ প্রকরণ। মাজিষ্টর সাহেবের আদালত হইতে থানার দারোগার নামে হওয়া সমস্ত পরওয়ানা ও অন্য২ প্রকার হুকুমের নকল লিখিবার নিমিত্তে এক বহী থানার সেরেস্তায় থাকিবেক।

মাজিষ্টর সাহেবের আদালতের চালান হওয়া কয়েদী ওগয়রহের
চালানের নকল লিখিবার এক বহী থানার
শিরিশ্তায় রাখিবার কথা।

১১ প্রকরণ। থানা হইতে মাজিষ্টর সাহেবের আদলতে চালান হওনের সকল কয়েদী ও মালের সমস্ত চালানের নকল লিখিবার নিমত্তে এক বহী এই আইনের শেষের লিখিত ২ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরের নক্সামতে তৈয়ার হইয়া থানার শিরিশ্তায় থাকিবেক ইতি।

ডাকাইতী ওগয়রহ হওনের কথা লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী থানার সেরেস্তায় রাখিবার কথা।

১২প্রকরণ। থানার এলাকার অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে প্রতি মাসে যত ডাকাইতী ও অন্য ভারি২ অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার কথা লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের নকসামতে তৈয়ার হইয়া থানার সেরেস্তায় থাকিবেক ইতি।

চুরির মাল আমওয়ালের ফিরিস্তীর নকল লিখিবার এক বহী থানার সেরেস্তায় লিখিবার কথা।

১৩ প্রকরণ। চুরি যাওয়া মাল আমওয়ালের যে সকল ফিরিস্তী ফরিয়াদী লোক কি অন্য লোক থানাতে দাখিল করে সে সমস্ত ফিরিস্তীর নকল লিখিবার নিমিত্তে এক বহী থানার সেরেস্তায় থাকিবেক ইতি।

অপরাধীদিগের নামাদি লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী থানার সেরেস্তায় রাখিবার কথা।

১৪ প্রকরণ। যে সকল অপরাধীরা মাসুর অর্থাৎ বিখ্যাত কিম্বা জেলখানা হইতে পলাইয়া ধরা পড়ে নাহি ও তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগাদিগের নামে মাজিষ্টর সাহেবের হজুর হইতে হুকুম হইয়া থাকে সে সমস্ত অপরাধীর নাম লিখিবার এক রেজিষ্টরী বহী এই আইনের শেষের লিখিত ৫ পঞ্চম নম্বরের নকসামতে তৈয়ার হইয়া থানার সেরেস্তায় থাকিবেক ইতি।

গ্রামাদির নামের এক ফিরিস্তী থানার সেরেস্তায় রাখিবার কথা।

১৫ প্রকরণ। থানার সরহদ্দের মধ্যে যত গ্রাম থাকে তাহার নাম ও গ্রামে সকলের ভূম্যধিকারীদিগের চোকীদার লোকের নাম লিখিবার এক ফিরিস্তী এই আইনের শেষের লিখিত ৬ ষষ্ঠ নম্বরের সরওয়ামতে তৈয়ার হইয়া থানার সেরেস্তায় থাকিবেক ইতি।

৯ ধারা। এই ধারাতে ১৮ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগা লোক মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে ও পোলীসের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব দিগের হজুরে যে২ রিটর্ণ ও রিপোর্ট ও আর২ কৈফিয়ৎ পাঠাইবেক তাহার মত মতালক হুকুম লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত বহী হায়ের খোলাসা কৈফিৎ মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে এখন পর্য্যন্ত যে সলাহিয়াতের বহী তৈয়ার হইতেছে তাহার বদলে এক খোলাসা অর্থাৎ সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ রোজনামার বহী হইতে ঐ বহীর মজমুন মতে করিয়া এবং ডাকাইতী ও অন্য ভারি ভারি অপরাধের কথা সম্বলিত এক খোলাসা কৈফিয়ৎ রেজিষ্টরী বহী হইতে তাহার মজমুন মতে এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের সরওয়ামতে তৈয়ার করিয়া প্রতিমাসের ৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দের ইতি।

দারোগা লোকের আপন২ থানাহায়ের আমলাদিগের ইসমনবিসীর ফর্দ মাহওয়ারী কৈফিয়তের সঙ্গে মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত মাহওয়ারী কৈফিয়তের সঙ্গে আপনং থানার যে সকল আমলা সরকার হইতে গত মাসের মাহিনা পাইতে পারে তাহাদিগের এক ইসমনবিসীর কর্দ্দ এই আইনের শেষে লিখিত ৭ সপ্তম নম্বরের নকসামতে তৈয়ার করিয়া থানার এক বরকন্দাজের মারফত মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও ঐ বরকন্দাজের কর্ত্তব্য যে ঐ ইসমনবিসীর কর্দ্দ ফৌজদারী আদালতের খাজাঞ্চীর স্থানে দেয় ও ঐ মাহিয়ানার টাকা পাইলে পর তাহা থানায় দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি থানার কর্ম্ম চালাইবার ভার থাকে তাহাকে পৌঁছিয়া দেয় ও ঐ দারোগা কি উপরের উক্ত অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে আমলা লোকের মাহিনা বাঁটিয়া দিয়া আপন রসীদ সমেত প্রত্যেকের রসীদ সমেত প্রত্যেকের রসীদ এক কর্দ্দ কাগজে উপরের লিখিত নম্বরের নকসামতে তৈয়ার করিয়া মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় যে ঐ সাহেবের আদালতের সেরেস্তাতে রাখা যায় ইতি।

দারোগারা যেং হুকুম মতে মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ
তৈয়ার করিবেক তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে এই আইনের শেষের লিখিত ৪ নম্বরের নকসামতে ভারিং অপরাধের কথা লম্বলিত মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ উপরের লিখিত হুকুম সকলের মতে তৈয়ার করে ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের কথা অন্যং বধের কথা হইতে
পৃথক করিয়া লিখিবার কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কৈফিয়ৎ সকলেতে জ্ঞানকৃত বধের কথা আরং সকল প্রকার বধের কথা হইতে প্রভেদ করিয়া লিখে ও তাহারদিগের ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য যে সিঁদ দেওনের কি রাহাজানী করণের সময় ব্যতিরেকে হওয়া জ্ঞানকৃত বধের প্রকার সকলের কথা ঐ কৈফিয়তের ৫ দফাতে লিখে ও হেঙ্গামার সময় হওয়া বধের কথা সেওয়ায় আরং সকল প্রকার বধের প্রকার সকলের কথা ঐ কৈফিয়তের ১১ দফাতে লিখে ইতি।

কৈফিয়তের যে দফাতে অঙ্গক্ষত আদির প্রকার সকলের কথা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে রাহাজানীর কিম্বা সিঁদ দেওনের অথবা হেঙ্গামার সময় ব্যতিরেকে দেষ ও শত্রুতা প্রযুক্ত করা অঙ্গক্ষত কিম্বা শারীরিক অন্য অতি হানির প্রকার সকলের করা ঐ কৈফিয়তের ৬ দফাতে লিখে।

হেঙ্গামা ও ফসাদের প্রকার সকলের কথা কৈফিয়তের যে দফাতে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

ঐ দফাতে মারপিটের মোকদ্দমার কথা না লেখা যাইবার কথা।

৬ প্রকরণ। যে সকল হেঙ্গামা ও ফসাদে অর্থাৎ বিবাদ বিরোধে অনেক লোক জমা হয় কিম্বা তাহাতে কোন ব্যক্তি খুন কি জখমী হয় সে সকল হেঙ্গামা ও ফসাদের প্রকার সকলের কথা ঐ কৈফিয়তের ১২ দফাতে লেখা যাইবেক ও দুই তিন জন লোকেতে ঝকড়া দ্বন্দ্ব হওয়াতে শরীরের হানি হওন ব্যতিরেক যে

মারিপিট কি টানাটানি হয় তাহার মোকদ্দমা সকলের কথা ঐ দফাতে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

ঐ কৈফিয়তের ১৩ ও ১৪ দফাতে চুরীর মনস্থে দিবা কি
রাত্রে ঘর আদিতে প্রবেশ করণে প্রকার
সকলের কথা লেখা যাইবার কথা।

৭ প্রকরণ। যদি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা চুরী করিবার মনস্থে রাত্রিতে কিম্বা দিবসে পাতরের কি ইটের কিম্বা মাটির কি কাষ্ঠের অথবা খড় ইত্যাদির ঘর কিম্বা বেড়া কি নৌকা কি গোলা ঘর কি গুদাম কি লোকদিগের বাস করণের কি দ্রব্যজাত রাখিবার অন্য স্থান কাটিয়া কি তাহাতে সিঁদ দিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে কি করিতে উদ্যত হয় ও ঐ চুরিতে কি তাহা করিতে উদ্যত হওয়াতে কোন দ্রব্য লুট যায় বা না যায় তবে তাহার কথা ঐ কৈফিয়তের ১৩ ও ১৪ দফাতে লেখা যাইবেক ইতি।

চুরির মাল লওনের কথা যে দফাতে লেখা যাই
বেক তাহার কথা।

৮ প্রকরণ। চুরির মাল লওনের কি ক্রয় করণের কি ছাপাইয়া রাখনের কিম্বা তাহা গল্লাইবার প্রকার সকলের কথা ঐ কৈফিয়তের ১৭ দফাতে লেখা যাইবেক ইতি।

ঘর পোড়াইবার কথা লেখা যাইবার দফার ও তাহা
তে দৈবাৎ ঘর পুড়িবার কথা না লেখা যাই
বার কথা।

৯ প্রকরণ। দ্বেষ ও বিপক্ষতা করিয়া ঘর কি দ্রব্যজাত পোড়াইবার প্রকার সকলের কথা ঐ কৈফিয়তের ১৮ দফাতে লেখা

যাইবেক ও দারোগার কর্ত্তব্য নহে যে দেবাং ঘর কি দ্রব্যজাত পুড়িয়া যাওনের বৃত্তান্ত ঐ দফাতে লিখেন ইতি।

প্রাণি বধের কথা যে দফাতে লেখা যাইবেক

তাহার কথা।

১ প্রকরণ। দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে প্রাণি বধের সমস্ত প্রকার এত্তাবিতা যে সকল প্রকারেতে এমত বোধ হয় যে মৃত ব্যক্তি আপনা ইচ্ছা ও ক্রিয়া দ্বারা মরিয়াছে ও তাহার আর কোন হেতু বোধ নয় না তাহার কথা ঐ কৈফিয়তের ২০ দফাতে লিখে ইতি।

ভারিং সমস্ত অপরাধের কথা তাহার অপরাধিরা ধরা

পড়িয়া থাকে বা না থাকে ঐ কৈফিয়তে

লেখা যাইবার কথা।

১১ প্রকরণ। দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ কৈফিয়তে ভারি২ যে সকল অপরাধের কর্ম্ম হওনের সম্বাদ পায় সে সকল অপরাধের অপরাধী লোক ধরা পড়িয়া থাকে বা না থাকে তাহার কথা লিখে ও ঐ কৈফিয়তের নকসার ৩ তৃতীয় ঘরে ইহা প্রভেদ করিয়া লিখে যে ঐ অপরাধীরা অপরাধের কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া ও আপনাদিগের মতলব হাসিল করিতে পারে নাহি ও যে যে অপরাধের কর্ম্ম করা সারা হইয়া থাকে তাহার কথা কেবল ঐ কৈফিয়তের নকসার ২ দ্বিতীয় ঘরে লেখা যাইবেক ইতি।

৪ নম্বরের নকসা মতে মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ তৈয়ার

করিয়া সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুরে,

পাঠাইবার কথা।

১২ প্রকরণ। পোলীসের প্রত্যেক থানার দারোগার কর্ত্তব্য যে অপরাধ ও কসুর সকলের মাহওয়ারী কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ নম্বরের নকসামতে তৈয়ার করিয়া এলাকা বুঝিয়া পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট প্রতি মাসের ৫ তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

কৈফিয়ৎ লিখিবার ও তাহাতে তারিখ লিখিবার বাবত হুকুমের কথা।

১৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে পোলীসের আমলারা যে সকল কৈফিয়ৎ ও রিটর্ণ মাজিষ্টর সাহেবলোকের হজুরে পাঠায় তাহা পড়া যাওনের যোগ্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট অক্ষরে লেখা যাইবেক ও প্রতি রিপোর্ট ও কৈফিয়তের তলে তাহা পাঠান যাওনের তারিখ সেই অঞ্চলের চলিত সনের সহিত লেখা যাইবেক এবং পোলীসের যে কার্য্যকারক তাহা লিখিবেক তাহার দস্তখত ও থানার মোহর হইবেক ও পোলীসের আমলার সমক্ষে যে জোবানবন্দী হয় ও যেসকল তহকীকাতের কথা লেখা যায় তাহার শির নামাতে রোজ ও তারিখ ও সে থানার অধিকারের চলিত সন লেখা যাইবেক ইতি।

ফৌজদারী আদালতে কাগজপত্র পাঠাইবার সময় যেং হুকুম মত কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

১৪ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে ফৌজদারী আদালতে যে সকল কাগজ পাঠায় তাহার ফর্দ্দ সকল জমাইয়া সূত দিয়া গাঁথিয়া ও তাহার উপরে গালার মোহর করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও প্রত্যেক মোকদ্দ

মার রোয়দাদ আলাহিদা করিয়া লেফাফা করিয়া তাহার উপরে জিলার মাজিস্ত্রেট সাহেবের নাম ও যে থানা হইতে পাঠান যায় সে থানার নাম লেখা যাইবেক ইতি।

হুকুমনামা সকলেতে তাহার লিখিত হুকুম ও অন্য কথা সকলের মত কার্য্যকরিবার কারণ দেওয়া মেয়াদের নিরূপণ করিবার কথা।

১৫ প্রকরণ। মাজিস্ত্রেট সাহেব লোক পোলীসের আমলাদিগের নামে যেং হুকুমনামা কি পরওয়ানা পাঠাইবেন তাহার প্রতি হুকুমনামা কি পরওয়ানাতে তাহার লিখিত হুকুম ও কথা মত কার্য্য করিবার ও ফৌজদারী আদালতে তাহার রিটর্ন পাঠাইবার মেয়াদের নিরূপণ লিখিয়া দিবেন ইতি।

মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুমনামা সকলের রিটর্ন লেখা যাইবার মতের কথা।

১৬ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে হওয়া হুকুমনামা ও পরওয়ানা সকলের রিটর্ন ও ইশ্‌তিহারনামা সকল জারী হওনের কথা সম্বলিত সর্টিফিকট হুকুমনামা ও পরয়ানা সকলের পিঠে কাগজের গুঞ্জাইশর মতে লিখিয়া মাজিস্ত্রট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যদি ঐ রিটর্নের মজমুন পিঠে লেখা হইতে নাপারিবার মত বাহুল্য হয় তবে আলাহিদা কাগজে লেখা গিয়া আসল হুকুমনামা কি পরওয়ানার শামিলে রাখা যাইবেক ও ঐ রিটর্নের এক নকল এই আইনের ৮ ধারার ৮ প্রকরণের নিরূপণ করিয়া লেখা রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক।

হুকুমনামা সকলের হুকুমমত কার্য্য হইতে বিলম্ব

হইলে তাহার কথা।

২৭ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে যে সকল হুকুম তাহারদিগের নামে হয় যথাসাধ্য সে সকল হুকুমনামা কি পরওয়ানা নিরূপিত মেয়াদের মধ্যে আমলে আনে ও যদি নিরূপিত ঐ মেয়াদের মধ্যে সমুদয় আমলে আনিতে না পারে তবে মেয়াদ অতীত হইলেপর এক রিপোর্ট বিলম্ব হওনের হেতু ও যে মেয়াদের মধ্যে পূরা রিটর্ণ পাঠান যাইবেক তাহার এত্তেলার কথা লিখিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও আসল হুকুমনামা ও পরওয়ানা তাহার লিখিত সমুদয় হুকুম আমলে আইলে ও তাহার পৃষ্ঠে সংপূর্ণ রিটর্ণ লেখা গেলে পর পুনরায় মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতে পাঠান যাইবেক ইতি।

রিটর্ণ ও অন্যান্য কৈফিয়ৎ সংক্ষেপে লিখিবার কথা।

১৮ প্রকরণ। দারোগা ও মুহরির লোকেরা সমস্ত কৈফিৎ ও রিটর্ণ সংক্ষেপ কথায় লিখিবেক ও ঐ রিটর্ণের মধ্যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুকুমের প্রসঙ্গ করণের স্থানে বজিনিস হুকুম না লিখিয়া কেবল মোকদ্দমার প্রকারের কথা ও পরওয়ানার তারিখ আপন২ রিপোর্ট ও রিটর্ণেতে লিখিবেক ইতি।

১০ ধারা। ১৮ প্রকরণ ডাকের ও সরকারী কাগজ পত্র অতি শীঘ্র ফৌজদারী আদালত হইতে থানা সকলে ও থানা সকল হইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান যাওনের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

মাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের ও পোলীসের আমলা লোকের মধ্যেতে লিখনপত্র পাঠাইবার শৃঙ্খলা

হইবার কথা।

১ প্রকরণ। মাজিস্ত্রেট সাহেব লোকের হজুর হইতে পোলীসের থানা সকলের দারোগাদিগের নিকটে ও পোলীসের থানা সকলের দারোগা লোকের নিকট হইতে মাজিস্ত্রেট সাহেবলোক আপন২ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে যে সকল অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার সমাচার অতিশীঘ্র পাইবার এবং যে সকল লোক মোকদ্দমার তজবীজ করা সারা হওন পর্য্যন্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবের দিগের হজুরে কিম্বা পোলীসের আমলা লোকের নিকটে কয়েদ থাকে তাহার আবশ্যক বিনা কয়েদ না থাকিবার নিমিত্তে মাজিস্ত্রেট সাহেবের দিগের ও পোলীসের এদেশীয় আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য নীচের বেওরা করিয়া লেখা হুকুম সকলের মতে কার্য্য করেন ইতি।

পরওয়ানা ও অন্য২ কাগজ পৌহুছাইবার ভার যাহার প্রতি থাকিবেক তাহার কথা।

২ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে ডাক মারফত ফৌজদারী আদালত হইতে পোলীসের দারোগা লোকের নিকটে পরওয়ানা সকল ও থানা সকল হইতে মাজিস্ত্রেট সাহেব লোকের হজুরে রিপোর্ট সকল পৌহুছিবার ও তাহা যত শীঘ্র হইতে পারে ফৌজদারী আদালত হইতে থানা সকল হইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান যাওনের জওবাব দিবার দায় ফৌজদারী আদালত হায়ের নাজীর লোকের শিরে ও থানা সকলের মুহরির লোকের শিরে থাকিবেক ও তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে ইহাতে যে বিলম্ব হয় তাহার কারণের কথা মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে এত্তেলা করে ইতি।

ডাকের কার্য্যকারক লোকের সরকারী কর্ম্মের বাবৎ কৈফিয়ৎ ও হুকুমের কাগজ বিনা মাসুলে লইয়া পাঠাইবার কথা।

৩ প্রকরণ। মাজিস্ত্রেট সাহেব আপন অধিকারের পোলীসের আমলার নামে যেং হুকুমনামা দেন তাহা ও থানার দারোগা লোক যেং কৈফিয়ৎ পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদিগের কি মাজিস্ত্রেট সাহেব লোকের হুজুরে পাঠাইবেক তাহা সাধ্যমতে সরকারী ডাক মারফত পাঠান যাইবেক ও সরকারী ডাকের সমস্ত কার্য্যকারক লোকের কর্ত্তব্য যে এমত লিখন পত্রের লেফাফার উপরে তাহা সরকারী কর্ম্মের বাবত বটে ইহা জানা যাইবার নিমিত্তে সরকারের যে কার্য্যকারক তাহা পাঠায় তাঁহার নাম ও সরকারী কর্ম্মের জিগির লেখা থাকিলে সেলিখন পত্রওহুকুমনামা সকল বিনা মাসুলে লইয়া পাঠাইয়া দেয়।

ডাকের অড্ডা মোকরর হইবার কথা জমীদার আদি ডাকের কর্ম্ম চালাইবার কারণ পাইক ও পেয়াদা লোক মোকরর করিবার কথা।

৪ প্রকরণ। যদি কোন দারোগার থানার মোকাম ডাক যাইবার পথ হইতে দূরে থাকে তবে মাজিস্ত্রেট সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে আপন আপন পোলীসের আমলার দ্বারা একথানা ও অন্য থানার মধ্যে কিম্বা এক থানা ও আদালতের মোকামের মধ্যেতে পাঁচ ক্রোশ হইতে অধিক না হয় এমত উপযুক্ত অন্তরে ডাকের চৌকী বসায়েন ও ভূমির অধিকারী বসায়েন ও ভূমির অধিকারী ও ইজারদার লোকের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকারদিগের উপর এমত হুকুম দেন যে একর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে আপনা

রদিগের চাকর পাইক ও পেয়াদা যত জন দরকার হয় তাহা নিযুক্ত করে ও যেখানে যেখানে পোলীসের কোন চৌকী মোকরর না থাকে সেখানে ভূমির অধিকারী ও ইজারদার লোকের ও নায়েবাদির আবশ্যক যে সেখানে এমত এক ধর বান্ধে যে তাহাতে সময় শিরে অবিলম্বে পাইক কি পেয়াদা লোক পাওয়া যায় ও গ্রামের বাসিন্দা লোকের মধ্যে একজন মণ্ডল কি পাটওয়ারী কিম্বা অন্য ব্যক্তি ইহাতে নিযুক্ত হইবেক ও তাহার আবশ্যক হইবেক যে রিপোর্টের কাগজ পত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ রওনানা করে ও এক কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লিখিত ৮ নম্বরের নকসামত তৈয়ার হইয়া প্রতি থানাতে থাকিবেক ও প্রত্যেক দারোগার আবশ্যক হইবেক যে আপন ভারে দখল পাওনের পরে ঐ কৈফিয়ৎ আপন থানার সেরেস্তার অন্য অন্য কাগজের শামিলে আছে কি না ইহা তহকীক করে ও এবিষয়ের তহকীক করে যে মাজিস্টর সাহেবের পরওয়ানা সকল থানাতে রিপোর্ট ও কৈফিয়ৎ সকল থানা হইতে মাজিস্টর সাহেবের আদালতে পৌছাইবার কারণ ডাক মোকরর ও দুরস্ত আছে কি না ও ভূম্যধিকারী ও ইজারদার লোকের ও তাহাদিগের নায়েব ও সরবরাহকার লোকের তরফ হইতে ডাকের আড্ডাতে পেয়াদা ও পাইক লোক বরোক্ত হাজির থাকে কি না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত জমীদার প্রভৃতির
কসুর ও গাফিলী হইলে যে প্রতিফল
হইবেক তাহার কথা।

৫ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুম সকলের মতে কার্য্য হইবার জওয়াব দিবার দায় জমীদার লোকের ও ভূমির অধিকারী ও

ইজারদার লোকের ও তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকার দিগের ও গ্রামের মণ্ডল লোকের শিরে থাকিবেক ও যদি মাজি ষ্টর সাহেবের হজুরে ইহা সাবুদ হয় যে ঐ সকল লোকেরা এবি ষয়ে জানিয়া শুনিয়া কসুর ও গাফিলী করিয়াছে বিশেষত যদি পুর্ব্বে এক বার তাহার দিগের এবিষয়ে তাড়া দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাহারা ১০০ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা হও নের দ্বারা শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও যদি ঐ জরীমানার টাকা না দেয় তবে এক মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে দেওয়ানী আদালতের জেহেলখানাতে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

কাগজ ও কৈফিয়ৎ পাঠাইতে বিলম্ব না হইবার হুকুমের কথা।

৬ প্রকরণ। ফৌজদারী আদালত হায়ের নাজীর লোকের আব শ্যক যে মাজিষ্টর সাহেবের হজুর হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হওন ব্যতিরেকে প্রতি দিন নিরূপিত সময়ে ঐ সাহেবের পরও য়ানা ও অন্য হুকুমনামা সকল ডাক মারফত থানাতে পাঠাইয়া দেয় ও প্রতি পুলিন্দার লেফাফার উপরে তাহা রওনা করণের তা রিখ ও সময় লেখা যাইবেক ও ঐ সকল নাজীরের আবশ্যক যে যে সকল কৈফিয়ৎ থানা সকল হইতে মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে পৌছছে সে সমস্ত কৈফিয়তের লেফাফার উপরে তাহা পৌছি বার তারিখ ও সময় লিখে ইতি।

থানা হইতে মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে কাগজ পাঠাইবার মতালক অন্য হুকুমের কথা।

প্রকরণ। জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল কাগজ ও কৈফিয়ৎ

পোলীসের ডাক মারফত থানা হইতে মাজিষ্টর সাহেবের আ-দালতে পাঠান যাইবেক সে সমস্ত কাগজ ও কৈফিয়তের লেফা ফার উপর মাজিষ্টর সাহেবের নাম লেখা যাইবেক ও ঐ লেফা ফা বন্দ করিয়া তাহাতে থানার মোহর করা যাইবেক ও থানার মুহরিরের আবশ্যক হইবেক যে ঐ লেফাফার উপর তাহারও না হওনের তারিখ ও সময় লিখে ও যদি কোন থানা হইতে ফৌজদারী আদালতে পাঠান কাগজ ও ফৌজদারী আদালত হইতে কোন থানাতে পাঠান কাগজ সেই থানার ও আদালতের মোকামের মধ্যের অন্য থানাতে পৌঁহুছে তবে সে থানার মুহ রির কর্ত্তব্য যে তাহা পৌঁছিবার তারিখ ও সময় ও পুনরায় ডাকে ও রওনা হওনের তারিখ ও সময় তাহার লেফাফার উপরে লিখে ইতি।

পোলীসের আমলা লোকের মুন্সেফদিগের দেওয়া কাগজ জজ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৮ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও মুহুরির লোকের কর্ত্তব্য যে মুন্সেফ লোকেরা যে সকল কৈফিয়ৎ ও কাগজ পত্র জিলার জজ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার মনস্থে তাহারদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা ডাক মারফত কিম্বা থানার বরকন্দাজের মারফত যে প্রকারে ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও তাহারদিগের এমত এমত কাগজের রসিদ মুন্সেফদিগকে দিতে হইবেক ইতি।

১১ ধারা। এই ধারাতে ৭ প্রকরণ ও দারোগা লোককে কোন কোন অসঙ্গত ও অনুচিত কর্ম্ম করিতে নিষেধ হওনের হুকুম সকল লেখা যাইতেছে ইতি।

পোলীসের আমলা লোক তেজারতের কারবার না করি তে পারিবার বিবরণ।

১ প্রকরণ। পোলীসের কোন দারোগা কি মুহরির কি জমাদার কি বরকন্দাজ আপন থানায় অধিকারের মধ্যে তেজারতের কারবার করিতে কি কোন গোলাঘর কি জিনিস ক্ষুদ্র কি থোকথাক বিক্রয় করিবার নিমিত্তে দোকান করিতে পারিবেক না ইতি।

দারোগা লোককে আপনার দিগের নিজের কর্ম্মে থানার বরকন্দাজ লোকের নিযুক্ত করিতে বারণ হওনের কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোককে নিষেধ হইল যে আপনার তাবে থানার বরকন্দাজ দিগেকে আপনার নিজের কর্ম্মেতে নিবিষ্ট না করে ও যদি এই হুকুমের অন্যমত করে তবে জরীমানা ও আপন আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

পোলীসের কোন আমলা ফরিয়াদী আসামী আদি কাহারু স্থানে কোন হুকুমনামা জারী করণের সময় কিছু হইলে যে শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। ফৌজদারী আদালত হইতে হওয়া কোন দস্তক কি ওয়ারিণ্ট কি অন্য হুকুমনামা সরকারের মোসাহেরাদার পোলীসের বরকন্দাজ কি পোলীসের অন্য চাকরের মারকত পাঠান গেলে তাহারা কিছু তলবানা কি ইনাম কি রোজ

[illegible] আসামী কি সাক্ষীদিগের কি অন্য কাহার স্থানে তলব করিতে ও লইতে পারিবেক না যদি পোলীসের কোন চাকর এ হুকুমের অন্যমতে স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্ত করিয়া কিছু তলব করে কি লয় তবে ফরিয়াদী কি কসুর সাবুদ হইলে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইতে হয় সেই যেমত অন্যমত ঐ কসুর মাজিস্ত্রেট সাহেবের তজবীজে কি দায়ের সায়েরী আদালতের তজবীজে সাবুদ হইলে ও শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও ঐ অপরাধী যে টাকা লইয়া থাকে তাহা হয় ফৌজদারী আদালতের হুকুম মতে কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণ দ্বারা ঐ অপরাধীর স্থানে হইতে দণ্ড [illegible] দেওয়ান যাইবেক ও তাহা সেওয়ায় চলিত আইন মতে তৎক্ষণাৎ আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগা লোককে জমীদার ওগয়রহের তরফ কোন মোক্তার কি উকীল মোকররা মতে থানাতে রাখিতে বারণ হওনের বিবরণ।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে কোন জমীদার কি তালুকদার ইজারদার কি তাহারদিগের নায়েব কি সরবরাহকার দিগের তরফ কোন উকীল কি আপন আপন থানাতে মোকররিমতে হাজির না রাখে ও যদি এই হুকুমের অন্যমতে তাহা করে তবে আপন আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু এলাকাতে এমত বোধ না হয় যে যদি তাহার দিগের তরফ হইতে কোন উকীল কি মোক্তার বিশেষ কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে হাজির হওনের আবশ্যক হয় তাহাও নিষেধ হইল ইতি।

পোলীসের দারোগা লোককে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাসহুকুম হওন বিনা ফৌজদারী আদালতের কাছারীতে উকীল মোকরর রাখিতে নিষেধ হওনের কথা।

৫ প্রকরণ। মফঃসলের পোলীসের দারোগা লোককে ও অন্য সমস্ত আমলা লোককে ইহা নিষেধ করা যাইতেছে যে আপনাদিগের তরফ হইতে কোন মোক্তারকার কি উকীল জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে থানার আমলা লোকের মাহিয়ানা লইয়া পৌঁহছাইয়া দিবার নিমিত্তে কিম্বা আপনার সম্পর্কীয় অন্য অন্য বিষয়ের কারণ মোকরর না রাখে কিন্তু বিশেষ এই যে প্রকারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুর হইতে একজন উকীল মোকরর করিতে তাহার দিগকে অনুমতি হয় তাহাতে মোকরর করিতে পারিবেক ইতি।

আবশ্যক না হইলে থানার মোকররী মুহরির সেওয়ায় অন্য মুহরির নিযুক্ত করিতে নিষেধের কথা।

৬ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে থানার যে মুহরিরে মাহিয়ানা সরকারের তরফ হইতে মোকরর আছে সে মুহরির মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লওন বিনা থানা হায়েতে রাখা যাইবেকনা কিন্তু যদি উপস্থিত কর্ম্মের বাহুল্য হেতুক থানার মোকররী মুহরির সেওয়ায় অন্য মুহরিরের আবশ্যক হয় তবে এমতে পোলীসের দারোগা লোক তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে হুকুম হইবার নিমিত্তে এত্তেলা করিবেক ইতি।

দোরোগা লোকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিনা হুকুমে গোয়েন্দা দিগকে থানাতে দখল দিতে নিষেধ হওনের কথা।

৭ প্রকরণ। দারোগা লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমতিসারে কি তাহার হজুর হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হওন বিনা যে২ কোন গয়েন্দা কি জাসুস অর্থাৎ সন্ধানীর গুজরাণের নির্ভর গয়েন্দাগিরি পেশার উপর তাহাকে আপন থানাতে আসিতে না দেয় ও খাতিরদারী না করে বরঞ্চ তাহাদিগের কর্ত্তব্য যে যাহারা আপনারদিগকে এমত জানায় যে আমরা মাজিস্ট্রেট সাহেবের কি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হজুর হইতে গয়েন্দাগিরি পেশাতে নোকরর হইয়াছি যদি তাহারা ঐ সাহেবদিগের তরফ হইতে কোনদস্তুরেজ অর্থাৎ নিদর্শন পত্র আপনার নিকটের হাজির না রাখে তবে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে চালানকরে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে দারোগা লোককে যে সকল অপরাধীরা পলাইয়া ধরা না পড়িয়া থাকে তাহারদিগের সন্ধান পাইবার নিমিত্তে লোক দিগকে নিযুক্ত করিতে কিম্বা যাহাতে মাশুর ডাকাত ও অন্য অপরাধী লোকের সন্ধান পাওয়া যায় ও তাহারা ধরা পড়ে এমত সমাচার দিবার নিমিত্তে লোকদিগকে খাতিরদারী করিতে বারণ হইল বরং এমত২ প্রকারে তাহারদিগের আবশ্যক যে এমত লোককে ঐ২ বিষয়ের সমাচার দিবার নিমিত্তে পূরা খাতিরদারী করে ও দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে কোন উক্ত হইতে কোন উত্তম ও পছন্দমত কর্ম্মহইলে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে তাহার রিপোর্ট করে ও ঐ রিপোর্টতে ইহাও লেখা যাইবেক যে ঐ ব্যক্তি আপন চেষ্টা ও উদ্যোগ ও প্রাণপণেতে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে

কিম্বা পোলীসের আমলাকে কেবল এমত সমাচার দিয়াছে যাহাতে অপরাধী ধরা পড়িল ইতি।

১২ ধারা। এক্ষ ধারাতে ৩ তিন প্রকরণ ও পোলীসের দারোগার ও অন্য আমলা লোকের যে সকল মোকদ্দমায় তজবীজ করিতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমা সকলের তজবীজ করিতে
দারোগা লোককে নিষেধ হওনের কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের এদেশীয় দারোগা ও অন্য আমলা লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে পরদারের কি গালি গালাজের কিম্বা মারপিটের অথবা অল্প দৌরাত্ম্য ও জবরদস্তী করণের কোন মোকদ্দমার তজবীজ না করে ও হুকুমের অন্যমতে করিলে আপন২ কর্ম্ম হইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক।

যাহারা ঐ২ মোকদ্দার নালিশের আরজী থানাতে দেয় তাহার
দিগেকে ম্যাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে নালিশ করিতে
পোলীসের দারোগা দিগের কহিয়া
দিতে হইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তি থানায় উপরের লিখিত মোকদ্দমা সকলের কোন মোকদ্দমার নালিশের আরজী দিলে সেই ফরিয়াদীকে ইহা জানাইয়া দেয় যে এমত মোকদ্দমা থানার যোগ্য নহে ও যদি ইহার নালিশ করিতে চাহে তবে মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতে হাজির হইয়া নালিশের আরজী দাখিল করে ও পোলীসের যে দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে ঐ নালিশের আরজী দরপেশ হয় তাহার কর্ত্তব্য যে২ রোজনামার প্রসঙ্গ পশ্চাৎ করা যাইবেক

তাহাতে ফরিয়াদির নামে ঐ মোকদ্দমার প্রকার ও ঐ ফরিয়াদীর নালিশের আরজী ফিরিয়া দেওনের তারিখ লিখন ও ঐ নালিশের আরজীর পিঠে তাহা গ্রহণ করিবার তারিখ ও ফিরিয়া দেওনের হেতু লিখিয়া ঐ ফরিয়াদীকে দেয় ইতি।

দারোগা ও অন্য আমলা লোককে রাজীনামা হইতে ও যে মোকদ্দমার বিষয় এই আইনে কি অন্য অন্য আইনে কিছু হুকুম নির্দিষ্ট হয় নাহি তাহাতে হাতদিতে ও শাস্তির হুকুম দিতে ও কিছু তলব করিতে নিষেধ হওনের কথা।

৩ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলাকে নিষেধ করা যাইতেছে যে কোন মোকদ্দমাতে সোলেনামা কি রাজীনামা লওন ও অন্য যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে এ আইনে কি অন্য আইনে কোন হুকুম নির্দিষ্ট না হইয়া থাকে তাহাতে হাত না দেয় ও কোন নালিশী আরজীর উপর কিছু হুকুম না দেয় ও শাস্তি কি জরীমানার হুকুম না দেয় ও ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে কি তাহার দিগের সাক্ষী দিগের কি অন্য কাহারু স্থানে কিছু তলব না করে ইতি।

১৩ ধারা। এই ধারাতে ১০ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগা লোকের তারিং অপরাধের বাবৎ নালিশী আরজী লওনের কি তাহা হওনের সমাচার পাওনের পরে যেং কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহার বাবৎ হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

দারোগার নিকট ডাকাইতী ওগয়রহের বাবত নালিশ উপস্থিত হইলে কি তাহা হওনের খবর পাইলে ও হলকের দ্বারা তাহা সত্য জানাগেল দারোগা লোকে

র তাহার বৃত্তান্ত সাক্ষীদিগের স্থানে গোপনে কি স্পষ্ট
ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। খুন কি ডাকাইতী কি রাহাজানী কি চুরি কি সিন্দাল করণের কি বধ করণের অথবা জখমী কি অগ্নিকৃত কিম্বা হেঙ্গামা করণের বাবৎ অথবা অন্য যে ভারি ভারি অপরাধের বিষয়ের তজবীজ করিতে এই আইনানুসারে দারোগা লোককে বারণ হয় নাহি তাহার বাবৎ কোন নালিশী আরজী কি সম্বাদ দেওয়া গেলে পর ফরিয়াদী কি সম্বাদ দেওনীয়ার আপন জাহির করা কথা সত্য জানাইবার কারণ হলফ করিতে হইবেক ও যদি ঐ আরজী কি সম্বাদ দেওয়া আপন জাত্যানুসারে এমত মর্য্যাদা রাখে যে কোন প্রকারে তাহাকে এদেশের রেওয়াজ মতে হলফ করাণা উপযুক্ত হয় না তবে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন জাহির করা কথার সত্যতার নিমিত্তে এই আইনের শেষের লিখিত ৯ নম্বরের শরওয়ামতে হলফনামা লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া দেয় ও তাহার পরে দারোগার আবশ্যক যে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাইবার কারণ যে তহকীক তদন্ত করণের আবশ্যক হয় তাহা করে ও যে সাক্ষিরা অপরাধের ক্রিয়া করিতে দেখিয়া থাকে কি মোকদ্দমার কথা জ্ঞাত থাকে তাহার দিগের স্থানে বিনা হলফে আলাহিদা স্থানেতে গোপনে কিম্বা স্পষ্ট প্রকাশ রূপে যে প্রকারে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যাইবার নিমিত্তে বিহিত সেই প্রকারে জিজ্ঞাসা বাদ করে ইতি।

সাক্ষীদিগের জোবানবন্দী বেওরা করিয়া লিখিবার
আবশ্যক না হইবার ও তাহারদিগের জোবানবন্দী

খোলাসা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগাদিগেরদের সাক্ষীলোকের উপর যে সকল সওয়াল করা যাইবেক তাহা ও তাহারা তাহার যে২ জওয়াব দেয় তাহা তফসীল অর্থাৎ বেওরা করিয়া লিখনের আবশ্যক হইবেক না বরং তাহারদিগের আবশ্যক এই যে তাহারদিগের জোবানবন্দী সুরতহাল মতে কি তাহার বেওরা চুম্বকে লিখিয়া তাহার লিখিত কথার সত্যতার নিমিত্তে তাহারদিগের দস্তখত তাহাতে করাইয়া ও পোলীসের যে কার্য্যকারক তাহার তহকীক তদন্ত করে তাহার দস্তখৎযুক্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের রিপোর্টেতে যাহারা শুনা সাক্ষী ও যাহারা দেখা সাক্ষী হয় তাহা প্রভেদ করিয়া লিখে ইতি।

যে স্থানে অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার নক্সা তৈয়ার করিবার ও রিপোর্টেতে চলিত সন লিখিবার বিবরণ।

৩ প্রকরণ। অঙ্গক্ষত কি অন্য ভারি ভারি অপরাধের ক্রিয়ার সহিত যে খুন ও ডাকাইতী ও সিঁন্দমারী হয় তাহার মোকদ্দমা সকলেতে যদি ঐ সকলে অপরাধের ক্রিয়া হওনের স্থানের নক্সা করা মোকদ্দমা স্পষ্টবুঝা যাইবার নিমিত্তে বিহিত হয় ও তাহা তৈয়ার করিতে সে স্থানের বাসিন্দা লোকের কিছু ক্লেশ না হয় তবে সে স্থানের এক নক্সাকরাগিয়া উপরের লিখিত রিপোর্টের শামিলে পাঠান যাইবেক ও সমস্ত প্রকারেতে দারোগা লোকের আবশ্যক হইবেক যে যে তারিখে ও দিবসে কি রাত্রিতে

যে সময়ে অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সে তারিখ ও সময় তারিখের মতে ফসলী কি বাঙ্গলা কি অন্য যে কোন সন সে স্থানে চলন থাকে সে সনের সহিত ঐ রিপোর্টেতে লিখে ইতি।

দারোগা লোককে কোন আইনমতে অনুমতি না থাকিলে তাহারা সাক্ষীদিগকে কোন বিষয়ের সত্যতার নিমিত্তে হলফ করাইতে না পারিবার কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোককে ইহা বারণ করা যাইতেছে যে খুন কি ডাকাইতী কি সিঁন্দালির কি অন্যাপরাধের মোকদ্দমাতে যে সকল সাক্ষী আপন আপন জোবানবন্দী লেখাইয়া দেয় তাহার লিখিত কথার সত্যতার নিমিত্তে তাহারদিগকে হলফ না করায় ও অন্য অন্য কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতে কোন প্রকারে সাক্ষিকে হলফ না করায় কিন্তু মোকদ্দমা যে কোন আইনের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই আইনের লিখনানুসারে হলফ করাইতে তাহাদিগকে অনুমতি থাকিলে পারিবেক।

দারোগা লোক সমস্ত সাক্ষী জমা করিয়া ও তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোকের উচিত যে মোকদ্দমার তহকীক তদন্ত করিতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যমতে একেবারে সারাকরে ও সে মোকদ্দমার সমস্ত সাক্ষী জমা করিয়া তাহারদিগের জোবানবন্দী করিয়া লইয়া মোকদ্দমার তজবীজ অবিলম্বে হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে মোকদ্দমার রিপোর্ট যে সময় মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পৌছে সে সময় তাহারা ঐ

সাহেবের হজুরে হাজির হইবার অর্থে মুচলকা লেখাইয়া লয় এবং দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে চালানের ফর্দ্দ পাঠাইবার সময় ঐ চালানের ফর্দ্দের সঙ্গে যে কোন বরকন্দাজ কি অন্য আমলার সাক্ষ্য মোকদ্দমার তজবীজ করণের সময় হওনের আবশ্যক হইবেক তাহাকে পাঠাইয়া দেয় যদি কখন চালানের ফর্দ্দ পাঠাইবার সময় সমস্ত সাক্ষী হাজির না থাকে ও না পাওয়া যায় তবে মাজিস্ত্রেট সাহেব তাহারদিগের স্থানে তলব না করিতে তাহারদিগকে জমা করিয়া ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

অপরাধিরা চেনা না গেলে দারোগা লোক সাক্ষীদিগের স্থানে ফৌজদারী আদালতে হাজির হইবার মুচলকা না লইবার কথা।

৬ প্রকরণ। যে সকল মোকদ্দমাতে অপরাধীরা না চেনা যায় কি চেনা গিয়া ধরা না পড়ে তাহাতে দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে তথাপি যে স্থানেতে অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেখানে গিয়া তাহার তহকীক করিয়া ঐ ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের শরেওয়ার বেওরা লিখিয়া অবিলম্বে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে জানাইবার ও তথা হইতে হুকুম হইবার কারণ পাঠাইয়া দেয় কিন্তু এমত এমত প্রকারেতে পোলীসের দারোগা লোক মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে হুকুম হওন বিনা এমত মোকদ্দমার সাক্ষী লোককে জমা করিয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠাইবেক না ও ঐ আদালতে হাজির হইবার অর্থে তাহারদিগের স্থানে মুচলকা লইবেক না ইতি।

যে অপরাধিরা চেনাগিয়া ধরা না পড়িয়া থাকে

দারোগা লোক তাহারদিগের চেহারা ও নাম ও তাহার দিগের পিতার নাম আপন কৈফিয়তে লিখিবার কথা।

৭ প্রকরণ। যে সকল মোকদ্দমাতে অপরাধী লোক চেনা গিয়া পলাইয়া থাকে সে সমস্ত মোকদ্দমাতে পোলীসের যে দারোগা তাহার তহকীক তদন্ত করে তাহার আবশ্যক যে পলাইয়া যাওয়া অপরাধী চেনা যাওনের নিমিত্তে তাহার চেহারা অর্থাৎ আকার প্রকার ও নাম ও তাহার পিতার নাম ও পূর্ব্বে যেখানে বাস করিত সে স্থানের নাম আপন কৈফিয়তে লিখে ইতি।

কোন মোকদ্দমা তহকীক করণের সময় অপরাধীর অন্য অপরাধ করণের কথা প্রকাশ হইলে তাহার তহকীক আলাহিদা করা যাইবার কথা।

৮ প্রকরণ। যদি কোন মোকদ্দমার তহকীকাৎ করণের সময় ইহা জানা যায় যে আসামী কিম্বা যে ব্যক্তির উপর তহমৎ হইয়া থাকে সে ব্যক্তি পোলীসের দারোগা লোকের তজবীজ করণের যোগ্য এক অপরাধ হইতে অধিক অপরাধ করিয়াছে কিম্বা কোন জমীদার কি ভূমির ইজারদার কি তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহকার কি কোন চৌকীদার কি অন্য যে কোন ব্যক্তির পোলীসের আমলা লোকের সহায়তা করিতে হয় সে ব্যক্তি পোলীসের মতালক বিষয়েতে কোন কসুর করিয়াছে তবে পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক মোকদ্দমার তহকীকাৎ আলাহিদা করিয়া ও প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদ আলাহিদা করিয়া পৃথক পৃথক চালানের ফর্দ্দের সহিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

ঐ অপরাধীপূর্ব্বে কোন অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল তাঁহা তহকীক হইলে তাহারো প্রসঙ্গ রিপো-

টেঁতে লেখা যাইবার কথা।

৯ প্রকরণ। যদি কোন অপরাধী ধরা পড়িয়া এই আইনের লিখিত হুকুম মতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতের কাছারীতে পাঠান যায় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের এমত নিশ্চয় জ্ঞাত হয় যে ঐ অপরাধী ইহার পূর্ব্বে অন্য অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল তবে দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ অপরাধীর হালে ধরা পড়নের কারণের তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে আপন রিপোর্টেতে সে পূর্ব্বে যে অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়াছিল সে অপরাধের কথা লিখে ও যদি থানার সেরেস্তায় কাগজ পত্র দ্বারা পূর্ব্বের অপরাধ করণের তারিখের ঠিকানা পায় তবে সে তারিখ সন সমেত লিখে ইতি।

দারোগা লোক আপনার থানা হইতে কোন স্থানে যাওনের সময় যেং হুকুমমতে কার্য্য করিবেক তাহার বিবরণ রিপোর্টেতে চলিত সনের মাফিক তারিখ লেখা যাইবার কথা।

১০ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে যদি তাহারদিগের থানা হইতে সরেজমীনে তহকীকাৎ করিতে কি আপন আপন ভারের মতালক অন্য অন্য কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে যাইতে হয় তবে আপন আপন পৌহুছনের তারিখ ও সময় ও সরেজমীনে রওনা হওনের তারিখ ও সময় ও সরেজমীন কৈফিয়তে থানা হইতে আপন আপন থানাতে ফিরিয়া আইসনের সময় লিখে ও মোটে সমস্ত রিপোর্টেতে বাঙ্গালা কি ফসলি কি বিলায়তী এতাবতা যেখানকার চলিত যে সন সে সন সমেত তারিখ লিখিতে হইবেক ইতি।

১৪ ধারা। এই ধারাতে ১২ প্রকরণ ও জ্ঞানকৃত বধের ও অন্যং প্রকার বধের ও জখমী অর্থাৎ অঙ্গক্ষত করণের ও অকস্মাৎ মরণের প্রকার সকলেতে সুরতহাল করণের হুকুম সকল লেখা- যাইতেছে।

অর্থাৎ মরণের ও যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় হয় এমত মরণের সমাচার নিকটের পোলীসের থানা কি চৌকীতে জমীদার ইত্যাদির দিতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে গ্রামের প্রধান বাসিন্দা লোক জমীদার কি ইজারদার কি তাহারদিগের নায়েব ও সরবরাহ কার কি গ্রামের মণ্ডল কি পাটোয়ারি কি অন্য প্রধান বা হউক তাহারদিগের আবশ্যক যে যে তাহারা অকস্মাৎ মৃত্যু কি যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মৃত্যু হওনের কথা জানি তে পারিলে তাহার সমাচার অবিলম্বে ও সময় শিরে পোলী- সের যে থানা কি চৌকী নিকটে থাকে তাহার আমলা লোককে দেয় ও যদি জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকার কিম্বা গ্রা মের অন্য কোন প্রধান ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এ সমাচার দিতে গাফিলী কি বিলম্ব করে তবে তাহারা কসুর মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে ২০০ দুই শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা হওনের দ্বারা শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও তাহা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগা জ্ঞানকৃত বধের কি অকস্মাৎ মরণের কি যে মরণের কারণেতে সন্দেহ হয় এমত মরণের সমাচার পাইবা- মাত্র তাহা যেখানে হইয়া থাকে সে স্থানেতে তাহারদিগের যাইতে হইবার কথা।

২ প্রকরণ। জ্ঞানকৃত বধের ও অকস্মাৎ মরণের ও যে মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় এমত মরণের কিম্বা ভারি জখম অর্থাৎ অঙ্গক্ষত হওনের কিম্বা প্রাণের হানি হইবারমত জখমী হওনের প্রকার সকলেতে সর্ব্বদা পোলীসের দারোগার আবশ্যক হইবেক যে এমত২ কর্ম্ম হওনের সমাচার পাইবা মাত্র যে স্থানেতে মৃত ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তি পড়িয়া থাকে সেখানে আপনি যায় ও যদি তাহারা তথায় যাইতে না পারে তবে আপনার তাবে যে কার্য্যকারক তাহার তহকীকাৎ করণের যোগ্য হয় তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইয়া দেয় ও এমত এমত প্রকার হইলে তাহাদিগকে নীচের লিখিত হুকুম সকলের মতে কার্য্য করিতে অতি তাকীদ হুকুম হইল ইতি।

দারোগা লোক মারাপড়া ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবাসির
কিম্বা জখমী হওয়া ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার
ও জিজ্ঞাসা করিবার কথা।

৩ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের আবশ্যক যে ঐ মোকদ্দমার কথা প্রথমতঃ গোপনে মারা পড়া ব্যক্তির আত্মীয় ও কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসি অথবা জখমী হওয়া ব্যক্তি সুতরাং যাহারা মোকদ্দমার বেওরা জ্ঞাত থাকে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করে এবং তাহারদিগের আবশ্যক যে বাক্তরূপে সুরতহাল করিবার নিমিত্তে সেখানকার বাসিন্দা লোকদিগকে জমাকরণের পূর্ব্বে মোকদ্দমার হকীকত অর্থাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত জানাইবার নিমিত্তে তাহারদিগের যাহা২ জ্ঞাত হওয়া বিহিত তাহা জ্ঞাত হয় ইতি।

চোট খাওয়া ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার বেওরা জিজ্ঞাসা করিবার কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে অঙ্গক্ষত করণের প্রকার সকলেতে তাহার বেওরা যে ব্যক্তির অঙ্গক্ষত হইয়া থাকে তাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও যে ব্যক্তি তাহার অঙ্গক্ষত করিয়া থাকে তাহার নাম এবং তাহা করণের সময়ে যে ব্যক্তি সাক্ষাতে ছিল তাহারদিগের নাম ও মোকদ্দমার মতালক আরং কথা তাহার স্থানে হলফ করাইয়া জিজ্ঞাসা করে ইতি।

মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোটখাওয়া ব্যক্তির শরীর দেখিয়া তহকীক করিবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ তহকীকাতে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যেং ব্যক্তির অঙ্গক্ষত হইয়া থাকে তাহার শরীর কিম্বা যে ব্যক্তি মারা পড়িয়া থাকে তাহার শব দেখিয়া ইহা তহকীক করে তাহার শরীরে কয় চোট কিম্বা ঘা ও শারীরিক অন্য হানির দাগ সে সময় আছে ও এক এক ঘা কতং লম্বা ও চওড়া ও গহরা ও কোন অস্ত্র কি শস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গক্ষত কি শরীরের অন্য হানি হইয়াছে ও তাহার কোন অঙ্গে চোট লাগিয়াছে এসকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া সুরতহালের কি রিপোর্টের নীচে কিম্বা রিপোর্টের শামিলে থাকা আলাহিদা কাগজে লিখে ইতি।

যে স্থানেতে মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তিকে পাওয়া যায় সে স্থানের নাম লিখিবার কথা।

৬ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ

তহকীকাৎ কর্ত্তে তাহার আবশ্যক যে অর্পণ করা দুরস্তহালেতে যে স্থানেতে মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তি পড়িয়া থাকে সে স্থানের নাম এবং যে স্থানে মারাপড়া ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তি পড়িয়াছিল সেই স্থানেই মারা গিয়াছে কি জখমী হইয়াছে কি স্থানান্তর হইতে হত ব্যক্তির শব কি চোট খাওয়া ব্যক্তিকে আনিয়া রাখা গিয়াছিল এ বিষয়ে আপনার যে বিবেচনা স্থির হয় তাহা লিখে ও প্রাণি বধের কিম্বা দৈবাৎ মরণের প্রকার সকলেতে ইহা লিখিতে হইবেক যে।মোকদ্দমার প্রকার সকলেতে ইহা বোধ হইতেছে যে হত ব্যক্তি আপনাকে আপনি বধ করিয়াছে কি দৈবাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে ও যদি এমত অনুমান হয় যে হত ব্যক্তি অন্যের হাতে মারা পড়িয়াছে তবে এমত অনুমান তাহা হওনের হেতু সহিত লেখা যাইবেক ও ইহার অতিরিক্ত হাজির হওয়া লোক দিগের মধ্যে কেহ মারাপড়া ব্যক্তিকে চিনিলে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লিখে ইতি।

মারাপড়া ব্যক্তি বিদেশী বোধ হইলে যাহা তহকীকাৎ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৭ প্রকরণ। যদি মরা ব্যক্তি বিদেশী লোক বোধ হয় ও তাহার নাম জানা না যায় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তাহার তহকীকাৎকারণে নিযুক্ত হয় তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তিকে মারা পড়নের পূর্ব্বে শেষবারে কোথায় দেখা গিয়াছিল ও পূর্ব্ব রাত্রিতে কোথায় শয়ন করিয়াছিল ইহার অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হয় ইতি।

অপরাধীদিগের অনুসন্ধান শীঘ্র না পাওয়া গেলে মারা পড়া ব্যক্তির সহিত প্রতিবাসি লোকের কিছু

শত্রুতা ছিল কি না ইহা পোলীসের আমলের লোকের জানিতে হইবার কথা-না চেনা যাওয়া অপরাধীকে অস্ত্রাদির চোট লাগিয়াছে বোধ হইলে যাহারদিগের স্থানে তাহার সন্ধান লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৮ প্রকরণ। যদি অপরাধীদিগের সন্ধান ঝটিত না পাওয়া যায় কিম্বা জ্ঞানকৃত বধের কি অকস্মাৎ মরণের কি জখমী অথবা অঙ্গকৃত হওনের হেতু টের না পাওয়া যায় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য অন্য যে কার্য্যকারক তাহার তহকীকাৎ করিতে নিযুক্ত হইয়া সুরতহাল করে তাহার আবশ্যক যে মারা পড়া কি চোট খাওয়া ব্যক্তির তাহার প্রতিবাসি কি প্রতিবাসিদিগের সহিত কিছু শত্রুতা কি বিপক্ষতা কি বৈরিতা কিম্বা বিরোধ হইবার অন্য হেতু ছিল কি না ইহা ওয়াকীব হয় যদি তাহা হয় তবে বিপক্ষতার হেতু আপনকার সুরতহালেতে লিখে ও মারা পড়া কি চোট খাওয়া ব্যক্তি মারাপড়নের কি চোট খাওনের পূর্ব্বে শেষবারে কার কার সঙ্গে কি প্রকারে দেখা গিয়াছিল ও তাহারদিগের সহিত কোন কটুকথা কি কোপের কথা হইয়াছিল কি না, এসকল কথা সুরতহালেতে লিখে ও ইহার অতিরিক্ত যে সকল প্রকারেতে এমত বোধ হয় চেনা না যাওয়া অপরাধীর শরীরে ধরা পাকড়া মারামারি করণের সময় কোন অস্ত্রাদির চোট লাগিয়াছে কি শারীরিক অন্য হানির চিহ্নিত হইয়াছে সে সকল প্রকারেতে নাপিত কি বৈদ্য কি ধোবা কিম্বা আশ পাশের অন্য লোকদিগের স্থানে কিম্বা যে যে লোকদিগের পেশা অর্থাৎ ব্যবসায় দ্বারা এমত দৃঢ় বোধ হয় যে তাহারা

এমত সম্বাদ দিতে পারে যাহাতে অপরাধী ধরা পড়িতে পারে সে সকল লোকদিগের স্থানে জিজ্ঞাসবাদ করিবেক ইতি।

সুরতহালে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকার কের দস্তখত ও হাজির থাকা লোকদিগের মধ্যে যত জনের উপযুক্ত হয় ততজনের দস্তখত হইবার কথা।

৯ প্রকরণ। ঐ আমলার আবশ্যক যে ঐ সুরতহাল যে স্থানে তাহা করে সে স্থানের বাসিন্দা কিম্বা সোনের আশপাশে যে যে গ্রাম থাকে তাহার বাসিন্দা মাতবর মাতবর লোকদিগের সাক্ষাতে করে এবং তাহারদিগের আবশ্যক যে ঐ সুরতহালেতে প্রথমত হাজির থাকা লোকদিগের মধ্যে যত জনের উপযুক্ত হয় তত জনের দস্তখত করাইয়া পরে আপন দস্তখত করিয়া তাহা অব্যাজে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

জ্ঞানকৃত বধের প্রকার সকলেতে যে অস্ত্র কি শস্ত্রের দ্বারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহা হস্তগত করিতে হইবার কথা

১০ প্রকরণ। জ্ঞানকৃত বধের প্রকার সকলেতে পোলীসের আমলার আবশ্যক যে অস্ত্র কি শস্ত্রের দ্বারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়াছে তাহা মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে কি দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেবের হজুরে মোকদ্দমার তজবীজ হইবার সময় থাকিবার ও চেনা যাইবার কারণ হস্তগত করণের নিমিত্তে যথোচিত চেষ্টা করে ইতি।

ঘা ভাল হইবার নিমিত্তে কবিরাজ অর্থাৎ ডাক্তরের ঔষধ পটি দেওয়া যাইবার কথা।

চোট খাওয়া ব্যক্তিকে চালান করণেতে তাহার

প্রাণেরহানি হওনের সম্ভাবনা হইলে চালান না করি-
বার কথা।

১১ প্রকরণ। অঙ্গক্ষত হওনের প্রকার সকলেতে পোলীসের থা রোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তাহার তহকীকাৎ করে তাহার আবশ্যক যে চোট খাওয়া ব্যক্তির ঘা ভাল হইবার নিমিত্তে যে অস্ত্রবৈদ্য কি কবিরাজ উপস্থিত থাকে তাহাকে দিয়া ঔষধ পটি দেওয়ায় ও যদি চোট খাওয়া ব্যক্তির ঘা সকল অতিবারে হয় তবে যাবৎ তাহার চলিতে ফিরিতে হইলে প্রাণের হানি কিম্বা অন্য ব্যাঘাত হওনের সম্ভাবনা থাকে তাবৎ তাহাকে মাজেষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠান যাইবেক না ও পোলীসের আমলা লোককে হুকুম হইল যে থানার অধিকার নিবাসী লোক দিগকে যত পারে ইহা জানাইয়া দেয় যে যদি কোন ব্যক্তিকে ডাকাইত কি বাটপাড় কি অন্য লোকদিগের হইতে অস্ত্রাদির এমত আঘাত ও চোট লাগে, যাহাতে তাহাকে থানায় লইয়া আইসনেতে প্রাণের হানি হওনের সম্ভাবনা হয় তবে যে স্থানে তে তাহার খবরগিরী হইতে পারে সেখান হইতে তাহাকে ছাড়া না করে কিন্তু তাহারদিগের আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ের সমাচার পোলীসের যে থানা নিকটে থাকে সেই থানার আমলা লোককে দেয় যে তাহারা এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম মতে ঐ প্রকরণের নিরূপিত তহকীকাৎ করিতে সুরেজমীনে যায় ইতি॥

জ্ঞানকৃত বধের প্রকারে শবের পক্ষে যে আচরণ করা
যাইবেক তাহার হুকুমের কথা।

১২ প্রকরণ। জ্ঞানকৃত বধের ও অকস্মাৎ মরণের প্রকার সকলেতে পোলীসের দারোগার অতি আবশ্যক যে ঐ তহকীকাৎ করা হইলে পর মারা পড়া ব্যক্তির শব তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বের জিম্বা করিয়া দেয় যে তাহারা মারাপড়া ব্যক্তির জাতি ধর্ম্মানুসারে দেশের ব্যবহারমতে শব লইয়া গোর দেয় কি দাহ করে ও বিষ খাওয়াইয়া মারণের প্রকার কি যে যে প্রকারে মৃত ব্যক্তির মরণের কারণের নিশ্চয় না হয় ও তন্নিমিত্তে ডাক্তর সাহেবের দৃষ্টি ও রিপোর্ট করণের আবশ্যক হয় সে সকল প্রকার ব্যতিরেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে লাশ অর্থাৎ শব পাঠাইবার আবশ্যক হইবে না ও উপরের লিখিত ঐ ঐ প্রকারেতে যদি কালের ক্রমস্থান মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালত দূর হওন প্রযুক্ত ঐ শব গলিত ও স্ফীত হওন ব্যতিরেকে তাহা পৌঁছান যাহাতে না পারে তবে দারোগার আবশ্যক যে ঐ শব এক কাপড়ে জড়াইয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ও উপযুক্ত মতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

১৩ ধারা। এই ধারাতে ৭ প্রকরণ ও ডাকাইতী ও সিন্দমারি ও অন্য ভারি ভারি অপরাধের ক্রিয়া হওনের প্রকার সকলেতে পোলীসের আমলা লোকের যে যে তহকীকাৎ করিতে হইবেক তাহার বাবত হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

ডাকাইতী কি অন্য ভারি২ অপরাধ হওনের প্রকার সকলের খবর পাইবামাত্র দারোগার সরেজমীনে যাইতে কি অন্য আমলাকে পাঠাইতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। ডাকাইতীর কিম্বা স্পষ্ট ও ব্যক্তরূপে জবরদস্তী করিয়া আর যে লুটপাট হয় তাহার সমস্ত প্রকারেতে ও যে স-

কল ভারি২ অপরাধের ক্রিয়া অতিমন্দ ও দুষ্কর্ম্মের কিম্বা যে২ বিষয়েতে ঐ অপরাধের আধিক্য হয় তাহার সূচিত হয় তাহার সমস্ত প্রকারেতে যে দারোগার থানার অধিকারে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হয় সেই দারোগার আবশ্যক যে ঐ খবর পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ আপনি সরেজমীনে যায় ও ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের ও থানা হইতে আপনার রওনা হওনের কথা অবিলম্বে মাজিস্ত্রেট সাহেবকে এত্তেলা করে ও যদি দারোগা আপনি যাইতে না পারে কিম্বা যদি মোকদ্দমা প্রকৃতার্থে ভারি ভারি মোকদ্দমা সকলের কোন মোকদ্দমা না হয় কিম্বা যাহাতে অপরাধের আধিক্য হয় এমত কোন বিষয় সে মোকদ্দমাতে না হইয়া থাকে তবে সেই দারোগা আপনার তাবে আমলা লোকের মধ্যে হইতে কোন আমলাকে মোকদ্দমার বেওরা অনুসন্ধান ও তহকীক করিতে ও অপরাধীদিগের সন্ধান পাইবার ও ধরা পড়িবার নিমিত্তে যাহা২ জ্ঞাত হওয়া বিহিত হয় তাহা জানিবার অর্থে হুকুম করে ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকার সকলে যে২ জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইবেক তাহার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক উপরের লিখিত ঐ সকল অপরাধের বিষয়ক তহকীকাৎ করিতে সরেজমীনে যায় তাহার আবশ্যক যে অপরাধের কর্ম্ম হওনের তারিখ ও বার ও সময় ও যে স্থানেতে তাহা হইয়া থাকে সে স্থানের নাম ও যে কোন অপরাধী চেনা গিয়াথাকে তাহার নাম ও চেহারা ও যাহারা তাহাকে চিনিয়া থাকে তাহার দিগের নাম ও যাহারদিগের উপর অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমৎ

হইয়া থাকে তাহাদিগের নাম ও চেহারা ও ঐ তহমতের হেতু এবং অপরাধের কর্ম্ম করণের প্রকারের সমস্ত বেওয়া লিখে ও লুটের প্রকার সকলেতে যে যে দ্রব্য লুট গিয়া থাকে তাহার তফসীলের ফর্দ্দওয়ারিতে লুটিয়ারারা পলাইয়া যাওনের সময় তাহার দিগের হাতে মশাল কি কোন অস্ত্র ছিল কি না ও অস্ত্র শস্ত্র থাকনমতে কোন রকম অস্ত্র শস্ত্র ছিল ও লুটপাট করণের কালে আপনাদিগের মুখ কোন রং দিয়া ভাবান্তর করিয়াছিল কি না ও তাহারা গেলে পরে তাহারদিগের কোন অস্ত্র শস্ত্র কি মশাল কি কাপড় কি অন্য কোন দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে কি না ও তাহা পাওয়া গিয়া থাকিলে তথাকার আশপাশের বাসিন্দা কোন ব্যক্তি তাহা চিনিতে পারে কি না· এবং ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের পূর্ব্বে কোন সরাবের দোকানে কিম্বা কোন ফকীরের তকীয়ায় অথবা অন্য স্থানে চুরির পরামর্শ করিতে জমাইয়া ছিল কি না ও হইয়া থাকিলে সে সকল লোকের গুজরাণের সংস্থান ও আবরু শরম কি প্রকার এবং ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইলে পর জমীদার কি ভূমির ইজারদার লোক কি তাহার দিগের নায়েব ও সরবরাহকার লোক অপরাধীদিগের ধরা পড়িবার কারণ তাহার দিগের সন্ধান করণের কিছু তদবীর করিয়াছে ও গ্রামের চৌকীদারলোক সে সময় হাজির ছিল কি না ও হাজির রহিয়া থাকিলে তাহার দিগ হইতে যথা উচিত চালাকী হুশিয়ারী হইয়াছে কি না ও কোন মাসুর বদমাইশ কিম্বা যে সকল লোকেরা ইহার পূর্ব্বে লুট করণের অপরাধের নিমিত্তে ধরা পড়িয়া তাহার শাস্তি পাইয়া জেলখানা হইতে খালাস পাইয়া থাকে সে সকল লোক ঐ স্থানের আশপাশে বসতি

করে কিনা ও যদি করিতে এমত হয় তবে তাহারা ঐ অপরাধের কর্ম্ম করণের সময় তথায় ছিল কি না এ সমস্ত কথা জানিয়া লিখে ইতি।

সম্বাদ সকল লেখা যাইবার ও তাহাতে আশপাশের বাসিন্দা মাতবর২ তিন চারিজনের দস্তখত হইবার কথা।

৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে সরেজমীনে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত সুরতহাল কিম্বা রিপোর্টের মতে তথাকার আশপাশের বাসিন্দা তিন চারি জন মাতবর লোকের সাক্ষাতে লিখিয়া তাহাতে তাহার দিগের দস্তখত করাইয়া অবিলম্বে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ইতি।

সুরতহাল করণের সময় হাজির থাকা লোক দিগকে পোলীসের আমলা লোকের এই প্রকরণের লিখিত কথা জানাইয়া দিতে হইবার কথা।

৪ প্রকরণ। উপরের লিখিত প্রকার সকলেতে এবং জ্ঞানকৃত বধের কিম্বা অকস্মাৎ মরণের সমস্ত প্রকারেতে পোলীসের আমলা লোকের আবশ্যক যে সুরতহাল করণের সময় যে সকল লোক তথায় হাজির থাকে তাহার দিগকে ইহা জানাইয়া দেয় যে ব্যক্তির মোকদ্দমার আহয়াল ওয়াকিব থাকে সে ব্যক্তি তখনি তাহা ঠিকঠাক কহে ও কোন কথা ছাপাইলে উত্তরকালে তাহার সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করণের যোগ্য হইবেক না ও যে২ লোক অপরাধ করণের সময় তথায় ছিল যদি তাহারা ঐ অপরাধ করণের সঙ্গী কি সহকারী না হয় তবে তাহার দিগকে তাহারা মোকদ্দমার যে সকল কথা ওয়াকিব থাকে তাহা জানাইবার

সিন্দিতে খাতীরজারী করে ও তোষে ও যদি এমত জানা যায় যে অপরাধ করণের সময় অপরাধীকে কোন ব্যক্তিরা দেখিয়াছে কিন্তু ভয় ও ত্রাস প্রযুক্ত স্পষ্ট ও প্রকাশক্রমে সাক্ষ্য দিতে পারিতেছে না তবে পোলীসের আমলাকে অনুমতি আছে যে তাহার দিগকে নিরালাতে লইয়াগিয়া গোপনে তাহার দিগের জোবানবন্দি করিয়া লয় ইতি।

চুরি কি সিঁন্দমারী করণের কি করিতে উদ্যত হওনের প্রকার সকলের কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে যেসকল প্রকার চুরি কি সিঁন্দমারী হওনের কথা জানিতে পায় তাহার কারণ মারাধরা কি চেনা গিয়াথাকে বা না থাকে তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার দিগের কর্ত্তব্য যে লোকেরা ঐ অপরাধের কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়া কোন দ্রব্য লইতে না পারণের প্রকার সকলের কৈফিয়ৎ ঐ সাহেবের হজুরে পাঠায় ইতি।

যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে তাহার অপরাধের কর্ম্ম হওনের সময় ও মোকদ্দমার অন্য আহয়াল লেখা যাইবার কথা।

৬ প্রকরণ। সিঁন্দমারী করণের প্রকার সকলেতে পোলীসের যে কার্য্যকারক তাহার তহকীক তদন্ত করে তাহার আবশ্যক যে তাহাতে লুট করণের মোকদ্দমা সকলের বেওরা অনুসন্ধান করিবার ও জানিবার বিষয়ে যে সকল হুকুম উপরে লেখা গি আছে যথাসাধ্য সেই সকল হুকুমমতে কার্য্য করে এবং তাহার

কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধের কর্ম্ম দিবসে কি রাত্রিতে হইয়াছে ও কি প্রকারে অপরাধী ঘরে প্রবেশ করিয়াছে ও যদি দেয়াল কি টাটী কি তক্তা কাটিয়া কি ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে তবে সে সিন্দের দীর্ঘ প্রস্থ ও যে ঘরে কি কুঠারেতে সিঁন্দ দিয়া থাকে সেঁ ঘর কুঠার বাস করণের কি দ্রব্য জাত রাখনের ইহা জানিয়া লিখে ইতি।

জমীদার লোকের স্থানে যাহা২ জিজ্ঞাসা করা যাইবে তাহার বিবরণ।

৭ প্রকরণ। পোলীসের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে লুটের কি সিঁন্দমারী কি রাহাজানী অর্থাৎ বাটপাড়ীর কি চুরির মোকদ্দমার তহকীকাৎ করণের সময় গ্রামের চৌকীদার লোকের ও জমীদার লোকের ও তাহারদিগের সরবরাহকারদিগের ও যে স্থানেতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেখানকার বাসিন্দা লোকের স্থানে ইহা জিজ্ঞাসা করে যে ঐ অপরাধ করণের সন্দেহ কোন ব্যক্তির প্রতি কি হেতুকে হয় পরে দারোগা লোকের আবশ্যক যে ঐ সন্দেহের কিছু হেতু আছে কি না ও যাহারদিগের উপর তহমৎ হয় তাহারা অপরাধের কর্ম্ম হওনের সময় কোথায় ছিল ইহা জানিবার নিমিত্তে যে২ তদবীর ও উপায় করা উপযুক্ত হয় তাহা করে ইতি।

১৬ ধারা। এই ধারাতে ১৭ প্রকরণ লুটের কি চুরির মাল তল্লাশীর বাবৎ হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

লুটের মালের তল্লাশী করণের মতের কথা।

॥ ৮ ॥

১ প্রকরণ। জানান যাইছে যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুর হইতে হওয়া হুকুমমতে কিম্বা পোলীসের এদেশী আমলালোক সমাচার পাওয়াতে লুটের কি চুরির মালের যে তল্লাশী হয় তাহাতে নীচের লিখিত দাঁড়া সকলের মতে কার্য্যকরা যাইবেক।

মাজিস্ত্রেট সাহেবের বিনা হুকুমে পোলীসের দারোগারা চুরি কি লুটের মাল তল্লাশী করিতে কোন এমারত কি ঘরের ভিতরে না যাইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোককে বারণ করা যাইতেছে যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুর হইতে তাহারদিগের নামে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হওন ব্যতিরেকে লুটের কি চুরির মাল তল্লাশী করিতে কোন এমারতের কি ঘরের ভিতরে না যায় কিন্তু যদি চুরির কি লুটের মালের মালিক কি অপরাধ করণের সঙ্গী সাথে অথবা অন্য ব্যক্তি লুট হওয়া কি চোরামালের তালিকার ফর্দ্দ থানাতে দাখিল করে এবং এমত এজহার করে যে সত্য লুট কি চুরি হইয়াছে এবং মাতবর হেতুতে আমারদের বোধ হয় যে চোরামাল অমুক স্থানে কি অমুক মোকামে আছে তবে পোলীসের দারোগা মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম বিনা এমারৎ কি ঘরের ভিতরে গিয়া তল্লাশী করিতে পারে ইতি।

ওয়ারিণ্টের লিখিত হুকুম জারী হওনের কথা তাহার পিঠে লিখিবার বিবরণ।

৩ প্রকরণ। মাজিস্ত্রেট সাহেব লোক পোলীসের দারোগা লোকের নামে কোন থানাতল্লাশীর ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ হুকুম নামা দিলে ঐ দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারিণ্ট পিঠে তাহার হুকুমমত কার্য্য করা যাওনের কথা লিখে ইতি।

লুটের মালের বাবৎ আরজী ওএজাহার সকল মাজিস্ট্রেট সাহে
বের হজুরে এত্তেলা দিবার ও তথা হইতে হুকুম হই
বার নিম্মিত্তে পাঠানে যাইবার কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে যে সকল প্রকারেতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে থানা তল্লাশীর নিম্মিত্তে তাহারদিগের নামে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হয় সে সকল প্রকার সেওয়ায় চুরি কি লুটের মাল লওনের ও ছাপাইয়া রাখেনের বাবৎ যে সকল দরখাস্ত ও সম্বাদ পায় তাহা তল্লাশী করিতে যাওনের সময় কি তাহার পূর্ব্বে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে এত্তেলা করিবার ও তথা হইতে উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেয় এবং পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল মাল গোপনে স্থানছাড়া না করিতে পারিবার নিম্মিত্তে যে যে তদবীর করা বিহিত ও আবশ্যক হয় তাহা করে ইতি।

লুটের মালের তল্লাশীর সময় যে যে হুকুমমত কার্য্য
করা যাইবেক তাহার কথা তল্লাশীর সময় যে২ হাজি
র থাকিবেক তাহার কথা।

৫ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে চুরি কি লুটের মালের তল্লাশী পূর্ব্বে বাটীর মালিক কি বাসিন্দাকে সম্বাদ না দিয়া করা যাইবেক এবং যে সকল প্রকারে মতাবর হেতুতে এমত বোধ হয় যে যদি তল্লাশী করিতে বিলম্ব হয় তবে ঐ মাল স্থান ছাড়া হইবেক সে সকল প্রকার ব্যতিরেকে ঐ মালের তল্লাশী সর্ব্বদা দিবসে করা যাইবেক ও থানার দারোগা কি মুহুরির কি জমাদ্দারের আবশ্যক যে আপনারা ঐ মালের তল্লাশী করিতে যায় ও যদি দা

রোগা আপনি সরেজমীনে যাইতে না পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এই আইনের ১০ নম্বরের সওয়াল মজমুনে এক ওয়ারিণ্ট করে ও যে বাটী কি ঘর তল্লাশী করিতে হয় তাহার আশপাশের বাসিন্দা মাতবর২ তিন চারি জন লোকের সাক্ষাতে ঐ তল্লাশী সর্ব্বদা করা যাইবেক ও ঐ লোকদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে যে রিপোর্ট হয় তাহাতে আপন২ দস্তখত করে বাটী কি ঘরের মালিক কি বাসিন্দাকে অনুমতি আছে যে তল্লাশী সময় সর্ব্বদা আপনি সাক্ষাতে থাকে ইতি।

ঘরের মধ্যে কোন দ্রব্য কেহ না আনে ইহাতে পোলীসের দারোগা সাবধান হইবার কথা।

৬ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে চুরির কি লুটের মাল তল্লাশীর সময় এবিষয়ে অতি সাবধান হয় যে বাহির হইতে কোন দ্রব্য গোপনে বাটী কি ঘরের মধ্যে কেহ আনিতে না পারে কোন ফরিয়াদী কিম্বা গয়েন্দা কি অন্য ব্যক্তি প্রথমেতে সুন্দররূপে তাহার তল্লাশী লওন ব্যতিরেক বাটী কি ঘরের ভিতরে যাইতে পারিবেক না ইতি।

জানানা মহলে চুরির মাল তল্লাশী করিবার সময়ে যে২ হুকুমমত কার্য্য হইবেক তাহার কথা।

৭ প্রকরণ। যদি বাটী কি ঘরের মালিক কিম্বা বাসিন্দা এমত সম্ভ্রান্ত লোক হয় যে সে নিমিত্তে জাবেতা ও এদেশের রেওয়াজ মতে তাহার অন্দরমহলে পোলীসের আমলা লোকের যাওয়া উপযুক্ত হয় না তবে পোলীসের যে আমলার প্রতি ঐ মাল তল্লাশী করণের ভার থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার অন্দর মহলের স্ত্রীলোকদিগকে এবিষয়ের সম্বাদ দেয় যে তাহারা

সেখান হইতে বাহির হয় ও যদি বিশিষ্ট ঘরের স্ত্রীলোক হয় যাহাতে এদেশের রেওয়াজ মতে তাহারদিগের উপরি ও ভিন্ন লোকের সাক্ষাতে বাহির হওয়া অনুপযুক্ত তবে ঐ আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের ঘর হইতে উপযুক্তমতে বাহির হইয়া যাইবারি যে যে সরঞ্জামের আবশ্যক হয় প্রথমেতে তাহা আনাইয়া দিয়া তল্লাশী করিবার নিমিত্তে অন্দর মহলের ভিতরে যায় কিন্তু পোলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত কথা সকলের ভাবদৃষ্টে ইহাতে অতি সাবধান হয় যে বাটী কি ঘর হইতে কোন দ্রব্য কেহ গোপনে লইয়া যাইতে না পারে ইতি।

যে দ্রব্যকে কেহ চোরা দ্রব্য বলে তাহা কাহারু ঘরে পাওয়া গেলে সে যদি তাহা পাওনের প্রকার বলিতে না পারে তবে সে দ্রব্য সমেত তাহাকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে চালান করা যাইবার কথা।

৮ প্রকরণ। যাহারি খানাতল্লাশী করিবার নিমিত্তে দস্তক হইয়া থাকে তাহার খানাতল্লাশী করণের সময় কোন মাল বাহির হইলে যদি ফরিয়াদী কি গয়েন্দা যাহার দরখাস্ত কি এত্তেলা দেওয়াতে তল্লাশী হইতেছে সে ঐ মালকে চুরি কি লুটের মাল বলে কিম্বা অন্য কোন মাতবর হেতুতে যদি এমত দৃঢ় বোধ হয় যে সে দ্রব্য অন্যের বটে চুরিতে লুটেতে কিম্বা অন্য কোন মন্দ প্রকারেতে ঐ ব্যক্তি পাইয়াছে তবে এমতে পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক ঐ তল্লাশী করিতে থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে সেই দ্রব্যের আমল মালিক যাহার নিকট হইতে তাহা চুরি কি লুট গিয়াছে সে কোন ব্যক্তি শীঘ্র তাহা

জানিবার কারণ যথোচিত চেষ্টা করে ও ঐ দ্রব্য রাখনিয়া ব্যক্তির স্থানে সে তাহা কি প্রকারে পাইয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করে ও সে ব্যক্তি যদি তাহা পাওনের বেওরা ঠিক বয়ান করিয়া বলিতে না পারে তবে ঐ দারোগার আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ ঐ মাল যেব্যক্তির ঘরে তাহা পাওয়া গিয়া থাকে সে ব্যক্তি সমেত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে চালান করে ইতি।

খানাতলাশী সময় সন্দেহ হওয়া মাল পাওয়া গেলে যাহা হইবেক তাহার কথা।

৯ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুমমতে খানাতল্লাশী হওনের সময় সন্দেহ হওয়া কোন জিনিস পাওয়া গেলে যদি তাহার দাওয়াদার কেহ উপস্থিত না হয় তবে পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ব অন্য মোকদ্দামার বাবৎ যে চুরির কি লুটের মাল আময়ালের তালিকার ফর্দ্দ থানাতে দাখিল হইয়া এই আইনের ১৩ ধারার ৩৮ প্রকরণের প্রস্তাবিত রেজিষ্টরী বহির শামিল হইয়া থাকে সেই তালিকার ফর্দ্দের সঙ্গে ঐ জিনিস মিলাইয়া দেখে তাহাতে যদি ঐ জিনিস থানাতে দাখিল হওয়া তালিকার ফর্দ্দের সহিত মিলে তবে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে সে ব্যক্তিকে ঐ দ্রব্যের মালিক বোধ হয় তাহাকে দেখাইবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেয় কিম্বা ঐ দ্রব্য চিনিবার নিমিত্তে সে ব্যক্তিকে থানাতে আনায় ইতি।

পাওয়া সমস্ত মালের বেওরা লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১০ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুমমতে যখন কোন খানাতল্লাশী হয় তখন পোলীসের যে কার্য্যকারক ঐ তল্লাশী কর

ণেতে নিযুক্ত থাকে তাহার আবশ্যক যে যে স্থানেতে চুরির কি লুটের মাল পাওয়া যায় তাহার নাম ও তাহা পাওয়া যাওনের সময়ের নিরূপণ ও যে ব্যক্তি ঐ মাল পায় তাহার নাম আপন রিপোর্টেতে লিখে ও জানা কর্ত্তব্য যে সকল মাল তাহার উপর চোরা কি লুটের মাল বলিয়া দাওয়া হওন হেতুতে বাহির হয় তাহাও সন্দেহ হওয়া যে সকল মাল ডাকাইতী কি সিন্দাজী কি রাহাজানী অথবা চুরি করণের তহমৎ হওয়া লোক দিগের স্থানে পাওয়া যায় তাহা এবং যে সকল মাল পোলীসের আমলা লোক ঐ মাল রাখনিয়া ব্যক্তি তাহা অসঙ্গত রূপে পাইয়া থাকিবেক এমত সন্দেহ হওন প্রযুক্ত গ্রেপ্তার করে সে সমস্ত মাল অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ তৃতীয় নম্বরের সরওয়ারক্তে লেখা এক চালান সহিত পাঠান যাইবেক ও ঐ চালানের নকল এই আইনের ৮ ধারার ১১ প্রকরণের নিরূপিত রেজিষ্টরী বহিতে লেখা যাইবেক ও আসল চালান যে বরকন্দাজ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে মাল পৌছাইতে যায় তাহার জিম্মা করিয়া দেওয়া যাইবেক যে সদর মোকামে পৌহুছিয়া ফৌজদারী আদালতের নাজীরের স্থানে দেয় ইতি।

কম ওজন ও বহুমূল্য দ্রব্য সকল পাঠান যাওনের মতের কথা।

১১ প্রকরণ। যে সকল দ্রব্যের ওজন কম ও মূল্য অনেক তাহা সিন্ধুকে কিম্বা পেটারাতে অথবা তোড়াতে বন্ধ করিয়া তাহার উপর থানার মোহর হইবেক ও প্রত্যেক দ্রব্যেতে তাহার নম্বর এক পুরজা কাগজেতে লিখিয়া ও তাহার উপর থানার মোহর

করাগিয়া চপটাইয়া দেওয়া যাইবেক ও ঐ নম্বরেতে ও চালানের ১ প্রথম ঘরের লেখা নম্বরেতে মিলান থাকিবেক ও পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে যখন দ্রব্য সকলের প্রসঙ্গ আপনারদিগের রিপোর্টে ও কৈফিয়তে লিখিবেন তখন প্রত্যেক দ্রব্যের নম্বরের তিগির দিয়া লিখে ইতি।

যে দ্রব্যের উপর চুরির কি লুটের দাওয়া হয় কি সন্দেহ হয় কেবল সেই দ্রব্য ঘর হইতে বাহির করা যাইবার ও বাহির হওয়া দ্রব্য মাজিস্ত্রেট সাহেবের বিনা হুকুমের ফিরিয়া না দিবার কথা।

১২ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে পোলীসের দারোগা লোক কাহারু ঘর হইতে কোন দ্রব্য তাহার উপর কেহ চুরির কি লুটের দ্রব্য বলিয়া দাওয়া করণ বিনা কিম্বা ঐ দ্রব্য চুরির কি লুটের দ্রব্যের কোন দ্রব্য বটে এমত চেনা যাওন ব্যতিরেকে বাহির করিতে পারিবেক না ও যে দ্রব্য একবার ঘর হইতে বাহির করা যায় তাহা মাজিস্ত্রেট সাহেবের বিনা হুকুমে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্ম হইলে লুটের কি চুরির মালের তফসীলওয়ারী এক তালিকার ফর্দ্দ যেখানে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেইখানে ইশতিহার দিবার নিমিত্তে ভূমির অধিকারির নিকটে পাঠান যাইবার কথা।

১৩ প্রকরণ। ভারি কোন লুটপাট কিম্বা সিন্দমারী কি চুরি হইলে পর পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে যে ভূম্যধিকারির ভূমিতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হইয়া থাকে সেই ভূম্যধিকারির

কিম্বা তাহার সরবরাহকারের নিকুটে লুটের, তকসীলওয়ারি এক তালিকার ফর্দ্দ পাঠাইয়া দেয় ও জমীদারকে কি তাহার নায়েবকে ইহা তাগীদ করিয়া কহিয়া দেয় যে ঐ তালিকার ফর্দ্দ লোকদিগের দৃষ্টি ইওনের স্থানে টাঙ্গাইয়া দেয় ও ঐ ভূমির অধিকারেকে যে হাট বাজার থাকে তাহাতে ঢোল ফিরাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে এবিষয় প্রচার করে ও ইহার অতিরিক্ত জমীদার ও তাহার নায়েবের আবশ্যক যে সেকরা ও সোণার ওগায়রহ খুজরা বিক্রয় করণিয়া দিগকে হুকুম দেয় যে যদি কেহ তাহারদিগের নিকটে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করিতে লইয়া আইসে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার পোলীষের আমলাকে দেয় ইতি৷

যাহার স্থান হইতে চ ুরির কি লুটের মাল পাওয়া যায় তাহাকে যাহাং জিজ্ঞাসা করা যাইবেক তাহার কথা।

১৪ প্রকরণ। যদি তাহার স্থান হইতে লুটের কি চ ুরির দ্রব্য বাহির হয় ও সে ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের চ ুরির কি লুটের কথা কিছুই জানি না কহে ও দ্রব্য তাহাতে অসঙ্গত রূপে পাওনের কথা জাহির করে তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারক মোকদ্দমার তহকীক করে তাহার আবশ্যক যে ঐ ব্যক্তি ঐ দ্রব্য কি প্রকারে পাইয়াছে তাহার কেওরা তাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও ইহা জানিবার যথোচিত চেষ্টা পায় যে কোন ব্যক্তির মারফত কি প্রকারে ঐ দ্রব্য ঐ ব্যক্তি পাইয়াছে ও কোন ব্যক্তি চুরি কি লুট করিয়াছে ইতি।

কোন ব্যক্তি আপন বাটী কি ঘরেতে সন্দেহ হওয়া ম্যাল
পাইলে তাহার যাহা করিতে হইবেক তাহার
কথা।

১৫ প্রকরণ। যদি কোন ব্যক্তি আপন ঘরের ভিতরে কিম্বা ঘ-
রের উঠানেতে আপনার দ্রব্যজাত ভিন্ন কোন দ্রব্য পায় ও
এমত ঠাহরায় যে ও দ্রব্য চুরির কি লুটের কিম্বা কেহ শত্রুতা
করিয়া তাহার ঘরের ভিতর কি ঘরের উঠানেতে ফেলিয়া দি
য়াছে তবে সেই ব্যক্তির আবশ্যক যে ঐ দ্রব্য পাওনের পর
ইংরাজী ২৪ ঘড়ির মধ্যে তাহার নিকটে যে থানা থাকে সেই
থানাতে পৌহুছাইয়া দেয় ও ঐ দ্রব্য পাওনের বেওরা কথা
ঐ থানার দারোগাকে জানায় ও এমত হইলে দারোগারা উ
চিত যে ঐ দ্রব্য পাওনিয়া ব্যক্তির স্থানে তাহা পাওনের কৈ ফি
য়ৎ অর্থাৎ বেওরা লেখাইয়া ও তাহাতে তাহার দস্তখত করা
ইয়া ও দুই তিন সাক্ষিরো দস্তখত করাইয়া লয় ও ঐ প্রকারে
দস্তখত হওয়া কৈফিয়ৎ যে দ্রব্য পাওয়া গিয়া থাকে তাহা সমে
ত মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

বেওয়ারিস সমস্ত বস্তু সরকারের হইবার ও তাহা মা
জিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে পাঠান যাইবার কথা।

১৬ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে বেওয়ারিস সমস্ত চতুষ্পদ
জন্তু কি নৌকা কিম্বা কাষ্ঠ অথবা অন্য অন্য বস্তু সরকারের হই-
বেক ও পোলীসের দারোগালোকের কর্ত্তব্য যে এমত২ যে২ বস্তু
তাহারা পায় তাহা আপন২ থানার এলেকা অর্থাৎ অধিকার বু
ঝিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ও যদি এমত
এমত বেওয়ারিশ বস্তু সকলের মধ্যে কোন বস্তু সহজে চালান

করা না যাইবার মত ভারি হয় তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে ঐ বস্তুর বিষয়ে কি করা যাইবেক এবিষয়ে যাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম না হয় তাবৎ ঐ বস্তু গ্রামের জমীদারে কি তাহার সরবরাহকারের কি অন্য প্রধানের জিম্মা করিয়া রাখে।

পোলীসের দারোগা লোকেরা লুটের কি চুরির মাল বাহির করিলে তাহার ফিঃ শত ১০ টাকার হিসাবে কমিস্যনি পাইবার কথা।

১৭ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোক এবং অন্য আমলা লোক তাহারা চুরির কি লুটের যত মাল পায় তাহার উপর শতকরা ১০ টাকার হিসাবে কমিস্যন পাইতে পারিবেক ও ঐ কমিস্যনের টাকা ঐ দ্রব্যজাতের মূল্যের নিরূপণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে কিম্বা কর্ম্মের উপযুক্ত মাতবর যে কোন ব্যক্তি ঐ সাহেবের হজুর হইতে নিযুক্ত হয় তাহার দ্বারা হইলে ঐ দ্রব্যজাতের মালিকেরদিগের দিতে হইবেক ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবশ্যক যে উপরের লিখিত প্রকারেতে কমিস্যনের টাকা দারোগা কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক তাহা পাওনের অধিকারী হয় তাহাকে ঐ দ্রব্যজাতের মালিকের কি তাহার মোক্তারকারের স্থান হইতে দেওয়াইয়া দেন ও যদি কমিস্যনের টাকা দেওয়াইবার নিমিত্তে কিছু দ্রব্য বিক্রয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহা আদায় হওনের উপযুক্ত দ্রব্য মাজিষ্টর সাহেবের হুকুমে ব্যক্ত ও প্রকাশরূপে বিক্রয় করা গিয়া দেওয়ান যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা। এই ধারাতে যে সকল লোকেরা আশরফী কি টাকা ওগয়রহ জাল অর্থাৎ কৃত্রিম করে কিম্বা কৃত্রিম টাকা দিয়া চালায় তাহারদিগের পক্ষে পোলীসের আমলা লোকের যাহা২

করিতে হইবেক তাহা লেখা যাইতেছে।

দারোগা লোক প্রত্যয় যোগ্য সম্বাদ পাইলে আশরফী আদি কৃত্রিম করণের অপরাধীদিগের খানাতল্লাশী করিবার ও তাহারদিগকে কৃত্রিম করা আশরফী আদি ও কৃত্রিম করণের হেতিয়ার ও হিসাবের বহি সমেত মাজিষ্ট্র সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে যে সকল লোক জানিয়া শুনিয়া কৃত্রিম টাকা আদি চালায় কিম্বা যে সকল লোকের উপর আশরফী কি টাকা ওগয়রহ্ কলব অর্থাৎ কৃত্রিম করণের কি তাহা কাটিয়া কিম্বা চাঁচিয়া লওনের অথবা মেকী করণের কিম্বা অন্য প্রকারে মন্দ করণের তহমৎ হয় সে সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিষ্ট্র সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের খানাতল্লাশী করে ও যত কৃত্রিম টাকা আদি তাহাদিগের নিকটে ঐ২ বিষয়ে প্রত্যয় যোগ্য সমাচার পঁহুছে তবে তাহারদিগের উপর কৃত্রিম আশরফী কি টাকা আদি বনাইবার কিম্বা জানিয়া শুনিয়া তাহা চালাইবার তহমৎ হয় এই আইনের ১৬ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহারদিগের২ স্থানে পায় তাহাও যে সকল যন্ত্র ও হেতিয়ার তাহা কাটন ও চাঁচন ও কৃত্রিম করণের কার্য্যে লাগে তাহা এবং ঐ কৃত্রিম টাকা ওগয়রহ বেচিবার ও চালাইবার বাবৎ হিসাবের সমস্ত বহি ও যে অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমৎ অপরাধীদিগের উপর হয় সেই অপরাধ যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ হইতে পারে সেই সকল সাক্ষী সমেত মাজিষ্ট্র সাহেবের হজুরে চালান করে ইতি।

১৮ ধারা। এই ধারাতে ৫ প্রকরণ ও হেঙ্গামা ও ফসাদ না হইতে পারিবার ও তাহা থামাইবার নিমিত্তে পোলীসের আমলা লোকের যে কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা লেখা যাইতেছে।

মেলা আদিতে অনেক লোক জমা হওনের স্থানে পোলীসের আমলারদিগের স্বয়ং যাইতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে যেং স্থানে মেলা হয় কিম্বা কোন ইদের কি পর্ব্বের সময় লোক সকল জমা হয় অথবা যেখানেং এককালে অনেক লোক জমা হয় সেই সেই স্থানেতে কাজিয়া ফসাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে আপন সরেজমীনে যায় কিম্বা আপনং তাবে আমলার মধ্যে হইতে একজন কি তাহা হইতে অধিক জন যাহা উপযুক্ত বুঝে তাহা পাঠাইয়া দেয় ইতি।

লোকেরা হেঙ্গামা ও ফসাদ উপস্থিত করিবার মনস্থে জমা হওনের খবর পাইলে পোলীসের আমলা লোকের জমীদার দিগকে উভয় বিবাদী দিগকে অন্তর করিতে ও নহিলে বিরোধের বস্তু সরকারে জব্দ হইবেক ইহা কহিতে হইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারা এক জন অন্য জনের ক্ষেত্রের ফসল তছরুফ করণ কি তাহার গরু আদি চতুষ্পাদ জন্তুতে তাহা খাওন জন্য অথবা বিরোধের ভূমি কিম্বা ফসল কি পুষ্করিণী কি নালা কি হওজ অর্থাৎ ডোবা বক্লের কাজিয়াতে কি অন্য অন্য হেতুতে লোকেরা হেঙ্গামা ও ফসাদ করণের মনস্থে জমা হইয়াছে কিম্বা হেঙ্গামা ও ফসাদ

উপস্থিত করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছে এমত সমাচার পাইলে তৎক্ষণাৎ সরেজমীনে যায় কিম্বা আপনি মুহরির কি জমাদারকে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য যে আমলা একর্ম্মেতে যায় তাহার কর্ত্তব্য যে যে জমীদার কি তালুকদারের অধিকারে কিম্বা যে ইজারদারের অধিক বিবাদ করণীয়া লোকেরা জমা হইয়া থাকে প্রথমতঃ সেই জমীদার কি তালুকদার কি ইজারদারের নিকটে গিয়া তাহারদিগকে অতি তাগীদ করিয়া কহে যে তৎক্ষণাৎ কাজিয়া করণীয়া উভয় পক্ষেরে তফাত ও ভিন্ন২ করিয়া দেওন ও বিবাদ করণীয়া লোকদিগকে জানাইয়া দেয় যে যদি কখন কিছু হেঙ্গামা ফসাদ হয় তবে অবিরোধের ভূমি কি ফসল সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

পোলীসের আমলা লোক কাজিয়া হেঙ্গামা না হইতে পারিবার ও তাহা থামাইবার নিমিত্তে যেং তদবীর করিবেক তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। যদি উপরের লিখিত তদবীর ও উপায়েতে বিবাদ করণীয়ারা তফাত না হয় তবে পোলীসের ঐ আমলার কর্ত্তব্য যে অত্যন্ত [illegible] তাহারদিগকে তাগীদ করিয়া বলে যে তফাত ও ভিন্ন২ হয় ও তাহারদিগের পরামর্শ দেয় যে শালিসের কি পঞ্চাইতের দ্বারা কাজিয়া রফা করে কিম্বা ঐ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আদালতে দরপেশ করে [illegible] যদি ইহাতে কার্য্য না দর্শে তবে পোলীসের কর্ত্তব্য [illegible] আবশ্যক যে উচ্চৈঃস্বরে ও শব্দ করিয়া সমস্ত লোককে ইহার হেতু জানাইয়া দেয় যে যদি এই কাজিয়াতে কেহ প্রাণে মরে কিম্বা জখমী ও ঘাইল হয় অথবা শক্ত মারিপীট খায় তবে ঐ সমুদয়

ধোর ও দাঙ্গাবাজ ঠাহরাক গিয়া গ্রেপ্তার হওনের ও ফৌজদারী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবেক ও পোলীসের কার্য্য কারকদিগের ইহাতে আবশ্যক যে তৎক্ষণাৎ দাঙ্গাবাজ লোক দিগের সমস্ত সর্দ্দার লোককে গ্রেপ্তার করিতে যথোচিত চেষ্টা করে ও যদি তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারা যায় তবে তাহারদিগের নাম ও নিবাস জানিয়া লিখে ও সাধ্যমতে যে সকল লোক উভয় পক্ষের সহিত কিছু এলাকা না রাখে ও হেঙ্গামার কথা ও তাহা হওনের হেতু ও কোন ব্যক্তি তাহার উত্থাপক তাহা জ্ঞাত থাকে তাহাদিগের ইশাদী লেখাইয়া লয় ও এমতং উপায় করণের পর তাহারদিগের আবশ্যক হইবে যে ঐ সকল লোকেরা ইহার পরে কি করিবেক এবিষয়ের খবর গিরী করিবার নিমিত্তে কয়েক জনকে নিযুক্ত রাখে ও শীঘ্র মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে সমস্ত বেওরা লিখিয়া পাঠায় পরে মাজিস্ত্রেট সাহেব অপরাধী কি অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ও শাস্তি দিবার নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় করা উপযুক্ত বুঝেন তাহা করিবেন ইতি।

দারোগা লোকের উভয় পক্ষের কোন পক্ষের তরফের নেখাবানী করিতে বরকন্দাজ নিযুক্ত করিতে না পারিবার কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুমমতে আপনি সরেজমীনে যাইয়া হেঙ্গামা না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে উপায় করা উপযুক্ত হয় তাহা করে কিন্তু তাহাদিগকে কোন প্রকারে অনুমতি নাহিয়ে আপনি হেঙ্গামা করণীয়া দিগের উভয় পক্ষের কোন পক্ষের সহকারিতা

করে ও তাহারদিগকে অতি নিষেধ করা যাইতেছে যে মাজি ষ্ট্রেট দেয়া হুকুম ব্যতিরেক আপনার তাবে বরকন্দাজ লোককে কিম্বা কোন মজকুরী দেয়ানাকে উভয় পক্ষের কেহ তৈনাৎ হইবেক এমত দৃঢ় বোধ হওন ওযুক্ত সহায়তার নিমিত্তে থানা তেঁমরখাস্ত দিলে তাহার বস্তুর ও এল্‌মানের হেপাজত অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে তৈনাৎ না করে ইতি।

ভূমির পরিমাণে কি ফসলের পরিমাণ ও রকমের নিরূপণ কি বিরোধী ভূমির নকসা তৈয়ার করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠাইবার কথা।

৫ প্রকরণ। যদি উভয় বিবাদীর বিবাদ ভূমি কি ফসল লইয়া হয় তবে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যেং কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠায় তাহাতে বিরোধের জমীনের পরিমাণের কিম্বা ফসলের রকম ও পরিমাণের নিরূপণ লিখিয়া ও সীমানার সরহদ্দের কাজিয়াতে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে স্থানের নকসা দেখিয়া বিরোধের ভূমি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারা যায় তাহা করিয়া আপন রিপোর্টের শামিলে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

১৯ ধারা। এই ধারাতে ১৭ প্রকরণ ও পোলীসের আমলা লোক কয়েদীদিগের জোবানবন্দী করিবার ও মোটে তাহারদিগের পক্ষে অব্যবহার করণের বিষয়ে যেং কার্য্য করিবেক তাহার মতাবক যে হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

তিন চারি জন সাক্ষির সাক্ষাতে আসামীর জোবানবন্দী করিয়া লইবার কথা।

আসামীর কবুলের কথা লিখিয়া লইবার সময়ে যে

হুকুমমত কার্য্য করিতে হইবেক তাহার কথা।

২ প্রকরণ। এই আইনের লিখিত হুকুম মতে কোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে আইলে ঐ দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তির জোবানবন্দী মাতবর তিন চারি জন সাক্ষী যাহার দিগের ঐ বয়ান হইলে সত্যতার নিমিত্তে হলফ করিতে হইবেক তাহার দিগের সাক্ষাতে বিনা হলফে করিয়া লয় ও পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার আওহাল জিজ্ঞাসা ও তহকীকাৎ করিয়া আসামীর স্থানে এ কথার সন্ধান লইয়া লিখে যে কোন২ ব্যক্তি অপরাধের কর্ম্ম করণের সঙ্গী সাথি ছিল ও যদি কোন দ্রব্য চুরি কি লুট গিয়া থাকে তবে তাহা কহার২ স্থানে আছে কিম্বা কোন স্থানেতে রাখা গিয়াছে ও যদি আসামী বিনা জোর জবরীতে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কবুল করে তবে তৎক্ষণাৎ আসামীর স্থানে সে যে ভাষা জানে সেই ভাষাতে ঐ একরার অর্থাৎ কবুল করা কথা লেখা পড়া জানে ও পোলীসের চাকর না হয় ও থানার সহিত কিছু এলাকা না রাখে এমত তিন চারি জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষাতে লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ও যদি এমত২ লোক না পাওয়া যায় তবে গ্রামের বাসিন্দা মাতবর২ লোক ঐ একরার অর্থাৎ কবুল কথা লেখা কাগজে তাহার সত্যতার নিমিত্তে সাক্ষির স্বরূপে আপন২ নাম লেখাইয়া নিসানী সহী করিবেক ও যে ব্যক্তি আপন ইচ্ছাতে কবুল করে তাহাকে এবং ঐ কবুলের সাক্ষিদিগকে একরারের অর্থাৎ কবুলের কথা লেখা কাগজে দস্তখত করা ও ইসাদি

লিখনের পূর্ব্বে তাহা পড়িয়া দেখিবার অনুমতি সর্ব্বকালে থাকিবেক ও যদি তাহারা পড়িতে না পারে তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের আবশ্যক যে আপনি তাহা পড়িয়া তাহারদিগকে শুনায় ও কবুলের কথা লেখা প্রতি কাগজে তারিখ ও বার সময় ও যে স্থানে কবুলের কথা লেখা ইয়া লওয়া যায় তাহার জিগির লেখাইবে ও কবুল করা আসামীর দস্তখত ও সক্ষীদিগের ইসাদি লেখা আসল কবুলের কাগজ মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক তাহার নকল কোন মতে পাঠান যাইবেক না ও ইহার অতিরিক্ত পোলীসের দারোগা কি অন্য যে কার্য্যকারক তহকীকাৎ করে তাহার আবশ্যক যে কবুলা কথার সত্যতার নিমিত্তে তাহাতে আপন দস্তখত করে ও যে ব্যক্তি তাহা লিখে তাহার দস্তখত করায় ইতি।

কোন আসামীর উপরে অপরাধ করণ কবুল করাইব যে নিমিত্তে জোর জবরী করিতে কি কুব্যবহার করিতে কি তাহাকে প্রবৃত্তি দিতে নিষেধ হওনের কথা।

২ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে কোন কথা কি সন্ধান পাইবার নিমিত্তে আসামীর দিগের কি সাক্ষী দিগের প্রতি কিছু জোর জাবরী করা যাইবেক না পোলীসের আমলা লোককে অতি নিষেধ করা যাইতেছে কোন অপরাধে কর্ম্ম করণের তহমৎ হওন প্রযুক্ত আসামী গ্রেপ্তার হইয়া আইসে তাহাকে কোন প্রকারে কি ছলেতে অপরাধের কর্ম্ম করণের কথা কবুল করাইবার নিমিত্তে খাতিরদারী না করে ও মাফ অর্থাৎ ক্ষমা পাইবার আশা দিয়া প্রবৃত্তি না লওয়ায় ও গালি গালাজ দিয়া

করীত না করে ও যদি পোলীসের কোন আমলা কিম্বা কোন জমীদার কি ইজারদার অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কোন আসামীর [illegible] জবরা করিয়া কবুল করাইবার কিম্বা কোন খবর ও সম্বাদ পাইবার জন্য জবরদস্তী ও নিস্পীড়ন করে তবে তাহার কসুর মাজিষ্টর সাহেবের কি দায়েরসায়েরা আদালতের সাহেবের [illegible] হইতে মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

রাত্রে কি থানা ভিন্ন অন্য স্থানে কবুল করা কথা লিখিয়া লওনের হেতু রিপোর্টে লিখিত হইবার কথা।

৩ প্রকরণ। যদি কোন একরার অর্থাৎ কাহারু কবুল করা কোন কথা রাত্রিতে কিম্বা পোলীসের থানা ভিন্ন অন্য স্থানেতে লিখিয়া লওয়া যায় তবে দারোগার আবশ্যক যে সর্ব্বদা তাহার হেতু আপন রিপোর্টেতে লিখে ইতি।

দারোগা গোপনে যাহার স্থানে হয় জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবার কথা।

৪ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুম সকলের অনুসারে এ বোধ না হয় যে পোলীসের দারোগা কি অন্য [illegible] লোককে অপরাধের ক্রিয়া করণের সঙ্গী সাথি যেই লোক থাকে তাহা জানিতে [illegible] কিম্বা চুরির কি লুটের মাল যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছে তাহা ব্যক্ত হইবার অথবা অপরাধের ক্রিয়া করা সাবুদ হওনের হেতু পাওয়া যাইবার নিমিত্তে গোপনে কোন জনকে জোবানী জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বারণ আছে ইতি।

যে আসামীরা অপনারা অপরাধ করা কবুল করে তাহারা থানাতে আলাহিদা কয়েদ রাখিবার কথা।

তাহার প্রতি হইলে পোলীসের দারোগার তাহার জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।

প্রতি দিন যত ক্রোশ পথ চলা যাইবেক তাহার কথা।

১১ প্রকরণ। মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে কয়েদী লোককে সাবধানে পৌহছিবার তৈনাতী বরকন্দাজ লোক প্রায় সকল প্রকারেতে প্রতিদিনে ছয় ক্রোশের কম এবং দশ ক্রোশের বেশী পথ চলিবেক না ইতি।

কয়েদী লোককে সাবধান রাখনের উপযুক্ত স্থান জমী দার আদির ঠাহরিয়া দিতে হইবার কথা।

১২ প্রকরণ। পোলীসের যে আমলা লোক কয়েদী লোকের রাত্রিতে যখন কোন গ্রামে উতরে তখন আপনারদিগের পৌহছনের সমাচার গ্রামের জমীদার কি ইজারদার কিম্বা মণ্ডলকে দিবেক জমীদার আদির আবশ্যক যে কয়েদী লোককে রাত্রিকে হেফাজাতে রাখিবার উপযুক্ত ঘেরা ঘোরা স্থান নিরূপণ করিয়া দেয় ও গ্রামের চোকীদার লোককে হুকুম দেয় যে তাহারদিগকে সাবধানে রাখিবার সহায়তা করে ইতি।

কয়েদী লোকের সঙ্গে পথ খরচ কিছু না থাকিলে খোরাকীর নিমিত্তে দররোজা যাহা পাইবেক তা-হার কথা।

১৩ প্রকরণ। যদি কয়েদী লোক থানা হইতে মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে পৌহছিতে পারিবার উপযুক্ত কিছু পথ খরচ অপিনারদিগের খোরাকীর নিমিত্তে দররোজা এক আনার অধিক না হইয়া যত করিয়া আবশ্যক হয় তাহা পেশিগিরূপে অর্থাৎ আগামী তাহারদিগকে দিতে হইবেক ও এপ্রকার দেওয়া

গেলে সর্ব্বদা তাহারা ইহা মাজিষ্টর সাহেবকে এত্তেলা করিবেক ইতি।

কয়েদী লোককে সদর মোকামে পোঁহছিলে পর ফৌজদারী আদালতের নাজীরের জিম্মা করিবার কথা।

১৪ প্রকরণ। কয়েদী লোক সদর মোকামে পোঁহছিলে পর তাহারদিগকে পোঁহছিবার বৈতনাভী বরকন্দাজ লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগকে ফৌজদারী আদালতের নাজীরের কি মাজিষ্টর সাহেবর তাবে অন্য কার্য্যকারকের জিম্মা করিয়া দেয় যে ঐ কয়েদী লোককে মাজিষ্টর সাহেব মোকদ্দমার রিপোর্ট দৃষ্টিকরণ পর্য্যন্ত কোতখানাতে কি অন্য হেফাজাতের স্থানেতে রাখা যায় ও সেই সময় পর্য্যন্ত কয়েদী লোকের হামরাও বরকন্দাজ লোকের মধ্যে এক কি তাহা হইতে অধিকজন মোকদ্দমার মতালক কোন কথা তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করণে আবশ্যক হইলে করা হইবার নিমিত্তে হাজির থাকিবেক ইতি।

কয়েদী লোককে এক জিলা হইতে অন্য জিলাতে কি এক থানা হইতে অন্য থানাতে পোলীসের বরকন্দাজ দিয়া পাঠান যাইবার কথা।

১৫ প্রকরণ। [illegible] যাইতেছে যে যে সকল কয়েদীকে এক জিলার ফৌজদারী আদালত হইতে অন্য জিলার ফৌজদারী আদালতে পাঠান যায় কিম্বা যে সকল কয়েদীকে মাজিষ্টর সাহেবের হজুর হইতে মফঃসলেতে খালাস দেওনের নিমিত্তে পাঠান যায় তাহারদিগের সঙ্গে অন্য২ কাগজ ছাড়া তাহারদিগের নাম ও যেখানে তাহারদিগের যাইতে হইবেক সেস্থা

লের নাম সম্বলিত আর এক খোলা চালান পাঠান যাইবেক ও পোলীসের দারোগালোকে [illegible] তাহারদিগকে আপন থানা হইতে পোলীসের বরকন্দাজের জিম্মা করিয়া অন্য থানাতে পহুছাইয়া দিতে হইবেক ও এমতং বিষয়ের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত কয়েদী লোকের নাম ও আরং বেওরা সহিত এই আইনের ৮ ধারার নিরূপিত রোজনামার রহিতে লিখিতে হইবেক ইতি।

কোন আসামীকে থানার কাছারিতে ইংরাজী ৪৮ ঘড়ির অধিক কাল না রাখা যাইবার কথা।

১৬ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও অন্য কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ করণার্থে হুকুম হইল যে কোন আসামীকে এই আইনের কি অন্য২ আইনানুসারে তাহাদিগকে যাহাং তহকীক করিবার হুকুম আছে তাহা করিতে যে কাল লাগে তাহার অধিক কাল মাজিষ্টর সাহেবের হুজুরে চালান করণ বিনা থানাতে না রাখে ও যদি কোন হেতু প্রযুক্ত ঐ তহকীকাৎ আসামী থানাতে [illegible]নকাল অবধি ইংরাজী ৪৮ ঘড়ির মধ্যে হইতে না পারে তবে ঐ তহকীকাৎ করা সারা না হইলেও সে আসামীকে মোকদ্দমার রিপোর্ট এবং এই আইনের [illegible]র লিখিত ২ দ্বিতীয় নম্বরের নকসামত চালানে [illegible] সাহেবের হুজুরে পাঠাইতে হইবেক ও ঐ চালানের এক নকল যে বরকন্দাজের জিম্মা করিয়া ঐ আসামীকে পাঠান যায় তাহার হাতে দেওয়া যাইবেক যে তাহা সে সদর মোকামে পৌহুছিয়া ফৌজদারী আদালতের নাজীরকে দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগারা যে হুকুমমতে কার্য্য করিবেক তাহার ও ধরাপড়া ব্যক্তিরা জামিন দেওন কি মাচ-

ষ্ট্রেট সাহেবের খাস হুকুম হওন বিনা খালাসী না পাই বারকথা।

১৭ প্রকরণ। পৌলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক হাতারদিগের থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারেতে গ্রেপ্তার হয় তাহারা গ্রেপ্তার হওনের পরে জের জামিনিতে থাকে বা না থাকে সে সমস্ত লোকের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরা লিখিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যে কেহ একবার গ্রেপ্তার হয় সে জামিন দেওন কিম্বা তাহার খালাসীর নিমিত্তে মাজিস্ট্রেট সাহেবের খাস হুকুম হওন বিনা খালাসী পাইবেক না ইতি।

২০ ধারা। এই ধারাতে ১২ প্রকরণ মাসুর বদমাইশ লোকের ও আর যে সকল লুচ্চা লোকন্দরা ও দুষ্ট বোধ হওয়া লোকেরা থানা সকলের অধিকারের মধ্যে নানা স্থানী হইয়া ফিরে তাহার দিগের গ্রেপ্তারীর ও খালাসীর কথা লেখা যাইতেছে।

পৌলীসের দারোগা লোকের সমস্ত মাসুর বদমাইশ লোককে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

১ প্রকরণ। পৌলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগের থানার অধিকার নিবাসী সমস্ত মাসুর বদমাইশ লোককে ও মাসুর ডাকাইত ও বাটপাড় ও লুটিয়ারা দিগকে ও সিঁদাল ও চোর ও থাঙ্গীদার দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয়া ইতি।

পৌলীসের দারোগাদিগের নিকটে থানার অধিকা-

রের মধ্যে মাসুর বাদমাইশ লোক বসতি করণে বাবৎ কোন নালিশ হইলে তাহারা গ্রেপ্তারের ত্যায়ার তহকীক করিবার কথা।

আসামীকে তাহার গুজরাণের বেওরা বুঝিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইবার কিম্বা মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের কোন দারোগার নিকট যদি কেহ কাহারু নামে এই মজমুনে নালিশের আরজী দেয় যে অমুক মাসুর ডাকাইত কি সিঁন্দাল কি চোর কিম্বা থাঙ্গীদার ও সে এই থানার অধিকারে বাস করে কিম্বা যদি দারোগা এবিষয়ের প্রত্যয় যোগ্য সম্বাদ পায় তবে তাহার আবশ্যক যে ঐ ব্যক্তি তাহার থানার অধিকারে বাস করে ইহা তহকীকে জানা গেলে পর তাহাকে গ্রেপ্তার করণের পূর্ব্বে সে সৎলোক কি বদমাইশ ও তাহার গুজরাণের সংস্থান কি তাহা জানা যাইবার নিমিত্তে সরাসরী অর্থাৎ স্থূলং যাহাং তহকীক কারা বিহিত হয় তাহা স্পষ্ট রূপে না করিয়া গোপনে করে যে আসামী টের পাইয়া পালাইয়া না যায় ও যদি ঐ তহকীকাৎ করণেতে এমত নালিশ কি সম্বাদ হওনের আসল আছে ইহা অনুমান হইবার কোন মাতবর হেতু পাওয়া যায় তবে পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা হলফে তাহার নাম ও তাহার জাতি কুটুম্বের নাম ও তাহার পেশা অর্থাৎ ব্যবসা ও গুজরাণের সংস্থান ও নিবাস জিজ্ঞাসা করে ও যদি ঐ তহকীকাৎ করণেতে কি সাধ্যমতে অন্যং তহকীকাৎ হইতে পারে তাহা করিয়া ইহা বুঝা যায় যে আসামীর নামে হওয়া

ঐ নালিশ কি এত্তেলা অতি অমূলক ও তাহা সাজাইয়া বানাইয়া করিয়াছে ও যদি আসামী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে হাজির হই বার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে তাহার জামিনী মঞ্জুর হইবেক ও জামিনী না দিলে এবং যে সকল প্রকারেতে আসামীর কথার দ্বারা ঐ নালিশ কি এত্তেলা সত্য বোধ হয় সে সকল প্রকারে ঐ আসামীকে পূরা নেঘাবানীতে মাজিষ্ট্রেট সাহে বের হজুরে মোকদ্দমার তহকীকাৎ অর্থাৎ যথার্থ বৃত্তান্ত বুঝা যাইবার নিমিত্তে যেং কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বেওরার আবশ্যক হয় তাহার সহিত পাঠান যাইবেক ইতি।

দারোগারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিনা হুকুমে নীচের লিখিত লোকদিগের সংবৃত্তি কি অসৎবৃত্তির বাবৎ সুরত-হাল করিতে না পারিবার কথা।

৩ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুম সকলের দ্বারা এমত বোধ না হয় যে পোলীসের দারোগা লোক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম পাওন বিনা নীচের প্রকরণ হায়ের লিখিত লোকদিগের সংবৃত্তির কি অসৎবৃত্তির অর্থাৎ সৎকর্ম কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া গুজরাণ করণের বাবৎ সুরতহাল করিতে পারিবেক ইতি।

পোলীসের আমলাদিগের নামে সন্দেহ হওয়া লোকদিগের গুজরাণের সংস্থানের তহকীকাৎ ও সাক্ষীদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ সরেজমীতে করিবার হুকুম হইলে যাহারদিগের সাক্ষ্য লইয়া যাইবেক তাহার কথা।

৪ প্রকরণ। যদি পোলীসের কোন দারোগার নামে মাজিষ্ট্রেট

সাহেবের হজুর হইতে দুষ্ট বোধ হওয়া কোন ব্যক্তির কি যে ব্যক্তির গুজরাণের সংস্থানেতে সন্দেহ হয় তাহার সৎবৃত্তি কি অসৎবৃত্তির অর্থাৎ সৎকর্ম্ম কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া গুজরাণ করণের তহকীকাৎ ও সুরতহাল সরেজমীতে করিবার হুকুম হয় তবে ঐ দারোগার আবশ্যক যে দুষ্টবোধ হওয়া ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করে জানা যায় সে গ্রামেতে আপনি যায় কিম্বা আপনার তাবে মুহরির কি জমাদ্দারকে সরেজমীনেতে পাঠাইয়া দেয় ও ঐ তহকীকাৎ করিতে পোলীসের যে আমলা নিযুক্ত হয় তাহার আবশ্যক যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুমনামা পাওনমতে সেই গ্রামের বাসিন্দা লোক স্ত্রী লোক ভিন্ন চারি পাঁচ জন প্রধান কি মধ্যম লোককে তলব করিয়া তাহারদিগের স্থানে বিনা হলফে দুষ্ট বোধ হওয়া ব্যক্তির হাল ও সাবেক বাসস্থান ও আব্রু সরমের কথা ও তাহার গুজরাণের সংস্থান ও বিষয় লাঙ্গল কি ভূমি কি চতুষ্পদ জন্তু কি অন্য দ্রব্যজাত যাহা থাকে তাহা জিজ্ঞাসা করে এবং তাহার নিকটে অন্য বদমাইশ লোক ও হেতিয়ারবন্দ লোক গমনাগমন করে কি তাহার সঙ্গে শামিলে থাকে কি না ও যদি তাহা হয় তবে এমত এমত ব্যক্তির নাম ও সে প্রায় সর্ব্বদা আবশ্যক বিনা বাটী হইতে অদর্শন হয় কি না ও তাহার আওহাল যেমত লেখা যায় প্রায় সর্ব্বদা তাহার মত খরচ পত্র করে কি তাহা হইতে অধিক ও ঐ গ্রামের লোকের সহিত তাহার কিছু শত্রুতা আছে কি না ও ইহার পুর্ব্বে সে কখন গ্রেপ্তার হইয়াছিল কি না ও যদি হইয়া থাকে তবে কোন আদালতে হইয়াছিল ইহা তাহাদিগের স্থানে জানিয়া লয় ইতি।

আসামীর সৎবৃত্তি জানা গেলে রিপোর্ট পাঠাইবার নতুবা সাক্ষীদিগের স্থানে মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালতে হাজির হইবার মুচলকা লইবার কথা।

৫ প্রকরণ। ঐ সুরতহালেতে তাহা সত্য জানা যাইবার নিমিত্তে যাহারদিগের স্থানে তাহার কথা জিজ্ঞাসা বাদ করা গিয়া থাকে তাহারদিগের দস্তখত করান যাইবেক ও যদি করা তহকীকাতের দ্বারা দুষ্ট বোধ হওয়া ব্যক্তির সৎবৃত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম্ম করিয়া গুজরাণ করণের কথা সাবুদ হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে কেবল আপন করা রিপোর্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবের হুকুমের প্রতিক্ষায় থাকে কিন্তু যদি তাহা না হইয়া ঐ ব্যক্তির বদমাইশী সাবুদ হয় তবে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুর হইতে বিশেষ হুকুম হওন ব্যতিরেক কোনমতে চারিজনের কম না হয় এমত সাক্ষীদিগের স্থানে ঐ সাহেবের হজুরে সাক্ষ্য দিবার কারণ হাজির হইবার নিমিত্তে মুচলকা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

বদমাইশ ও সন্দেহ হওয়া লোকেরা খালাসী পাইলে হইলে গ্রামের প্রধান আদির সাক্ষাতে পাইবার ও ঐ প্রধানেরা এই প্রকরণের লিখিত বিষয়ের সমাচার দিতে কসুর করিলে যে দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৬ প্রকরণ। যদি কোন দুষ্ট বোধ হওয়া লোক যে থানা হইতে খালাসী পায় কিম্বা নিরূপণ করা কয়েদী অতীত হইলে পর তাহাকে জেহেলখানা হইতে খালাসী দেওয়া যায় ও যদি মাজিস্ট্রেট সাহেবের ঐ কয়েদীর সাবেকী বদনামীর দৃষ্টে তাহার উত্তর

কালের ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা উপযুক্ত বুঝেন তবে এমন ব্যক্তিকে যে থানার অধিকারে তাহার বাস তথায় পাঠাইয়া পোলীসের আমলার মারফতে তাহার বসতির গ্রামে মণ্ডল ও পাটওয়ারী ও অন্য প্রধান দিগের ও চৌকীদার লোকের সাক্ষাতে খালাসী দেওয়া যাইবেক ও পোলীসের ঐ আমলা লোক গ্রামের মণ্ডল ও প্যাটওয়ারী ও অন্য প্রধানের দিগকে তাগীদ করিয়া কহিয়া দেয় যে ঐ ব্যক্তি শিষ্ট প্রকারেতে আপন গুজরাণ করিবার নিমিত্তে সহায়তা করে ও তাহার আচরণ ও ক্রিয়ার প্রতি শিষ্টরূপে দিনপাতের সংস্থান করণের প্রতি দৃষ্টি রাখে ও যদি রাত্রিতে আপনার বাটীতে না থাকনের মনস্থ কোন জনকে না জানাইয়া বাটীতে না থাকে কিম্বা মেহনত করা ছাড়িয়া দেয় অথবা মন্দ প্রকারে গুজরাণ করণের চেষ্টা পায় কি দুষ্ট বোধ হওয়া লোকদিগের নিকটে যাতায়াত করে তবে তাহারদিগের এসকল বিষয়ের সমাচার তৎক্ষণাৎ দেরী না করিয়া থানার অধিকার বুঝিয়া পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে দিতে হইবেক ও যদি তাহারদিগ হইতে ইহাতে কোন কসুর হয় তবে নীচের প্রকরণের লিখিত দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক ইতি॥

খবর না দিলে গ্রামের প্রধানের দিগের যে দণ্ড দিতে হইবেক তাহার বিবরণ।

৭ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুম মতে ঐ কয়েদী খালাসী পাওনের সময় পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে গ্রামের যে যে মণ্ডল ও অন্য প্রধানেরদিগের সাক্ষাতে ঐ কয়েদী খালাসী পায় তাহারদিগের নাম আপন রিপোর্টেতে লিখিয়া মাজি

ষ্টেট সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যদি খালাস পাওয়া ব্যক্তির উপর উত্তরকালে কসুর অপরাধের কর্ম্ম করণ সাবুদ হয় ও ইহা তহকীকে জানা যায় যে গ্রামের প্রধানেরদিগ হইতে উপরের প্রকরণানুসারে সমাচার দেওনেতে গাফিলী হইয়াছে তবে তাহারা প্রত্যেকে এক শত টাকার অধিক না হয় এমত দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক ও যদি তাহা দাখিল না করে তবে এক মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

দারোগা দিগের এই প্রকরণের লিখিত সমস্ত আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবার কথা।

৮ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা দিগের কর্ত্তব্য যে তাহার দিগের থানাহায়ের অধিকারের মধ্যে যে সকল লুচ্চা ও লোক ন্দরা লোক এবং নানা প্রকার সন্দেহ হওয়া যে যে লোক একত্র হইয়া কিম্বা একাকী থাকিবার কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট না রাখিয়া আওয়ারা অর্থাৎ বেঠার ঠিকানা হইয়া ফিরে কিম্বা যদ্যপি কোন স্থানে বসতি করে কিন্তু স্পষ্টত শিষ্টরূপে আপনার দিগের গুজরাণের কোন সংস্থান রাখে না ও প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার দিগের আওহালের বয়ান করিতে পারে না তাহার দিগকে গ্রেপ্তার করে ইতি।

ঐ সকল লোক দিগের জমা হওনের সম্বাদ পাইলে দারোগা দিগের যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

৯ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা দিগের আবশ্যক যে তাহারা উপরের লিখিত লোক দিগের জমা হওনের খবর কি সম্বাদ

পাইলে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করণের পূর্ব্বে সরাসরী অর্থাৎ স্থূলং তহকীকাৎ এপ্রকারে করে যে তাহারা টের পাইয়া পলাইয়া না যায় ও যদি তাহারদিগের দুষ্টতাতে দৃঢ় সন্দেহ হয় তবে তাহার দিগকে গ্রেপ্তার করে ও যদি তাহারা তাহারদিগের নাম ও জ্ঞাতি কুটুম্বের নাম ও পেশা অর্থাৎ ব্যবসা ও নিবাস ও গুজরাণের সংস্থান বিনা হলফে জিজ্ঞাসা করাতে আপনারদিগের আওহালের বেওরা বয়ান করিতে না পারে তবে সে সকল লোককে যেং নিমিত্তে তাহারা গ্রেপ্তার হয় তাহার এবং করা তহকীকাতের কৈফিয়ৎ সহিত মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে চালান করা যাইবেক ইতি।

আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকদিগের নাম জানিতে না পারা গেলে দারোগা ওয়ারিণ্টজারী করণ বিনা তাহারদিগকে ধরিবার ও তাহারা অনেক লোক হইলে এই প্রকরণের লিখিত মতে সহায়তা লইবার কথা।

১০ প্রকরণ। যে সকল প্রকারেতে আওয়ারা অর্থাৎ নানাস্থানী লোকদিগের কিম্বা সন্দেহ হওয়া অন্য লোকদিগের নাম জানিতে না পারা যায় তাহাতে পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে এমতং লোকদিগকে নিরূপিত কোন ওয়ারিণ্ট জারী করণ বিনা গ্রেপ্তার করে ও যদি তাহারা এত লোক হয় যে পোলীসের লোকদিগের সঙ্গে বরাবরী করিতে পারে তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে জমীদার কি ভূমির ইজারদার কি তাহার সরবরাহকারের স্থানে কিম্বা পোলীসের অন্য যে থানা নিকটে থাকে সেই থানার আমলা লোকের স্থানে অথবা সময় ও বিষয় বুঝিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে সহায়তা লয় ইতি।

যে প্রকারেতে দারোগা লোককে সন্দেহ হওয়া লোক দিগকে জের জামিনীতে রাখিয়া মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম হওনের প্রতিক্ষা করিতে অনুমতি আছে তাহার কথা।

১১ প্রকরণ। সন্দেহ হওয়া লোকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করণের পরে যদি দারোগা বুঝে যে সে খবর পাইয়াছিল তাহা যথার্থ ও ঠিক নহে ও তাহারদিগকে মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে পাঠাইবার কোন মাতবর হেতু না পায় তবে দারোগা তাহার উপযুক্ত জামিনী দাখিল তাহার দিগকে জের জামিনীতে রাখিতে ও মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে তাহারদিগকে না পাঠাইয়া কেবল মোকদ্দমার বিবরণ তাহারদিগকে চালান করিবার বিষয়ে ঐ সাহেবের হজুর হইতে হুকুম হইবার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেক ইতি।

দারোগাদিগের উপরের লিখিত মতে কার্য্য করণেতে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলা ও গ্রামের চৌকীদার লোক উপরের লিখিত হুকুম সকলের মতে কার্য্য করণেতে যে সকল বিদেশী লোক নিকট২ কি দেশ হইতে কৃষি কর্ম্ম কিম্বা আপনং ব্যবসা কার্য্য করিতে আইসে তাহারদিগকে আওয়ারা অর্থাৎ নানা স্থানী লোক হইতে ভিন্ন জ্ঞান করিবেক বরং দারোগা এমত২ যে সকল লোক তাহারদিগের থানা হাদ্দের অধিকারে বাস করিবার মনস্থে আইসে তাহারদিগকে যথা উচিত খাতিরদারী করিবেক ও ভরসা দিবেক কিন্তু তথাপি

দারোগা লোকের আবশ্যক যে ঐ সকল লোকের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে ও ঐ লোক আপনারদিগের থানার অধিকারে আইসনের সম্বাদ যখন তাঁহার রিপোর্ট মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে করে ইতি।

২১ ধারা। এই ধারাতে ১০ প্রকরণ ও গ্রাম হায়ের চৌকীদার লোকের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে ইতি।

দারোগা লোক চৌকীদার লোকের এক ফিরিস্তী রাখিবার কথা।

জমীদার ও অন্যং লোকদিগের খালি হওয়া কর্ম্মে মোকরর হওয়া লোকের নাম পোলীসের দারোগাকে জানাইতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যের গ্রাম সকলেতে নিযুক্ত হওয়া চৌকীদার লোকের কথা সম্বলিত এক রেজিষ্টরী বহি মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম ও উপদেশক্রমে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ নম্বরের নকসামতে তৈয়ার করিয়া প্রস্তুত রাখে ও যদি কোন চৌকীদার মরে অথবা তগীর হয় জমীদারের ও আর যে যে লোকের প্রতি খালি হওয়া কর্ম্মস্থানের নিমিত্তে অন্য চৌকীদারকে ঠাহরাইবার ভার থাকে তাহারদিগের আবশ্যক যে যে ব্যক্তি মোকরর হয় তাহার নাম আপনং অধিকার বুঝিয়া পোলীসের দারোগার নিকটে জানায় যে ঐ দারোগা তাহার নাম রেজিষ্টরী বহিতে দাখিল করে ইতি।

চৌকীদারেরা পোলীসের দারোগার হুকুমের নীচে থাকিবার কথা।

২ প্রকরণ। গ্রাম সকলের চৌকীদার লোক পোলীসের দারোগালোকের হুকুমের তাবে থাকিবেক ইতি।

গ্রাম সকলের চৌকীদার লোক তাহারা যে দারোগার হুকুমের তাবে হয় তাহার নিকটে সমস্ত বিষয়ের রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ প্রকরণ। থানা হইতে যে সকল গ্রাম একং ক্রোশ অন্তর সে সকল গ্রামের চৌকীদার লোক তাহারদিগের গ্রাম হায়েতে গত ইংরাজী ২৪ ঘড়ির মধ্যে যেং বিষয় হয় তাহার সমাচার তাহারা পোলীসের দারোগার হুকুমের তাবে হয় সেই দারোগাকে প্রতি দিন দিবেক ও যে সকল চৌকীদার থানা হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে থাকে তাহারা প্রতি হপ্তায় দুইবার থানাতে এমতং রিপোর্ট করিবেক ও যে সকল চৌকীদার থানা হইতে তিন ক্রোশের অধিক অন্তরে থাকে তাহারা থানার দারোগা লোকের বিশেষ হুকুমমতে হয় হপ্তায় একবার কিম্বা পনের দিবসের মধ্যে একবার এমতং বিষয়ের রিপোর্ট তাহারদিগের নিকটে করিবেক ইতি।

গ্রামের চৌকীদার লোকের রিপোর্ট করা বিষয়ের কথা রোজনামার বহিতে লিখিবার কথা।

৪ প্রকরণ। থানা সকলের মুহরির লোকের আবশ্যক যে গ্রাম সকলের চৌকীদার লোক হওয়া যে সকল বিষয়ের রিপোর্ট থানাতে করে সে সমস্ত বিষয়ের কথা রোজনামার বহিতে লিখে কিন্তু ঐ চৌকীদার লোক পূর্ব্বেতে শেষবারে যে রিপোর্ট করিয়া থাকে তাহার তাহার পরে তাহারদিগের গ্রামের সীমানার মধ্যে কোন দুষ্কর্ম্ম ও মন্দ আচরণ না হইয়া থাকনের রিপোর্ট করিলে

তাহা রোজনামার বহিতে লিখনের আবশ্যক হইবেক না।

চৌকীদার লোকের যাহারদিগের গ্রেপ্তারীর নিমিত্তে ইস্তাহার হইয়া থাকে ও যাহারদিগকে ভারি২ অপরাধের কর্ম্ম করণের সময়েতেই পাওয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থানাতে পৌহুছিয়া দিবার ও তাহারদিগের নিবাসের ও ভারি২ সমস্ত অপরাধের কর্ম্ম হওনের এত্তেলা অতি শীঘ্র দিতে হইবার কথা।

৫ প্রকরণ। গ্রাম সকলের চৌকীদার লোকের আবশ্যক যেং লোককে খুন সিঁদমারী কিম্বা রাহাজানী অথবা চুরি কি লুটপাট করণের সময়েতে পায় তাহারদিগকে এবং যে সকল লোককে গ্রেপ্তার করণের নিমিত্তে ইস্তাহার হইয়া থাকে সে সমস্ত লোককেও যে সকল লোকের পিছেং লোকেরা শোরশার করিয়া যায় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া পোলীসের দারোগা কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে পৌহুছিয়া দেয় বিশেষত চৌকীদার লোকের আবশ্যক যে যে কোন লুটিয়ারা কি চোর গ্রামের মধ্যে কি তাহার আশপাশে লুকাইয়া থাকে এবং যে আওয়ারা অর্থাৎ নামাস্থানী কি অন্য অন্য লোকের স্পষ্টত কিছু গুজরাণের সংস্থান না থাকে এবং আপনারদিগের আওহালের বেওরা ঠিক বয়ান করিতে না পারে এবং যে সকল লোক বেঠৌর ঠিকানা হইয়া ফিরে সে সমস্ত লোকের সমাচার অবিলম্বে থানাতে দেয় ও মোটে চৌকীদার লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগের গ্রামের যে সকল খুন ও ডাকাইতী ও সিঁন্দমারী ও চুরি ও হেঙ্গামা ও অন্য ভারি২ অপরাধের কর্ম্ম হয় তাহার খবর আপনং এলাকা বুঝিয়া থানার দারোগাকে দেয়।

গ্রাম সকলের চৌকীদার লোকের স্থানে রিপোর্ট লই
বার বদেং হুকুমের কথা।

১৬ প্রকরণ। গ্রাম সকলের চৌকীদার লোক পোলীসের আম লা লোকের নিকটে যে রিপোর্ট করবেক তাহা জোবানী করিবেক ও ঐ রিপোর্টের সত্যতার নিমিত্তে তাহারা স্বয়ং কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী হওন ব্যতিরেকে তাহারদিগকে হলফ করান যাইবেক না ও থানার আমলা লোক গ্রাম সকলের চৌকীদার লোককে আপন২ থানাতে রাখিতে কি মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে পাঠাইতে পারিবেক না কিন্তু যদি তাহারদিগ হইতে কোন মন্দ কর্ম্ম হয় কিম্বা মাজিষ্টর সাহেবের হজুর হইতে তাহারদিগকে ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইবার নিমিত্তে বিশেষ হুকুম হয় তবে পারিবেক ইতি।

পোলীসের দারোগা লোকের চৌকীদার লোকের
আচরণ ও ক্রিয়ার বিষয়ে যে২ তহকীকাৎ করিতে হই
বেক তাহার কথা।

চৌকীদারের কসুর ও গাফিলী কি বিরুদ্ধাচরণ হইলে যে
প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

১৭ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে কোন চুরি কি সিঁন্দ দেওয়ার কি লুটের তহকীকাৎ করণের সময় সর্ব্বদা এবিষয়ের তহকীক করিবেক যে ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের সময় চৌকীদার লোক আপন২ কর্ম্মেতে হাজির ছিল কি না ও না থাকিলে তাহার হেতু এবং ঐ চৌকীদার লোক কোন প্রকারে অপরাধীদিগের শরীক অর্থাৎ অংশী ছিল কি না কিম্বা অপরাধের কর্ম্ম হইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে কি না ইহার মাতবর

হেতু আপনং রিপোর্টেতে লিখিবেক ও যদি কোন চৌকীদার কিছু গাফিলী কিম্বা অপরাধের ভাগী হওনের সন্দেহ কিম্বা তাচ্ছল্য করণ বোধ হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে সে চৌকীদারকে তাহার প্রতি তহমৎ হওনের হেতু সম্বলিত আলাহিদা কৈফিয়ৎ ও যেং সাক্ষির সাক্ষ্যদ্বারা কসুর সাবুদ হইতে পারে সেইং সাক্ষী সমেত মাজিষ্টর সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় কিম্বা মোকদ্দমার ভার বুঝিয়া প্রথমত ঐ চৌকীদারের বাবৎ এক রিপোর্ট মাজিষ্টর সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবের হুকুম হওনের প্রতিক্ষায় থাকে ও যদি গ্রামের চৌকীদার হইতে কর্ম্মের সরাজাম করণেতে কোন স্পষ্ট গাফিলী কিম্বা বিরুদ্ধাচরণ হওয়া সাবুদ হয় তবে অপরাধ সম্বুদ হইলে এক্ষণকার চলিত হুকুম সকলের মতে তাহার যে শাস্তি হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম মতে কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য ই বেক ইতি।

চৌকীদার লোককে নিজের কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে দারোগা লোককে নিষেধ হওনের কথা।

৮ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোককে ও তাহারদিগের আমলা লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে গ্রামের চৌকীদার লোককে আপনারদিগের নিজের কর্ম্ম কিম্বা অন্য যে কোন কর্ম্ম পোলীসের মতালক না হয় তাহাতে নিযুক্ত না করে ও যদি ইহার অন্যমত করে তবে কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের যোগ্য হই বেক ইতি।

যেখানেং থানার দারোগা থাকে কি পোলীসের আমলা মোকরর থানা কোন চৌকী কি ঘাটি থাকে সেখানে

চৌকীদারীর মতালক কর্ম্ম পোলীসের আমলা ও চৌকীদার লোক উভয়ের করিতে হইবার কথা।

৯ প্রকরণ। যে সকল কস্‌বা কি গ্রামেতে পোলীসের দারোগা থাকে কিম্বা পোলীসের কোন আমলা মোকরর থাকে কোন চৌকী কি ফাঁড়ী থাকে সেখানে পোলীসের আমলা লোক ও গ্রামের চৌকীদার লোক মিলিয়া চৌকীদারী কর্ম্মের আঞ্জাম করিবে এবং দোকান কিম্বা বাটী ঘর কি গোলা ঘরের নেঘাবানীর নিমিত্তে লোকদিগের চাকর রাখা চৌকীদার লোক থানার দারোগার তাবে থাকিয়া চৌকীদারী কর্ম্মেতে পোলীসের আমলার সহায়তা করিবেক ইতি।

চৌকীদার লোকের সাধ্যমতে আপরাধীদিগকে মহড়া দিয়া আট্‌কাইতে ও তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করণে গ্রামের বাসিন্দা লোকের সহায়তা লইতে হইবার কথা গাফিলী করিলে তাহারদিগের যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

১০ প্রকরণ। যখন কোন ডাকাইতী কিম্বা রাহাজানী কি লুট পাট অথবা খুন কি সিঁদমারী অথবা চুরি অঙ্গক্ষত করণের সহিত কিম্বা কোন ভারি অপরাধের কর্ম্ম হেঙ্গামা ও ফসাদের সহিত হয় তখন চৌকীদার লোকের আবশ্যক যে সাধ্যমতে ঐ অপরাধের কর্ম্ম করণীয়ারদিগকে মহড়া দিয়া আট্‌কাইবার ও পলাইলে তাহারদিগের পিছু লইয়া যাইবার নিমিত্তে যে উপায় তদবীর করা বিহিত হয় তাহা করে ও যেং গ্রামের মধ্যে কি তাহার নিকটে কোনং ডাকাইত কি অন্য অপরাধীদিগের সন্ধান পাওয়া যায় চৌকীদার লোক কি পোলীসের আমলা লোকের কহতমতে সেই

সেই গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা লোকের আবশ্যক যে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কি লুটের কি চুরির মাল লইয়া যাইতে না দিবার বিষয়ে পোলীসের আমলা লোকের সহায়তা করে ও গ্রামেং তাহারদিগের সন্ধান করিতে থাকে ও যদি কোন চৌকীদারের কি গাফিলী করণ মাজিষ্টর সাহেবের হুজুরে সাবুদ হয় তবে ইংরাজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১৯ ধারামতে জরীমানা ও কয়েদের দ্বারা শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক।

২২ ধারা। এই ধারাতে ৫ প্রকরণ ও পোলীসের দারোগা লোক আপনং থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে যেমত ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করে নীচের লিখিত প্রকার সকলেতে সেই জিলার কি অন্য জিলার মতালক অন্যং থানার অধিকারেতে সেই ক্ষমতামত আচরণ করিতে পারিবার হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

দারোগারা বধ ও খুন ওগয়রহের খবর পাইলে অপরাধীরা ধরা না পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার নিকটাবর্ত্তী অন্য থানায় দিবার কথা।

১ প্রকরণ। যদি পোলীসের দারোগা তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে বধ ও খুন কি ডাকাইতী কি অন্য অপরাধের কর্ম্ম হওনের সমাচার পায় ও অপরাধীরা গ্রেপ্তার না হইয়া থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ ঐ অপরাধের কর্ম্ম হওনের খবর তাহার জিলার কিম্বা অন্য জিলার মতালক নিকটাবর্ত্তী থানাহায়ের দারোগা লোকের নিকটে দেয় ইতি।

পোলীসের দারোগা লোক অন্য থানা কি জিলাহায়ের

অধিকারেতে গিয়া অপরাধীদিগকে ধরিতে পারিতে পারিবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও অন্য কার্য্যকারক লোকের ক্ষমতা আছে যে তাহারা মাজিস্ত্রেট সাহেবের ওয়ারিণ্টমতে কিম্বা তাহা ব্যতিরেকে যে সকল লোকের উপর উপরের প্রস্তাবিত অপরাধ সকলের কর্ম্ম করণের তহমৎ হয় তাহারদিগের পিছু লইয়া তাহারা যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুমের তাবে হয় সে মাজিস্ত্রেট সাহেবের জিলার মতালক অন্য থানার কিম্বা অন্য জিলা কি সহরের মতালক থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারেতে গিয়া গ্রেপ্তার করিতে পারিবেক ও যেখানে২ অপরাধী লোক পলাইয়া যায় সেই২ স্থানের মাজিস্ত্রেট সাহেবদিগের ও পোলীসের দারোগা লোক ও অন্য আমলা লোকের ও জমীদার ও ইজারদার ও গ্রাম সকলের গোমস্তা লোকের ও প্রজা লোকের আবশ্যক যে ঐ অপরাধী লোককে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে পোলীসের যে আমলা লোক তাহারদিগের পিছু লইয়া গিয়া থাকে তাহারা যে কিছু সহায়তা ও সহকারিতা চাহে বিনা ওজরে তাহা করেন ইতি।

দারোগা যে প্রকারেতে অন্য অধিকারে আপন ক্ষমতা চরণ করিবেক তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দারোগা লোক কেবল তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে অপরাধের কর্ম্ম হইলে কিম্বা অন্য অধিকারেতে অপরাধের কর্ম্ম হওনমতে সেই অপরাধের অপরাধী নালিশ দরপেশ হওনের সময় তাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে রহিয়া থাকিলে উপ

রের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিবেক ও এক জিলার কিম্বা এক এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দারোগা যে অপরাধী তাহার থানার অধিকারে অপরাধের কর্ম্ম করে নাহি ও তাহার নামে নালিশের আরজী গুজরিবার সময় অন্য জিলায় কি অধিকারেতে রহিয়া থাকে সে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে কোন প্রকারে ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তক জারী করিতে পারিবেক না ও এমত২ প্রকারেতে ফরিয়াদীর আবশ্যক যে প্রথমত আপন নালিশের আরজী যে জিলার মাজিস্ত্রেট সাহেবের কিম্বা যে দারোগার অধিকারে অপরাধ কি কসুর হইয়া থাকে সেই মাজিস্ত্রেট সাহেবের কি দারোগার নিকটে অথবা যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের কিম্বা দারোগার এলাকা অর্থাৎ অধিকারে তৎকালে অপরাধী রহিয়া থাকে কি পাওয়া যায় সেই মাজিস্ত্রেট সাহেব কি দারোগার নিকটে দেয় কিন্তু যদি ফরিয়াদী কার্য্যক্রমে অন্য অধিকারে দারোগার নিকটে অপন নালিশের আরজী দেয় তবে সেই দারোগার আবশ্যক যে রোজনামার বহিতে ফরিয়াদীর নাম ও নালিশের প্রকার ও অন্য দারোগাকে এমত নালিশ সোপর্দ্দ করণের তারিখ লিখে ও সোপর্দ্দ করণের তারিখ ও তাহার হেতু ফরিয়াদীকে যে আরজী ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহার পিঠে লেখা যাইবেক ইতি।

দারোগারা অন্য মাজিস্ত্রেট সাহেবের অধিকারে অপরাধী লোককে গ্রেপ্তার করিলে যে২ হুকুমমতে কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

৪ প্রকরণ। যদি এক জিলার মাজিস্ত্রেট সাহেবের তাবে পোলীসের আমলা লোক উপরের লিখিত হুকুম সকলের অনুসারে তাহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ক্ষমতাক্রমে অন্য জি

লার ম্যাজিস্ত্রেট সাহেবের অধিকারে অপরাধীদিগকে গ্রেপ্তার করে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ অপরাধীদিগের নাম ও তাহারদিগের উপর যে অপরাধ কি কসুর করণের তহমৎ হয় তা হার কথা সম্বলিত এক ফিরিস্তী যে দারোগার অধিকারে অপরা ধীরা ধরা পড়ে সেই দারোগাকে দেয় পরে সেই দারোগার আব শ্যক যে সে যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের অধিকারে থাকে তাহার হজু রে তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইয়া দেয় ইতি।

আন্‌ওয়ালিদের থানাতে ফৌজদারী আদালতের হুকুম জারী করিবার হুকুমের কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোককে অনুমতি আছে যে ইংরাজী ১৮০৪ সালের ১ আইনের ৫ ধারার লিখিত হুকুমমতে ফৌজদারী আদালতের কি পোলীসের হুকুম সকল যে থানার অধিকারের সরহদ্দেতে আন্‌ওয়ালীদ লোক থাকে সেখানে ঐ সক ল হুকুম অন্য২ স্থানেতে যে মতে জারী হয় সেই মতে জারী করি তে পারিবেক ইতি।

২৩ ধারা। এই ধারাতে ৪ প্রকরণ ও ফরিয়াদী ও সাক্ষীদি- গের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

যে প্রকারে ও যাহার মারফতে সফীনা জারী হইবেক তাহার কথা।

১ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে ফরিয়াদী ও সাক্ষীদিগের নামে যে সকল সফীনা জারী করিতে হয় তাহা এইআইনের শেষে র লিখিত ১১ নম্বরের শরওয়ামতে তৈয়ার করা গিয়া এক বরকন্দা জের মারফতে জারী করাইবেক ও দারোগা লোককে পুনঃ২ নিবে ধ করা যাইতেছে যে ফরিয়াদী কি আসামীকে কোন তলব চিঠি

কি সফীনা তাহারা আপনং গ্রামে নিজে কিম্বা তাহারদিগে মোক্তারকার লোককে জারী করিবার নিমিত্ত না দেয় ইতি।

ফরিয়াদী ও সাক্ষির স্থানে মুচলকা লেখাইয়া লওনের হুকুমের কথা।

২ প্রকরণ। যে সকল ফরিয়াদী ও সাক্ষীদিগের ফৌজদারী আদালত হায়েতে হাজির হওয়া আবশ্যক পোলীসের দারোগা সে সমস্ত ফরিয়াদী ও সাক্ষির স্থানে নিরূপিত দিবসে হাজির হইবার অর্থে এই আইনের শেষের লিখিত ১২ ও ১৩ নম্বরের শরওয়া মতে মুচলকা লেখাইয়া লইবেক ও আসামী যদি মাতবর জামিনী দিয়া থাকে তবে সে যে তারিখে ফৌজদারী আদালতে হাজির হইবেক সে তারিখ ও কয়েদ থাকিলে যে তারিখে তাহাকে পৌহুছান যাইবেক দৃঢ় বোধ হয় সে তারিখ ঐ মুচলকাতে লেখা থাকিবেক ও পোলীসের যে আমলার সাক্ষাতে মুচলকা লেখা যায় তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ মুচলকা রিপোর্টের শামিলে মাজিস্ত্রেট সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ও এই আইনের শেষের লিখিত ১৪ নম্বরের নকসা মতে মাজিস্ত্রেট সাহেব বরাবর এক চালান লিখিয়া ফরিয়াদীর কিম্বা সাক্ষির স্থানে দেওয়া যাইবেক ও তাহারদিগের আবশ্যক যে নিজে ঐ চালান পোলীসের লোকের সহযোগ ব্যতিরেক মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে দাখিল করিয়া দেয় ইতি।

কোনং প্রকারেতে দারোগা লোকের ফরিয়াদী লোকের স্থানে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে হাজির হইবার অর্থে জামিনী তলব করিতে হইবার কথা।

৩ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে ফরিয়াদীদিগের উপর কিছু ধুম ধাম কি জবরদস্তী না

করে ও য়দি তহকীক তদন্ত করিয়া কোন করিয়াদীর নালিশ অতি অমুলক কিম্বা দ্বেষ ও শক্রতা প্রযুক্ত করিয়াছে বোধ হয় তবে পো লীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বেওরা মাজিস্ত্রেট সাহে বের হুজুরে তত্তেলার নিমিত্তে লিখিয়া পাঠায় ও করিয়াদীর স্থানে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে তাহার হাজির হইবার নিমিত্তে মাত বর জামিনী লয় ও যদি জামিন না দেয় তবে তাহাকে আসামীর ন্যায় বরকন্দাজের হাওয়ালে করিয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠা ইতে হইবেক ইতি।

আবশ্যক বিনা সাক্ষীদিগের প্রতি ধুমধাম ও জোর জবরী করিতে দারোগা লোককে বারণ হওনের কথা।

৪ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা ও অন্য আমলা লোককে নিষেধ করা যাইতেছে যে অনাবশ্যকে সাক্ষীদিগের পক্ষে কিছু জোর জবরী ও পিড়াপিড়ি না করে ও মাজিস্ত্রেট সাহেবের আ দালতে হাজির হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে জামিনী তল ব না করে ও যদি কোন সাক্ষী মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে হাজির হইবার মুচলকা দিতে ওজর করে তবে দারোগা লোকের আব শ্যক যে সে সাক্ষিকে বরকন্দাজের হাওয়ালে করিয়া ফৌজদারী আদালতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

২৪ ধারা। এই ধারাতে ৬ প্রকরণ ও সমন জারী হওয়ানের হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগা লোকেরা হলফ কি হলফনামা দ্বারা নালি শের সত্যতা জানা গেলে এক কেতা সমন জারী করিতে পারিবার কিন্তু তাহা করিয়াদীর স্থানে না দিবার কথা।

১ প্রকরণ। যদি পোলীসের দারোগার কি অন্য যে আমলা নালিশ গ্রহণ করণের ক্ষমতা রাখে তাহার নিকটে জামিন লওয়া যাইবার যোগ্য কোন অপরাধের কর্ম্ম কি এই আইনের লিখিত হুকুম মতে পোলীসের এদেশীয় আমলা লোকের তজবীজ করণের যোগ্য কোন কসুর করণের কথা সম্বলিত নালিশের আরজী গুজরে ও অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করণের আবশ্যক না হয় তবে পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী আপন নালিশের সত্যতার নিমিত্তে হলফ করিলে কিম্বা সে যদি এমত মর্য্যাদান্বিত হয় যে এদেশের রেওয়াজ মতে তাহাকে হলফ করান অনুচিত তবে হলফনামা লিখিয়া দিলে পরে অথবা ফরিয়াদী খোদ হাজির হইয়া হলফ করিয়া কি হলফনামা দিয়া এজাহার করিতে না পারিলে যদি তাহার তরফ হইতে অন্য ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা তাহার নালিশের সত্যতার নিমিত্তে হলফ করে কিম্বা হলফনামা লিখিয়া দেয় তবে তাহার হলফ করণ ও হলফনামা লিখিয়া দেওন বিনা আপন দস্তখত ও থানার মোহরযুক্তে এক সমন বরকন্দাজের মারফতে কিম্বা ফরিয়াদী পরিচিত মোক্তারকার হাজির থাকিলে ও কোন ওজর না করিয়া সমন লইলে তাহার মারফতে আসামীর উপরে ফরিয়াদীর স্থানে কোন সমন আসামীর উপরে জারীকরণের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক না ইতি।

তলব চিঠিতে জামিনী তলবের আবশ্যক না হইলে
তাহা পাওনের রসীদ লইতে হইবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের যে আমলার তলবচিঠি জারী করিতে হয় তাহার আবশ্যক যে যেসকল মোকদ্দমা আসামীর স্থানে তাহার হাজির হওনের নিমিত্তে জামিনী তলব করণের আবশ্যক না হয়

সে সমস্ত মোকদ্দমাতে আসামীর স্থানে কেবল ঐ তলবচিঠি পাও নের এক রসীদ লেখাইয়া লয় ও যদি আসামী গরহাজির থাকেত বে ঐ আমলার কর্ত্তব্য যে ঐ তলব চিঠি তাহার গোষ্ঠির মধ্যে কোন আত্মীয় ব্যক্তি যদি কোন ওজর না করিয়া লয় ও তাহা পাওনের রসীদ লিখিয়া দেয় তবে তাহার স্থানে দেয় ও ইহা হইলে আসামী র উপর তলব চিঠি জারী হইল জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

ভারি কি অন্য২ অপরাধ করণীয়া দিগের স্থানে যে জামিনী তলব হইবেক তাহার শরওয়ার কথা।

৩প্রকরণ। ঐ তলব চিঠি যাহা পোলীসের দারোগালোক উপরে র প্রকরণ হায়ের লিখিত হুকুম মতে জারী করিবেক তাহা এই আইনের শেষের লিখিত ১৫ নম্বরের শরওয়া মতে লেখা যাইবেক কিন্তু যদি নালিশের আরজীর লিখিত অপরাধ এমত ভারি হয় যে সে নিমিত্তে আসামীর স্থানে সে স্বয়ং কি তাহার উকীল মাজি স্ত্রেট সাহেবের আদালতে হাজির হইবার কারণ অবশ্য জামিনীত লব করিতে হয় তবে আইনের শেষের লিখিত ১৬ নম্বরের শরওয়া মতে সমন তৈয়ার করা যাইবেক ও তাহাতে অপরাধের কথা ও জামিনীর টাকার পরিমাণ যাহা সে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমার রুবকার হওনের পূর্ব্বে না পলাইবার নিমিত্তে উপযক্ত হয় তাহার নিরূপণ লেখা থাকিবেক ও যখন ঐ মোকদ্দমা মাজি স্ত্রেট সাহেবের হুজুরে রুবকার হয় তখন অন্য যে হুকুমনামা উপ যুক্ত হয় তাহা জারী করিবেন ইতি।

আসামী হাজির না হইলে এক দস্তক জারী করিবার কথা।

৪ প্রকরণ। যে ব্যক্তির উপর তহমৎ হইয়া উপরের লিখিত মতে সমন জারী হয় সে যদি সমনের লিখিত মতে স্বয়ং কি তাহা

র উকীল সমনের নিরূপিত মেয়াদের মধ্যে থানাতে হাজির না হয় কিম্বা জামিনী তলব হওন মতে জামিন দিয়া আপনি হাজির না হয় তবে দারোগা এমত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ এই আইনের শেষের লিখিত ১৭ নম্বরের শরওয়া মতে এক দস্তক আপন দস্তখত ও থানার মোহরযুক্তে জারী করিতে পারিবেক ইতি।

কোন অপরাধী গরহাজির থাকিলে কি রূপোশ হইলে দারোগার গ্রামের প্রধানের স্থানে অপরাধীকে হাজির করিয়া দিবার কি তাহার সমাচার দিবার মজমুনে এক রার নামা লেখাইয়া লইতে হইবার কথা।

৫ প্রকরণ। মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে কোন ফরিয়াদী কি সাক্ষিকে হাজির করাইবার কারণ অথবা কোন আসামীর গ্রেপ্তারির কারণ ইস্তাহার না হইয়া থাকিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে কোন হুকুম নামা হইতে যদি সেই ব্যক্তি গর হাজির থাকে কি রূপোশ হয় তবে পোলীসের সে কার্য্যকারক হুকুমনামা জারী করিতে যায় তাহার আবশ্যক যে যে গ্রামে ঐ ব্যক্তির নিবাস হয় সেই গ্রামের মালিক কি সরবরাহকার কি অন্য প্রধান ব্যক্তির স্থানে ঐ ব্যক্তির গরহাজিরীর কথা ও ঐ গ্রামে তাহাকে হাজির করাইবার কিম্বা ঐ গ্রামের সে পৌহুছিবা মাত্র তাহার সমাচার থানাতে দিবার করার সম্বলিত এক সার্টিফিকট লেখাইয়া লয় ইতি।

একরারনামার লিখনের অন্যমত করিলে যে দণ্ড হইবেক তাহার কথা।

৬ প্রকরণ। যদি মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে তহকীক তদন্ত অনুসারে ইহাবোধ হয় যে ঐ সর্টিফিকট লেখা পড়া হওনের সময়

তলব হওয়া ব্যক্তি যথার্থই সেই গ্রামে ছিল কিম্বা যদিএমত সাবুদ হয় যে তলব হওয়া ব্যক্তির সর্টিফিকট লেখা পড়া হওনের পরে পুনরায় ঐ গ্রামে আসিছিল ও তাহার সমাচার যে ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকট লিখিয়া দিয়াছে সে পোলীসের আমলা লোককে দেয় নাহি তবে ঐ সার্টিফিকট লিখিয়া দেওনীয়া ব্যক্তি ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক ও তাহা না দিলে এক মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে দেওয়ানী আদালতের জেহেল খানাতে কয়েদ থাকিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

২৫ ধারা। এই ধারাতে ১১ প্রকরণ ও অপরাধী দিগকে গ্রেপ্তার করিবার ও তাহারদিগকে জামিনীতে রাখিবার মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত অপরাধের কর্ম্ম করণের নালিশের আরজী দারোগালোকের নিকটে গুজরিলে তাহার সত্যতার নিমিত্তে হলফ করাইয়া অপরাধী দিগকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ ওয়ারিণ্ট এতাবতা দস্তকজারী করিতে হইবার কথা।

১ প্রকরণ। যদি পোলীসের কোন দারোগার নিকটে তাহার থানার অধিকারের বাসিন্দা কোন ব্যক্তির নামে হত্যা ও খুন কি লুট পাট কিম্বা সিন্দমারী অথবা জখমী অর্থাৎ ঘাইল কিম্বা চুরি অথবা গ্রাম কি অন্য কোন ঘর বাটী দাহ করণ কি আশরফী কি টাকা দি কি পয়সা কৃত্রিম করণ ইত্যাদি ভারি হেঙ্গামা করিবার মনস্থে লোক জমা হওনের ন্যায় অন্য যে কোন অপরাধের কর্ম্ম করণীয়া দিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করণের আবশ্যক হয় তাহা কর

ণের কথা সম্বলিত নালিশের কোন আরজী দরপেশ হয় কিম্বা যদি দারোগা এমত২ অপরাধের কর্ম্ম করণের সম্বাদ যে কয়েদীলোক তাহারদিগের ঐ২ অপরাধের কর্ম্ম করণের আর২ সঙ্গীসাথির নাম করে তাহাদিগের কহৎমতে কি অন্য বে২লোকের কথায় বি শ্বাস হয় তাহারদিগের মারফতে পায় তবে সেই দারোগার আব শ্যক যে ফরিয়াদীকে কি মোকদ্দামার কথা জ্ঞাত থাকা যে ব্যক্তি সম্বাদ দেয় তাহাকে হলফ করাইয়া পরে এমত দাওয়া সত্য কি মিথ্যা তাহার তহকীকাৎ করে ও যদি এমত২ মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের কোন মাতবর হেতু পাওয়া যায় ও সেহেতুক অপরাধী দিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা অবশ্যক হয় তবে পোলীসের দারো গা কি অন্য আমলার কর্ত্তব্য যে এই আইনের শেষের লিখিত ১৭ নম্বরের শরওয়া মতে এক ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তক থানার মোহর ও আপন দস্তখতযুক্তে জারী করিয়া অপরাধী কি অপরাধীদিগ কে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার দিগকে গ্রেপ্তার করণের সময় হইতে ইংরাজী ৪৮ঘড়ির মধ্যে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে রিপোর্ট পাঠা নও তাহার হজুর হইতে হুকুম আইসন পর্য্যন্ত ওয়ারিণ্ট জারী না করণের কোন মাতবর হেতু থাকে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে মোকদ্দমার বেওরার রিপোর্ট ঐসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া তাঁহার হুকুমের অপেক্ষায় থাকে ইতি।

পোলীসের যে আমলার দ্বারা দস্তক জারী হইবেক তা হার কথা॥

২ প্রকরণ। উপরের লিখিত হুকুম মতে কোন ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তক জারী করিতে হইলে তাহা থানার জমাদ্দার ও বরকন্দাজ দিগের মারফতে জারী করা যাইবেক ও ঐ দস্তক তাহার পিঠে

তাহা জারী হওনের প্রকার লেখা গিয়া সেরেস্তায় দাখিল হইলে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে রিপোর্টের ও যে সকল কয়েদী ঐ সাহেবের হুজুরে চালান হয় তাহারদিগের চালানের সহিত পাঠান যাইবেক ইতি।

আবশ্যক হইলে দস্তক জারী করণের জমীদার ও সরবরাহকার প্রভৃতির স্থানে সহায়তা লইতে হইবার কথা।

৩ প্রকরণ। পোলীসের যে দারোগা দস্তক জারী করে যদি তাহার এমন অনুমান হয় যে পোলীসের লোকদিগের সহিত বরাবরি ও দ্বন্দিয়ামী হইবেক অথবা যদি মনে এমত লয় যে জমীদার কি ভূমির ইজারদার দিগের কি তাহাদিগের নায়েব কি সরবরাহকার লোকের স্থানে দস্তক জারী করণের নিমিত্তে সহায়তা লওনের আবশ্যক হইবেক তবে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে ওয়ারিণ্ট এতাবতা দস্তকের কপালে ইহা লিখিয়া দেয় যে জমীদার কি ভূমির ইজারদার কি সরবরাহকারের আবশ্যক যে এই দস্তক জারী হওনের বিষয়ে যথোচিত সহায়তা করে ইতি।

আরজী দেওন ও দস্তক হওন বিনা অপরাধী দিগকে ধরিতে পোলীসের আমলা লোকের ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪ প্রকরণ। যাহারদিগকে হেঙ্গামা ও ফসাদ করিতে দেখা যায় ও অপরাধের কর্ম্ম করণের পরে যাহারদিগের পিছে লোকেরা শোর শার করিয়া যায় ও যাহারদিগের স্থানে চুরি কি লুটের মাল বাহির হয় তাহারদিগকে থানার দারোগা ও মুহরির ও জমাদার লোক নালিশের আরজী দাখিল হওন ও দস্তক জারী করণ বিনা গ্রেপ্তার করিতে পারিবেক কিন্তু এমতং প্রকারেতে তাহার

দিগের আবশ্যক যে গ্রেপ্তার করণের হেতু লিখিয়া অপরাধিকে তাহারা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে হয় তাহার হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

পোলীসের আমলা লোকের আবশ্যক হওন বিনা কোন বাটী ঘরের মধ্যে যাইতে ক্ষমতা না রাখিবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোক কোন প্রকারে দস্তক কি গ্রেপ্তারীর কোন হুকুমনামা জারী করিবার কারণ আবশ্যক হওন ব্যতিরেকে কোন বসতবাটী কি অন্য স্থানের দরোজা ভাঙ্গিতে পারিবেক না কিন্তু যদি তাহারা এমত সঠিক খবর পায় যে যাহার উপর খুন কি লুট কি অন্য ভারি অপরাধের কর্ম্ম কি হেঙ্গামা ফসাদ করণের তহমৎ হওয়াতে গ্রেপ্তারীর নিমিত্তে ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তক কি অন্য হুকুমনামা হইয়াছে সে ব্যক্তি কোন বাটী কি ঘরে কি অন্য স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছে ও ঐ অপরাধী পোলীসের যে আমলার স্থানে তাহার গ্রেপ্তারীর নিমিত্তে হওয়া ওয়ারিণ্ট থাকে তাহার তলব করাতে আপনি হাজির না হয় তবে ঐ আমলার ক্ষমতা থাকিবেক যে দুই তিন জন মাতবর বাসিন্দা লোকের সাক্ষাতে সদর দরোজা এবং এদেশের রেওয়াজ মতে যে স্থানকে অন্দরবলা যায় তাহার কোন ঘরের দরোজা তখন তাহাতে স্ত্রীলোকি থাকে বা না থাকে ওয়ারিণ্ট কি অন্য যে হুকুমনামা জারী করিতে যায় তাহা জারীকরিবার নিমিত্তে ভাঙ্গে ইতি।

পোলীসের আমলা অপরাধী ব্যক্তি জানানা মহলে কি ঘরে আছে ইহা জানিতে পাওন বিনা ভিতরের দ্বার ভাঙ্গিতে ক্ষমতা না থাকিবার ও ভাঙ্গিতে হইলে প্রথমজনানা লোককে বাহির হইতে সম্বাদ দিতে হইবার কথা।

৬ প্রকরণ। যদি উপরের লিখিত প্রকার সকলেতে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি জানানা মহলেতে কি যে ঘরেতে প্রকৃতই স্ত্রীলোকেরা থাকে তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে ও ইহা তহকীকে জানানাও যায় তবে পোলীসের কার্য্যকারক লোকের উচিত যে সেই বাটী কিম্বা ঘর ঘেরে অথবা সে ব্যক্তি পলাইতে না পারিবার নিমিত্তে অন্য যেং তদবীর করা আবশ্যক তাহা করে ও এমত দুইজন মাতবর স্ত্রীলোকের দ্বারা যে সেই বাটীওয়ালার সহিত ও আপনার পরস্পর কিছু ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা না রাখে ইহা তহকীক করে যে যে অপবাদ গ্রস্ত ব্যক্তির নামে ওয়ারিণ্ট এতাবতা দস্তক হইয়াছে প্রকৃতই সে সেই বাটী কি ঘরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে কি না ও যদি থাকে তবে ঐ আমলার কর্ত্তব্য যে সেই বাটী কিঘরের ভিতরকার দরোজা ভাঙ্গিয়া দস্তক জারী করে কিন্তু হইবার পুর্ব্বে তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে প্রথমত স্ত্রীলোকদিগকে সেই ঘর হইতে বাহির হইবার নিমিত্তে সম্বাদ দেয় ইতি।

দারোগা সরারতী করিয়া তাহার প্রতি অর্পণ হওয়া
ক্ষমতার কার্য্য করিলে যে সাস্তিপাইবেক তাহার কথা

৭ প্রকরণ। দারোগা দিগকে ঐ ক্ষমতা আদালত ও ইনসাফ হওনের অর্থে দেওয়া গেল ইহাতে যদি কোন দারোগা সরারতী ও মষ্টামী করিয়া ঐ ক্ষমতাচরণ করে তবে ইহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে কিম্বা দায়েরা সায়েরি আদালতের সাহেবের হজুরে সাবুদ হইলে আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হওনের অতিরিক্ত মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে অন্য যে শাস্তি উপযুক্ত হয় তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

যে প্রকারে জামিনী মঞ্জুর না করা যাইবেক তাহার কথা।

৮ প্রকরণ। যদি কোন কিম্বা কোন২ ব্যক্তির উপর খুন কি ডাকাইতী কিম্বা লুট অথবা সিঁদমারী কি চুরি কিম্বা কোন বাটী ঘর কি গ্রাম দাহ করণের অথবা আশরফী কি টাকা আদি কি পয়সা কৃত্রিম করণের কিম্বা প্রাণের হানি হইতে পারে যাহাতে এমত জখমী আর্থাৎ ঘাইল করণের তহমৎ হয় ও মাতবর হেতু প্রযুক্ত যদি এমত অনুমান হয় যে অপবাদ গ্রস্ত ব্যক্তি প্রকৃতই ঐ অপরাধ করিয়াছে তবে এমত ব্যক্তি কি অন্য ব্যক্তিদিগের স্থানে জামিন লওয়া যাইবেক না কিন্তু অন্য২ সমস্ত প্রকারেতে যদি কোন অপরাধ গ্রস্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা আপনি কি আপনারা মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে হাজির হইবার নিমিত্তে মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে সেই জামিনী মঞ্জুর করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারদিগকে ছাড়িয়া দেয় ইতি।

জামিনীর শরওয়ার কথা।

৯ প্রকরণ। পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে যদি উপরের লিখিত হুকুম মতে কাহারু স্থানে মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী লইতে হয় তবে তাহার স্থানে তাহা এই আইনের শেষের লিখিত ১৮ নম্বরের শরওয়ামতে লেখাইয়া লয় ইতি।

যাহারা আপনারদিগের প্রাণ ও ধন রক্ষা করণের কালে অপরাধীদিগকে বধ কিম্বা জখমী করে তাহার গ্রেপ্তার না হইবার কথা।

১০ প্রকরণ। যেং ব্যক্তিরা আপনং প্রাণ ও ধন রক্ষা করণের কালে খুনী কি চোর কি লুটিয়ারা লোকদিগকে মারিয়া ফেলে কি জখমী অর্থাৎ ঘাইল করে পোলীসের আমলারা মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ কোন হুকুম পাওন

বিনা এমত২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে কি জেরজামিনীতে রাখিতে ক্ষমতা রাখিবেক না ও পোলীসের কোন আমলা যদি ইহার অন্যমত করে তবে আপন কর্ম্ম হইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

অতি আবশ্যক হইলে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী দেওয়ায় আর হেঙ্গামা ফসাদ না হইবার অর্থে জামিনী তলব হওনের কথা।

১১ প্রকরণ। যে সকল প্রকারেতে আবশ্যক হয় এতাবতা যদি পোলীসের দারোগার কি অন্য কার্য্যকারকের এমত অনুমান হয় যে হেঙ্গামা কি শক্ত মারিপিট কি জামিনী যোগ্য অন্য কোন অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমতে গ্রেপ্তার হওয়া কোন ব্যক্তিকে তাহা হৈতে আর হেঙ্গামা ও ফসাদ না হইবার মজ্‌মুনে জামিনী লওন বিনা ছাড়িয়া দিলে হানি হইবে তবে গ্রেপ্তার হওয়া ঐব্যক্তির স্থানে তাহা মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে হাজির হইবার জামিনী দেওয়ায় আর এক জামিনী তাহা হইতে আর কাজিয়া ফসাদ না হইবার নিমিত্তে তলব করা যাইবেক ও জামিন কি জামিনী দিগের স্থানে এই আইনের শেষের লিখিত ১৯ নম্বরের সরওয়া মতে ঐ ব্যক্তি জামিনীর লিখিত নিয়মের অন্যমত করিলে জামিনীদিগের যত টাকা লাগিবেক তাহার মবলগের তাইদ সম্বলিত এক মুচ্‌লকা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক ও ঐ টাকার তাইদ মোকদ্দমার ভাব ও ঐ ব্যক্তির মর্য্যাদার দৃষ্টে হইবেক ইতি।

২৬ ধারা। এই ধারাতে ১৫ প্রকরণ ও ফৌজদারী আদালত হায়ের হুকুম না মাননের ও আমলে আসিতে না দেওনের তদারক অর্থাৎ প্রতিফলের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

যাহারা ফৌজদারী আদালত হায়ের হুকুমনামা জারী হওনেতে ফন্দিয়ামী করে তাহারা গ্রেপ্তার হইয়া মাজি-স্ট্রেট সাহেবের হজুরে চালান হইবার কথা ।

কোন২ প্রকারেতে নিকটের থানা হায়ের দারোগার স্থানে সহায়তা লইবার কথা ।

১ প্রকরণ । যদি কোন কিম্বা কোন২ ব্যক্তি মাজিস্ট্রেট সাহেব লোকের আমলা লোক কিম্বা পোলীসের কার্য্যকারক লোকে যে কোন দস্তক কি হুকুমনামা জারী করিবার চেষ্টা পায় তাহা জারী হওনের বিষয়ে নিজে ফন্দিয়ামী ও বজ্জাতী করে কি অন্যেরে দিয়া করায় কি গ্রেপ্তার হওয়া কোন ব্যক্তিকে মাজিষ্টর সাহেব দিগের চাকর লোকের কি পোলীসের কার্য্যকারক দিগের স্থান হইতে ছিনিয়া লয় কি লইতে উদ্যত হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে ফন্দিয়া লোকদিগেকে এবং তাহারদিগের সঙ্গে শামিলে যা হারা থাকে তাহারদিগের গ্রেপ্তার করিয়া মোকদ্দমার বেওরা ও যে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যদ্বারা ফন্দিয়ামী সাবুদ হইতে পারে সে সাক্ষীলোকসমেত মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ও যদি ছিনিয়া হওয়া কি অদুল হুকুমী ও ফন্দিয়ামী করা দাঙ্গা ফসাদের সহিত হয় তবে তাহাতে ঐ দারোগার আবশ্যক যে নিকটাবর্ত্তী থানা হায়ের দারোগা লোকের স্থানে সহায়তা চাহে ও সেই দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে সহায়তা করিবার নিমিত্তে লিখন লিখিয়া পাঠাইলে তদনুসারে সহকারিতা ও সহায়তা করে ইতি ।

নীচের লিখিত হুকুম সকলের অনুসারে পূর্ব্বের কএক আইনের কয়েক ধারা শুধরা হওনের কথা ।

২ প্রকরণ । ইংরাজী ১৭৯৬ সালের ১১ আইনের ২ ও ৪ ধারার

ও ১৮০৪ সালের ৩ আইনের ২ ও ৪ ধারার লিখিত কথা সকল শুধরাণক্রমে নীচের লিখিত হুকুম সকল ফৌজদারী আদালত হায়ের হুকুম না মাননের কি তদনুসারে ধরা না দেওনের প্রকার সকলের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লোকের ও পোলীসের কার্য্যকারকদিগের কার্য্যোপলক্ষের নিমিত্তে নির্দিষ্ট হইল।

৫ ভূম্যধিকারী দিগের ফেরারী করণের জিলা ভিন্ন অন্য ২ অন্য জিলার ভূমি নিজামৎ আদালতের সাহেব লোকের মঞ্জুরীতে জব্দ হওনের যোগ্য হইবার কথা।

৬ প্রকরণ। যদি কোন ব্যক্তির উপর লিখে কি অন্যের দ্বারা ফেরারী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি পোলীসের কার্য্যকারকদিগের হুকুমনামা না মানন সাবুদ হয় ও ফেরারী ব্যক্তির যে জিলা কি শহরের ভিন্ন অন্য কোন জিলা কি শহরের অধিকারে ভূমির অধিকারী কি সদরী ইজারদার হয় ও যদি মোকদ্দমার সমস্ত ভাবগতিক বিবেচনা করণের পরে তাহার প্রতি উপরের উক্ত আইন হায়ের ধারা সকলের লিখিত মাফিক কিম্বা কতক ভূমি জব্দ হওন কি ইজারা রদ হওনের শাস্তির হুকুম হওয়া উপযুক্ত বোধ হয় তবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ভূমি জব্দ হইবার কি ইজারা রদ হওনের হুকুম দেন কিন্তু জারী যাইতেছে এমত২ হুকুম নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হুজুরে মঞ্জুর হওন ও এবিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে না তক হুকুম হওন ব্যতিরিক্ত আমলে আসিবেক না ইতি।

পলাইয়া যাওয়া ব্যক্তিদিগের অন্য অন্য জিলার ভূমি

তাহারদিগকে হাজির করাইবার কারণ ক্রোক করা যাইবার কথা।

৪ প্রকরণ। অপরাধ করণের অপরাধগ্রস্ত কোন ব্যক্তি পলাইয়া যাওন কি রূপে না হওন মতে ম্যাজিষ্টর সাহেব কি পোলীসের আমলারা তাহার দস্তক জারী করিয়া গ্রেপ্তার করিতে না পারেন তবে যদি সেই ব্যক্তি যে জিলা কি শহরের অধিকারে তাহার ঐ অপরাধ করণের ঘটনা হয় সে জিলা কি শহর কিম্বা অন্য জিলা কি শহরের অধিকারের মধ্যের ভূম্যধিকারী কি অন্য স্থাবর বস্তুর মালিক অর্থাৎ অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার হয় ও তাহাকে হাজির করাইবার নিমিত্তে উপরের প্রকরণের লিখিত আইন হায়ের ৪ ও ৫ ও ৬ ধারার লিখিত হুকুম মতে তাহার ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক করা আবশ্যক হয় তবে যে ম্যাজিষ্টর সাহেবের হজুরে এমত অপরাধ করণের দাওয়া দরপেশ হয় তিনি তাহার সমুদয় ভূমি কিম্বা কতক ক্রোক করিবার কিম্বা ইজারা রদ হইবার হুকুম দিতে পারিবেন ও এমত২ প্রকারেতে উপরের প্রকরণের উক্ত ধারা সকলের লিখিত কথা মতে কার্য্য করিবেন।

কোন২ প্রকারেতে জরীমানার হুকুম দেওনের বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৫ প্রকরণ। যদি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লোকের ও পোলীসের আমলা লোকের হুকুমের দুন্দিয়ামী করিয়া না মাননের প্রকার সকলেতে ঐ সাহেব লোক মোকদ্দমা বুঝিয়া ভূমি জব্দ কি ইজারা রদ হওনের হুকুমের বদলে ২০০ টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানার ও তাহা দাখিল না করিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকনের হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন তবে

এমত হুকুম দিবেন ও এমত২ প্রকারেতে ও অন্য২ প্রকারে করিলে তে যদি ত্রুন্দিয়া ব্যক্তি ভূম্যাধিকারী কি সদরী ইজারদার না হয় ও তাহার পক্ষে এমত হুকুম হয় তবে ঐ হুকুম না তক অর্থাৎ পূরা বোধ হইয়া নিজামৎ আদালতে , উপস্থিত করনে যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেব লোক কি সদর নিজামতের সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের ন্যায়ের মতে ঐ হুকুম স্থিরণ কি পারবর্ত্ত করণ কি রদ করণের যোগ্য বুঝেন তবে তাহা করিবেন ইতি।

যাহারা ভূম্যধিকারী না হয় ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম না মানে কিম্বা তাহাতে ধরা দেয় তাহারদিগের অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিবার কথা।

৬ প্রকরণ। যদি জিলা কি শহর ন্যায়ের মাজিষ্টর সাহেবের হজুর হইতে কি মাজিষ্টর সাহেবের ক্ষমতা অন্য যে সাহেবকে অর্পণ হইয়া থাকে তাহার হজুর হইতে হওয়া দস্তক কি সমন কিম্বা হুকুমনামা নিজে কিম্বা অন্যের দ্বারা হুন্দিয়ামী করিয়া না মানে ও তাহাকে গ্রেপ্তার করা যাইতে না পারে, কিম্বা কোন ব্যক্তির উপর ভারি কোন অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমৎ হওন মতে তাহাকে গ্রেপ্তার করণের কারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুর হইতে কি পোলীসের দারোগার নিকট হইতে সে প্রায় সর্ব্বদা যেখানে থাকে সে স্থানের নিরূপণ সম্বলিত দস্তক লইয়া গেলে পলাইয়া যাওন কি রূপোশ হওন মতে তাহাকে সে স্থানেতে না পাওয়া যায় ও হুকুম না মানিয়া কিম্বা ধরা না দেওয়া ঐ২ ব্যক্তির ভূমির অধিকারী কিম্বা সদরী ইজারদার যাহাতে উপরের প্রকরণের প্রস্তাবিত আইন ন্যায়ের লিখিত হুকুমমতে তাহার ভূমি ক্রোক

যদি উহাঁরা রুদ্ধ হইতে পারে তাহার না হওয় ও ক্রোক হইতে পারি-বার যোগ্য তাহার কোন প্রকার বস্তু থাকে ও তাহা ক্রোক না করা গেলে স্থান ছাড়া হইবেক এমত বোধ হয় তবে পোলীসের যে আমলা এমত না প্রকারেতে ওয়ারিণ্টজারী করিতে ক্ষমতা রাখে তাহার আশঙ্কা যে২ ব্যক্তির নামে ওয়ারিণ্ট হইয়াছে সে ব্যক্তি ধরা না দিবার নিমিত্তে সংপ্রতি পলাইয়াছে কি লুকাইয়া রহিয়াছে এমত সঠিক সমাচার পাইলে পর পলাইয়া কিম্বা কি রূপোশ হওয়া ব্যক্তির যে অস্থাবর বস্তু তাহার অধিকারের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা ক্রোক করিয়া তৎক্ষণাৎ এবিষয়ের এ-ত্তেলা আপন অধিকারের মাজিষ্টর সাহেবকে দেয় ও যদি কোন মোতবর হেতু প্রযুক্ত এমত বোধ হয় যে ঐ বস্তু স্থানান্তর হইবেক তবে তৎক্ষণাৎ এবিষয়ের রিপোর্ট মাজিষ্টর সাহেবের হুজুরে পা-ঠাইয়া ঐ সাহেবের হুকুম হওনের অপেক্ষায় থাকিবেক ইতি।

দারগারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম না পাওন পর্য্যন্ত অস্থাবর বস্তু স্থানান্তর না হইবার উপায় করিতে পারি-বার কথা।

৭ প্রকরণ। উপরের প্রকরণের লিখিত এত্তেলা পাইলে পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আবশ্যক যে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি হাজির হওন পর্য্যন্ত কি ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১১ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২ আইনের হুকুম মতে ইস্তাহারের মিয়াদ জারী হওন পর্য্যন্ত ঐ বস্তু ক্রোক রাখিবার উপযুক্ত মোকদ্দমা ঘটে কিনা এবিষয়ের তজ-বীজ ও বিবেচনা করিয়া পরে হয় ঐ বস্তু ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহা ক্রোক রাখিবার ও নীচের প্রকরণের মতে এক তালিকার কর্দ্দ করিবার হুকুম দেন ও যাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুর হইতে

এমত হুকুম না পৌঁছছে তাবৎ পোলীসের আমলা লোকের আবশ্যক যে ঐ বস্তু স্থানান্তর না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে তদবীর ও উপায় করা আবশ্যক হয় তাহা করে।

বস্তু ক্রোক করা যাওনের প্রথা।

৮ প্রকরণ। অস্থাবর বস্তু ক্রোক করণের নিমিত্তে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুর হইতে হুকুম পৌঁছিলে পর পোলীসের দারোগার আবশ্যক যে সে স্থানের বাসিন্দা দুই তিন জন মাতব্বর লোকের সাক্ষাতে সমস্ত অস্থাবর বস্তু সামগ্রী তালিকার ফর্দ্দ লেখাইয়া ও তাহাতে আপন দস্তখত করিয়া ঐ বস্তু সামগ্রী গ্রামের প্রধান ব্যক্তির কিম্বা সেই গ্রামের বাসিন্দা অন্য দুই তিন জনের স্থানে জিম্মা করিয়া রাখিয়া ঐ বস্তু সামগ্রী তাহারা আওনের এক এক [illegible] তাঁহারদিগের স্থানে লইয়া ঐ বস্তু সামগ্রীর তালিকার ফর্দ্দের সহিত মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।

ক্রোক হওয়া বস্তু আসামীকে ফিরিয়া দিবার ও অথবা তাহার মালিক তাহা পাইতে পারে তখন তাহাকে ফিরিয়া দিবার কথা।

৯ প্রকরণ। যে সকল প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুমমতে বস্তু ক্রোক করা যায় তাহাতে পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে সে লোকের স্থানে অস্থাবর বস্তু জিম্মা করিয়া রাখা যায় তাহারদিগকে এবিষয়ে সাবধান হইতে তাকীদ করিয়া দেয় যে ঐ বস্তু সামগ্রীর কিছু লোকসান হইতে না পায় ও যদি অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি ইস্তাহারনামার মিয়াদের মধ্যে হাজির হয় তবে মাজিস্ত্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ ব্যক্তি হাজির হইবামাত্র ক্রোক থাকা বস্তু ছাড়িয়া দিবার ও তালিকার ফর্দ্দমতে তাহা বুঝাইয়া দিবার হুকু

[illegible] দেন ও ঐ বস্তু ক্রোক রাখনেতে যত টাকা খরচ হইয়া থাকে তাহা ঐ ব্যক্তির দিতে হইবার হুকুম দেন ইতি।

ইস্তাহারীর [illegible] হাজির না হইলে কিম্বা পুনঃ২ হুকুমেতে ধরা না দিলে হাজির না হওয়া ব্যক্তির বস্তু জরীমানার টাকা উসুলের কারণ বিক্রয় হইবার কথা।

১০ প্রকরণ। যাহার নামে ইস্তাহার দেওয়া যায় সে যদি ইস্তাহারনামার মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে হুকুমনামা না মাননের প্রকার সকলেতে অপরাধীর প্রতিফলের জন্যে হওয়া জরীমানার টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম মতে ঐ বস্তু ব্যক্তরূপে বিক্রয় করা যাইতেক ও যদি হুকুমনামা হওন মতে ধরা না দেওন হেতুক অস্থাবর বস্তু ক্রোক হয় ও ইস্তাহারী ব্যক্তি [illegible] মাস গত হওনের পরে হাজির না হয় তবে ঐ অস্থাবর বস্তু এবং যে স্থাবর বস্তু এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে এমত এমত প্রকারেতে ক্রোক হইয়া থাকে তাহা সরকারের কর্ত্তৃত্ব তলে আসিবেক ইতি।

ফুন্দিয়া কি ধরা না দেওয়া ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে হওয়া ই[illegible]র জারী করণের মতের কথা।

১১ প্রকরণ। কোন ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতের হুকুম না মানিলে কি তাহাতে ধরা না দিলে তাহাকে হাজির করিবার কারণ যদি মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুকুম মতে পোলীসের দারোগার মারফতে ইস্তাহারনামা জারী হয় তবে তাহাতে দারোগার অবশ্যক যে ঐ ইস্তাহারনামা থানার আমলা লোক ছাড়া দুই তিন জন মাতবর লোকের সাক্ষাতে অতি প্রচার ও ব্যক্ত করিয়া পড়ে ও ঢোল

ফিরাইয়া প্রচার করে এবং ঐ ইস্তাহারনামা পোলীসের থানাতে ও যে ব্যক্তির নামে ঐ ইস্তাহারনামা হয় তাহার বাসকরণের বাটীর সদর দরোজাতে ও তাহার নিবাসের গ্রামের মধ্যে [illegible] সকল লোকের দৃষ্টিপাত হয় সেইস্থানে [illegible] কাইয়া দেয় ইতি।

অপরাধী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির না হইলে দারোগার যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।

১২ প্রকরণ। যদি কোন অপরাধি তাহার নামে হওয়া নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে ইস্তাহারনামার লিখিত মেয়াদ গতে হাজির না হয় তবে দারোগার আবশ্যক যে ইস্তাহারনামা জারী হওনের প্রকারের কথা তাহা জারী হওনের তারিখ ও সময় ও যে যে স্থানে জারী হইয়া থাকে তাহার নাম ও তাহা যেমত উচিত সেইমত জারী হইয়া থাকনের কথা সাবুদ হইবার উপযুক্ত সাক্ষি লোকের নাম সম্বলিত কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

যে জমীদার আদির নিকটে অপরাধীদিগের গ্রেপ্তার করিবার হুকুম যায় তাহারা দারোগা লোকের স্থানে সহায়তা চাহিলে তাহারদিগের সহায়তা করিতে হইবার কথা।

১৩ প্র। কোন জমিদারের কি ইজারদারের কি সরবরাহকারের কিম্বা অন্য ব্যক্তির নিকটে ইংরাজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের কি এক্ষণকার চলিত অন্য কোন আইনের লিখিত হুকুম মতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুর হইতে যে ব্যক্তির কি যেং ব্যক্তিরনামে অপরাধ করণের তহমৎ হওয়াতে ইস্তাহার হইয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে এক কেতা ওয়ারিণ্ট পাঠান গেলে যদি তাহারা ঐ ওয়ারিণ্ট জারী করিবার কারণ পোলী

পোলীসেরা আমলা লোকের স্থানে সহায়তা চাহে তবে ঐ আমলা লোকের আবশ্যক হইবেক যে ঐ ওআরিণ্টজারী হওনের নিমিত্তে তাহারদিগের হস্তে যে কিছু সাহায়তা ও মকদ্দমারি জাহইতে পারে তাহা করে এবং পোলীসের দারোগা প্রত্যেকের আবশ্যক যে ইংরাজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের ... ধারার ৬ প্রকরণের মতে জমীদার কি ইজারদার কি সরবরাহকারী কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানে হইতে যে কিম্বা যে যে ব্যক্তি ধরা পড়ে তাহাকে কি তাহারদিগের আপনি জিম্মা করিয়া লইয়া ঐ জমীদার কি অন্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের নাম ও তাহারদিগকে জিম্মা করিয়া লওনের তারিখ সম্বলিত এক রসীদ সর্ব্বদা দেয় ও আইনা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে হয় তাঁহার হুজুরে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগকে অতি সাবধানে ও নেগাবানীতে অবিলম্বে চালান করেন ও যে২ অপরাধে কিম্বা অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির নাম পোলীসের আমলার স্থানে সহায়তা চাহিবার দরখাস্ত লেখা যায় তাহারা যদি ধরা না পড়ে তবে সহায়তা চাহিবার দরখাস্ত গুজরিবার এবং যে মতে যে২ তদবীর হইয়া থাকে তাহার কৈফিয়ৎ মাজিষ্ট্রেটের গোচর হইবার নিমিত্তে এই আইনের ৮ ধারার নিরূপিত রোজনামার বহিতে লিখিত হইবেক ইতি।

দারোগারা অপরাধী দিগকে গ্রেপ্তার করণের কালে জখমী
কিম্বা বধ করিলে বেকসুর জানাইবার কথা।

১৪ প্রকরণ। যদি কখন পোলীসের কোন দারোগা কি অন্য আমলা যে কোন অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ইংরাজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের লিখিত মতে ইস্তাহারনামা দেওয়া গিয়া থাকে তাহাকে গ্রেপ্তার করণের আকিঞ্চন ও উদ্যোগ করণের

সময় সেই অপরাধীকে সে বরাবরী করা হেতুক কিম্বা পলাইয়া যাওনের সময় জখমী কিম্বা বধ করে তবে তাহাতে ঐ দারোগা কি অন্য আমলা সর্ব্ব প্রকারে বেএলাকা ও বেকসুর জানা যাইবেক এবং ঐমত পোলীসের কোন আমলা যেব্যক্তির নামে খুন কি ডাকাইতী কিম্বা লুট অথবা অন্য ভারি অপরাধের কর্ম্ম করণে তমহ্‌ৎ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ওয়ারিণ্ট অর্থাৎ দস্তক জারি করিতে এতাবতা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কি তাহা জারি করণের সহায়তা করিতে গিয়া তাহাকে কিম্বা কোন ডাকাইত কি খুনি ইত্যাদিকে ঐ অপরাধের কর্ম্ম করিবা মাত্র তাহার পিছে২ গিয়া কিম্বা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে তাহার সহিত বরাবরী করিতে ২ কি অপরাধের কর্ম্ম করিতে উদ্যত হওনের কালে তেজখমী কি বধ করিলেও, তাহাকে বেএলাকা ও বেকসুর জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

অপরাধী দিগের গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে যে ইনাম দিবার নিয়ম করা যায় তাহা যে মাজিস্ত্রেট সাহেবের অধিকারে অপরাধী গ্রেপ্তার হয় তাহার হজুর হইতে গ্রেপ্তার করণীয়া পাইতে পারিবার কথা।

১৫ প্রকরণ। জানা কর্ত্তব্য যে ইস্তাহারী অপরাধী লোককে গ্রেপ্তার করণের নিমিত্তে যে সকল ইনাম বকসিশ এক্ষণকার চলিত আইন হায়ের অনুসারে দেওয়া উচিত ও অপররাধী লোক ধরা পড়িলে তাহা দিবার করারে মাজিস্ত্রেট সাহেবের কিম্বা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের কিম্বা পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব লোকের দস্তখত ও মোহরে করারদাদ এতাবতা নিয়ম পত্র লেখা

পড়া হয় তাহা ইস্তাহারী অপরাধীকে যে জিলা কি শহরের অধিকারে ধরা পড়ে সেই জিলা কি শহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পোহুছাইয়া দিলে যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকে সে পোলীসের আমলা কি অন্য ব্যক্তি হয় তাহাকে ইংরাজী ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৫ধারার লিখিত হুকুম মতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা এই ধারাতে ৭ প্রকরণ ও বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে বাকীদার লোকদিগের মাল আমওয়াল ক্রোক হওনের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

এই প্রকরণের লিখিত ধারা সকলের লিখিত কোন কোন কথা শুধরা যাওনের কথা।

১ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে ইংরাজী ১৮১২ সালের ৩আইনের ৮ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও মালগুজারীর বাকি টাকা উসুল করণের কারণ মাল আময়াল ক্রোক করণীয়া দিগের সহায়তা করিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগা দিগকে ক্ষমতা দেওনের অর্থে ইংরাজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারাতে ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯।১০ ও ১১ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ও ১৯ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা যায় তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরণের যোগ্য হইল ইতি।

বাকীদারেরা বাকী পাওনীয়ার সঙ্গে বরাবরী করিলে কি করিবার অনুমান হইলে হুকুমনামা পাঠান যাইবার কথা।

২ প্রকরণ। জমিদার লোকের ও ইজারদার দিগের ও তাহার দিগের সরবরাহকার লোকের কিম্বা এক্ষণকার চলিতা আইন হায়ের মতে অন্য যে২ ব্যক্তিকে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ

বাকীদার দিগের মাল আমওয়াল ক্রোক করণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি ঐ ক্ষমতার কার্য্য এ তাবতা ক্রোক করণেতে কিম্বা ক্রোক করা বস্তু হেফাজাতে রাখনেতে বাকিদারেরা তাহারদিগের সহিত বরাবরী করে কিম্বা করিবেক এমত বোধ হয় তবে যে দারোগার থানার অধিকারের সরহদ্দে ইহা হয় তাহার নিকটে এক আরজী ক্রোক করণের কি ক্রোক করা মাল হেফাজাতে রাখনের সহায়তা করিবার অর্থে একথা লিখিয়া দেয় যে ক্রোক করণের সময় বরাবরী হইয়াছে কি তাহা হইবেক বোধ হইতেছে ও আরজী দেওনীয়া হলফ কি হলফনামানুসারে আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত সত্য জানাইলে দারোগার কর্ত্তব্য যে এক জন মজকুরী পেয়াদাকে এই আইনের শেষের লিখিত ২০ নম্বরের শরওয়া মতে লেখা হুকুমনামা আপন দস্তখত ও থানার মোহর যুক্তে দিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

যে পেয়াদাকে পাঠান যায় সে ক্রোক করণীয়ার ক্রিয়া ও আচরণ দেখিবার কথা।

৩ প্রকরণ। মজকুরী পেয়াদার আবশ্যক যে উপরের লিখিত হুকুমনামা বাকীদারকে দেখায় ও বাকীদারের তরফ হইতে বরাবরী কি হেঙ্গামা ও ফসাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে যে যে তদবীর ও উপায় করা আবশ্যক হয় যথাসাধ্য তাহা করে ও বাকীদার যাবৎ বাকী টাকা না দেয় তাবৎ এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে ক্রোক করণীয়াকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই ক্ষমতা মত কার্য্য করণেতে তাহার সহায়তা করে এবং মজকুরী পেয়াদার আবশ্যক যে ক্রোক করণীয়ার ভাব গতিক ও ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখে কেননা জজ সাহেব ও মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে তাহ

জোবানবন্দীর আবশ্যক হইলে তাহা করাইয়া দিতে পারে ইতি।

যে পেয়াদাকে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে বরাবরী হইলে
থানার দারোগা কি মুহরির কি জমাদ্দার তাহার মদদ
করিতে যাইবার কথা।

থানাহায়ের কেবল দারোগা কি মুহুরির কি জমাদ্দারের
বাটীর ভিতর তল্লাশ করিতে হইবার কথা।

৪ প্রকরণ। যদি উপরের লিখিত হুকুম মতে পাঠান কোন পেয়াদা থানার দারোগার নিকটে এমত জোবানবন্দী লেখাইয়া দেয় যে কর্ম্মের নির্ব্বাহ করণেতে বরাবরী উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা ক্রোক করণীয়ার দরখাস্ত হলফের অনুসারে যে দারোগার নিকটে দাখিল হইয়া থাকে সেই দারোগা ইহা জানিতে পায় যে দাঙ্গা ফসাদ হইবার মত বরাবরী হইয়াছে কিম্বা হইবেক তবে দারোগার কর্ত্তব্য যে সহায়তা করিবার ও হেঙ্গামা ফসাদ হওনের নিবারণ করণের নিমিত্তে আপনি সরেজমীনে যায় অথবা থানার মুহরির কি জমাদ্দারকে পাঠাইয়া দেয় এবং দারোগার আবশ্যক যে যদি কোন ক্রোক করণীয়া এক্ষণকার চলিত আইন হায়ের মতে পাওয়া ক্ষমতা ক্রমে বাকীদারের ক্রোক করণের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী যে বাটীতে ছাপান থাকে তাহার সদর দরোজা কি ভিতরকার দারোজা খানাতল্লাশীর নিমিত্তে ভাঙ্গিতে কি জোর করিয়া খুলিতে চাহে তবে তাহার সহায়তা করিতে আপনি সরে জমীনে যায় অথবা থানার মুহরির কি জমাদ্দারকে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

মজকুরের লিখিত প্রকার ব্যতিরেকে থানার বরকন্দাজ
লোক ক্রোক করণীয়া দিগের সহায়তা করিতে নিযুক্ত

না হইবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের থানা সকলের বরকন্দাজ লোক মাল গুজারীর টাকা উসুলের নিমিত্তে ক্রোক করণীয়া দিগের সহায়তা করিবার জন্যে নিযুক্ত হইবেক না কিন্তু যদি উপরের লিখিত হুকুম মর্তে থানার দারোগা কি মুহুরি কি জমাদ্দার সরেজমীনে যায় তবে তাহারদিগের তাবে থাকিয়া সহায়তা করিবেক ইতি।

জমীদার ও নীলের চাস করণীয়া কি অন্য লোকদিগকে কোন প্রজা কি অন্য ব্যক্তিকে পায়ে হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ রাখিতে বারণ হওনের বিবরণ।

৬ প্রকরণ। জমীদার ও ইজারদার ও মুরবরাহকার লোককে ও নীলের চাস করণীয়া লোককে ও অন্য২ ব্যক্তির দিগকে নিষেধ করা যাইতেছে যে তাহারদিগের নিকটে কোন বাবুতে দেনাদার থাকা কোন প্রজা কি অন্য কোন ব্যক্তিকে পায়ে হাড়ি কি আর কিছু দিয়া কয়েদ না রাখে ও পোলীসের দারোগা দিগের আবশ্যক যে যদি তাহারদিগের কোন প্রকারে এই হুকুমের অন্যথাচরণ করণের সম্বাদ পায় তবে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে ঐ সাহেবের হুজুর হইতে মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে ও একণকার চলিতাইন হারের মতে উপযুক্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করে ইতি।

যে পেয়াদা সরকারে মাহিয়ানা না পায় ও ক্রোক করণীয়ার মদদ করিতে মোকরর হয় তাহার তলবানা নিরূপণ হওনের কথা।

৭ প্রকরণ। যে পেয়াদা সরকার হইতে মাহিয়ানা না পায় এতাবতা কোন মজকুরী পেয়াদা যদি এই আইনের লিখন মতে

পোলীসের কোন দারোগার হুকুমে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায় তাহার স্থান হইতে প্রতি দিন ৴ আনা হিসাবে তলবানা-অর্থাৎ রোজ দেওয়া যাইবেক ও পোলীসের কোন দারোগা মজকুরী পেয়াদার মারফতে কোন হুকুমনামা ঐ পেয়াদা যে ব্যক্তির কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেক তাহার স্থানে পেশগী অর্থাৎ আগামী উপরের লিখিত হিসাবে তলবানার যত টাকা আন্দাজী মোট হয় তাহা না লইয়া পাঠাইতে পারিবেক না ও পোলীসের দারোগা লোক এবিষয়ে পূরা খবরদারী করিবেক যে কোন মজকুরী পেয়াদা সে যে ব্যক্তির কর্ম্মের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার স্থানে চক্রান্তে কি স্পষ্টক্রমে উপরের নিরূপিত তলবানা সেওয়ায় ও আর কিছু তলবানা কি ইনাম না লয় ও চাহে এবং যদি তাহারা ঐ পেয়াদার, কোন প্রকারে এই হুকুমের অন্যমত করণের সম্বাদ পায় তবে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে তাহার রিপোর্ট করিবেক ইতি।

২৮ ধারা। এই ধারাতে ৫ প্রকরণ ও আবকারীর মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

দারোগা লোক শরাবাদি কি অন্যং মাদক দ্রব্য বিক্রয় কি প্রস্তুত করণীয়ারা সরকারের বাকী পড়িলে তাহার দিগের মাল আমওয়াল ক্রোক করণেতে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকের সহায়তা করিবার কথা।

১ প্রকরণ। যদি তাড়ি ও পচুই ইত্যাদি পেয় মাদক দ্রব্য কিম্বা আফীম ইত্যাদি অন্যং মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণীয়া কোন ব্যক্তি সরকারের বাকীদার হয় ও কালেক্টর সাহেবের তাবে যে কোন কার্য্যকারক বাকী উসুল করিবার নিমিত্তে মাল

আমওয়াল ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখে তাহার সহিত কালেক টর সাহেবের হুকুমনামা জারী করণের সময় বরাবরী করে তবে ইহা পোলীসের দারোগার নিকটে হলফের দ্বারা প্রমাণ হইলে পোলীসের দারোগার তরফ হইতে ক্রোকীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ঐ কার্য্যকারকের সহায়তা হইবেক ও ভূমির মালগুজারীর বাকীদার লোকের বাটীর ভিতর যাওনের ও মাল আময়াল তল্লাশ করণের ও তাহা ক্রোক করণের বিষয়ে এই আইনেতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া হুকুম সকলের যাহা এপ্রকারে খাটিতে পারে তাহা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

দারোগা লোক মতনের লিখিত বিষয়েতে আবকারীর কার্য্যকারক দিগের সহায়তা করিবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগাদিগের আবশ্যক যে অসঙ্গত রূপে বানান ভাটী কি শরাব সকল ব্যক্ত হইবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও দস্তখত খানা তল্লাশীর বাবত যে সকল পরওয়ানা হয় তাহা জারী করণের বিষয়ে ইংরাজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের ২৪ ধারাতে আবকারী মহলের কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করে ইতি।

যে২ প্রকারেতে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারক দিগের কি পোলীসের আমলা লোকের বিশিষ্ট লোকের অন্দরের মধ্যে যাইতে ক্ষমতা থাকিবেক না তাহার কথা।

৩ প্রকরণ। উপরের প্রকরণের উক্ত আইনানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে খানা তল্লাশীর কেবল দিবসে এতাবতা সূর্য্য উদয় ও অস্ত হওনের মধ্যে যে ঘর বাটী তল্লাশী করিতে হয় তাহা

যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের দুই তিন জন মাতবর লোকের সা ক্ষাত্তে করা যাইবেক এই প্রকরণের অনুসারে অন্য হুকুম-নির্দ্দি ষ্ট হইল যে কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারক লোকেরা কি পো লীসের আমলা লোক ঐ সকল পরওয়ানার লিখিত হুকুম জারী করিবার নিমিত্তে বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কাহারু অন্দরে র মধ্যে কিম্বা যাহারা ঐ সকল লোকের ন্যায় হয় ও তাহারদি গের স্ত্রীলোকেরা প্রায় আবশ্যক ব্যতিরেকে বাহির হয় না তাহার দিগের অন্দরের ভিতরে যাইতে পারিবেক না ইতি।

শরাব আদি বিক্রয় করণীয়ারা যেং হুকুম মত কার্য্য করিবেক তাহার কথা।

৪ প্রকরণ। যাহারা শরাব কি অন্যং মাদক দ্রব্য বিক্রয় করি বার পাট্টা পাইয়া থাকে পাট্টার লিখিত নিয়ম সকলের মতে তা হারদিগের আবশ্যক যে ডাকাইত কি চোর কিম্বা অন্য দুষ্টলোক দিগের আপনারদিগের নিকটে থাকিতে না দেয় এবং শরাব ই ত্যাদি মাদক দ্রব্যের বদলে পোশাকী কাপড় কি অন্য কোন দ্রব্য না লয় ও আপনার দিগের দোকান সূর্য্য উদয় হওনের পূর্ব্বে না খোলে ও অস্ত হওনের পরে খোলা না রাখে ও রাত্রিতে কোন জনকে আপনারদিগের দোকানে থাকিতে না দেয় বরংসর্ব্ব প্রকারে তাহারদিগের আবশ্যক যে যদি মন্দ প্রকরণের কোন লোক তাহারদিগের দোকানে যাতায়াত করিতে থাকে তবে তৎ ক্ষণাৎ তাহার সমাচার মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে কি অতি নিক টে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নিকটে দেয় ইতি।

শরাবাদি বিক্রয় করণীয়া কোন ব্যক্তি ঐ সকল নিয় মের অন্যমত করিলে দারোগা তাহার প্রতি যাহা করি

রেক তাহার কথা।

৫প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে যদি শরাব কি অন্য মাদক দ্রব্য বিক্রয় করণীয়া কোন ব্যক্তি উপরের প্রস্তাবিত নিয়ম সকলের অন্যমত করে তবে তাহার সমাচার মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে দিতে থাকে এবং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি কোন পাটাদারি শরাবাদি বিক্রয় করণীয়া ব্যক্তি তাহারদিগের তজবীজ করিতে পারিবার মত কোন অপরাধের কর্ম্ম করে তবে চলিত যে সকল হুকুম সেই অপরাধের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুমমতে তাহার প্রতি আচরণ করে ইতি।

২৯ ধারা। এই ধারাতে ১২ প্রকরণ ও যে সকল লোকেরা সরকারের তরফ হইতে তেজারতের কর্ম্ম করিতে কি নিমক পোখতানী কিম্বা আফীম তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের নামে ফৌজদারী আদালত হইতে হওয়া হুকুমনামা সকল জারী হওনের বাবৎ হুকুম সকল এবং পোলীসের দারোগা লোক ঐ সকল পক্ষে যাহা২ করিবেক তাহা লেখা যাইতেছে।

তেজারতের কুঠীর সাহেবের তাবে লোকের উপর জামিনীর যোগ্য অপরাধ করণের অপবাদ হইলে তাহারদিগের জামিন দিবার কথা।

১প্রকরণ। জামিনী মঞ্জুর করণের উপযুক্ত যে সকল মোকদ্দমাতে সরকারের সরঞ্জামি দ্রব্যজাৎ তৈয়ার করিতে এতাবতা সরকারের তেজারতের কি নিমকের কি আফিমের কার্য্যেতে নিযুক্ত থাকা কোন তাঁতি কি কারীগর কি মলঙ্গী অথবা কার্য্যকারক কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে এই আইনের লিখিত হুকুম মতে তলব করণ কি গ্রেপ্তা

র করণের আবশ্যক হয় তাহাতে পোলীসের দারোগা লোকের আ বশ্যক যে এক সমন কি ওয়ারিণ্ট লিখিয়া লেফাফা করিয়া তাহার উপরে রেসিডেণ্ট সাহেব এতাবতা তেজারতের কুঠীর মোক্তার কার সাহেবর কিম্বা এজেণ্ট সাহেব এতাবতা আফীমের কুঠীর কি নিমকের মোক্তারকার সাহেবের নামে অথবা আড়ঙ্গ কি কুঠী কিম্বা চৌকীতে নিযুক্ত থাকা এদেশী অন্য কোন প্রধান কার্য্যকা রকের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে থানার মোহর পাঠাইয়া দেয় ও ঐ সাহেবদিগের কি প্রধান কার্য্যকারকের আবশ্যক যে ও তলব হওয়া ব্যক্তির হাজির হইবার নিমিত্তে উপযুক্ত জামিনী দেন কি জেলাইয়া দেন ও ঐ হুকুমনামার পিঠে তাহা তলব হওয়া ব্য ক্তির উপর জারী হওনের প্রকার ও যে জামিনী দেওয়া যায় তা হার কথা লিখেন কি তলব হওয়া ঐ ব্যক্তিকে হুকুমনামা থানার যে বরকন্দাজ লইয়া গিয়া থাকে তাহার সঙ্গে থানার দারোগার নিকটে পাঠাইয়া দেন ইতি।

এমত২ মোকদ্দমাতে আসামীর হাজির হওনের মতের কথা।

২ প্রকরণ। যে কোন ব্যক্তি সরকারের তেজারতের জিনীস কি নিমক কিম্বা আফীম তৈয়ার করিবার করারদাদ করিয়া তাহা ক রিতে নিবিষ্ট থাকে যদি তাহার নামে জামিন লওয়া যাইবার মত কোন অপরাধের কর্ম্ম করণের নালিশ দরপেশ হয় ও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুম মতে ঐ ব্যক্তিকে তেজারতে জিনিস কি নিমক কিম্বা আফীম তৈয়ার করণেতে নিবিষ্ট থাকনের কালেতে ই তলব করিতে হয় তবে অনাবশ্যক উপরের লিখিত ঐ২ কার্য্যে র কিছু আটক ও বাধা না হইবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগা

লোকের আবশ্যক যে আসামীকে ঐ২ দ্রব্য প্রস্তুতকরিতে নিবিষ্ট না থাকনের মধ্যে কিম্বা তাহার পরে স্বয়ং কিম্বা তাহার উকীল কে তলব করে ও যদি ঐ দারোগা লোক এই ক্ষমতামত কার্য্য করিতে না পারে তবে তাহারদিগের আবশ্যক যে এবিষয় তাহার হেতু সহিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে এত্তেলা করে ও ঐ সাহেবের হজুর হইতে যে হুকুম হয় সেইমত কার্য্য করে ইতি।

সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকা লোকদিগের নামে সফীনা জারী করিবার হুকুমের ও তাহারদিগের স্থানে এই আইনের শেষের লিখিত ১৩ নম্বরের শরওয়া মতে মুচলকা লইবার কথা।

৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে যদি তাঁহারদিগের ক্রিমলঙ্গী লোকের কিম্বা সরকারের কার্য্যকারক দিগের নামে অথবা অন্য যে সকল লোক সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত কি নিমক কিম্বা আফীম তৈয়ার করিবার করারদাদ করিয়া থাকে কি তেজারতের কুঠীর মোক্তারকার সাহেবের কিম্বা নিমক কি আফীমের এজেণ্ট অর্থাৎ মোক্তারকার সাহেবের তাবেতে থাকে তাহারদিগের নামে সাক্ষী দিবার নিমিত্তে হাজির হইবার কারণ কোন সফীনা হয় তবে সে সফীনা এই ধারার উপরের লিখিত প্রকরণ হায়ের লিখিত মতে জারী হইবেক কিন্তু তেজারতের কুঠীর মোক্তারকার সাহেবের নিমক কিম্বা আড়ঙ্গ কি কুঠীতে কি চৌকীতে নিযুক্ত থাকা এদেশীয় অন্য প্রধান কার্য্যকারকের আবশ্যক যে তলব হওয়া ব্যক্তির স্থানে জামিনী তলব করণের কি তাহাকে থানাতে পাঠাইবার নিমিত্তে তলব করণে বদলে এই আইনের শেষের লি

খিত ১৩ নম্বরের পরওয়া মতে কেবল এক মুচলকা লেখাইয়া তাহা পোলীসের যে আমলা সফীনা লইয়া গিয়া থাকে তাহাকে দেন ইতি।

সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকা লোকেরা জামিন না লওনের যোগ্য অপরাধ করিলে তাহারদিগের নামে দস্তক জারী করিবার কথা।

৪ প্রকরণ। যদি কোন মলঙ্গী কি তাঁতি কি কারিগরের কিম্বা কার্য্যকারকের নামে কিম্বা অন্য যে লোক সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত তৈয়ার করিবার করারদাদ করিয়া থাকে কিম্বা তেজারতের কোন কুঠীর মোক্তারকার সাহেবের অথবা নিমকের কি আফীমের মোক্তারকার সাহেবের তাকেতে কর্ম্ম করিতে থাকে তাহার নামে যে অপরাধের অপরাধির জামিন লওয়া হয় না এমত অপরাধের কর্ম্মকরণের নালিশ দরপেশ হয় ও থানার দারগার বিবেচনায় এই আইনের লিখিত হুকুমমতে অপরাধ গ্রস্ত ব্যক্তিকে নিতান্তই গ্রেপ্তার করিতে হয় তবে ঐ দারেগার আবশ্যক যে আসামী সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত ওগায়রহ তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকা লোকের মধ্যে কেহ নাহইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে যেমত ওয়ারিণ্ট জারি করিয়া থাকে সেই মতে অপরাধিকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ ওয়ারিণ্ট জারী করে কিন্তু পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে এমত২ প্রকারেতে অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করণের ক্ষণে এবিষয়ের সমাচার তেজারতের কুঠির মোক্তারকার সাহেব কি নিমক পোক্তানীর কিম্বা আফীমের মোক্তারকার সাহেব কি আড়ঙ্গাক কুঠীতে কিম্বা চৌদিতে

নিযুক্ত থাকা অন্য প্রধান কার্য্যকারক ইহার মধ্যে যিনি তাহার অতি নিকটে থাকেন তাহাকে দেয় ইতি।

বিজোড়া নিমক ধরিবার নিমিত্তে পোলীসের দারোগা গাঁ লোকের নিমক পোক্তানীর ইত্যাদির মোক্তারকার সাহেব লোকের সহকারিতা করিবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের আমলা লোকের কর্ত্তব্য যে ইংরাজী ১৮২১ সালের ১০ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমের অনুসারে নিমক পোক্তানীর মোক্তারকার সাহেব কিম্বা কোন নিমক চৌকির এতআমদার অথবা নিমকের মতালিক সেরেস্তার কার্য্যকারক লোক কিম্বা তেজারতের কুঠী হারের মোক্তারকার সাহেব লোক অথবা এজেন্ট সাহেব লোক কি মালগুজারীর কিম্বা মাসুলাতের কালেকটর সাহেব লোক থাইবার কারণ যে লবণ কিম্বা যে সকল বিজোড়া তৈয়ার কি বিক্রয় কিম্বা চালান অথবা দাখিল হয় তাহা এবং অন্যং দ্রব্য মিশাল করা খাদ্য লবণ গ্রেপ্তার করিবার এবং ঐ সকল লবণ বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া চতুষ্পদ জন্তু কি বস্তু ক্রোক করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের নিকটে সহায়তা চাহিলে তাহাতে তাহারদিগের সহকারিতা করে ইতি।

দারোগা লোক বিজোড়া নিমক কি মিশাল করা নিমক দাখিল হওনের কি বিনা অনুমতিতে নিমক তৈয়ার হওনের সম্বাদ দিবার কথা।

৬ প্রকরণ। যদি পোলীসের কোন আমলা সরকারের হুকুমের অধিকৃত দেশ সকলের মধ্যে তৈয়ার না হওয়া বিজোড়া নিমক ঐ সকল দেশের মধ্যে দাখিল হওনের খবর কি বিনা রওনা কি ছাড়চিঠীতে

ক্ষোন নিমক চালান হওনের খবর কিম্বা মলঙ্গী লোকের তরফ হই
তে কিম্বা লোকদিগের আপন২ তরফ হইতে খালাড়ী সকলেতে
যোকরর করা অন্য২ ব্যক্তিরদিগ হইতে কোন নিমক তৈয়ার হও
নের খবর কিম্বা খাদ্য লবণেতে খারীনুন কি নূতন সাজীমাটী
কি ছাই আদি অন্য দ্রব্য মিশাল করণের সম্বাদ পায় তবে তাহা
রু আবশ্যক যে নিমকের যে কার্য্যকারক অতি নিকটে থাকে ও বি
ক্রোত্তা নিমক কি মিশাল করানিমক ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখে
তাহার নিকটে এসকল বিষয়ের সমাচার তৎক্ষণাৎ দেয় এবং সে
যে মাজিষ্টর সাহেবের তাবে হজুরে এবিষয়ের এত্তেলা দেয় ইতি।

দারোগা লোক আপনা হইতে নিমক ধরিতে না পারি.

ধার কথা।

৭ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে উপ
রের উক্ত বিষয় সকলের খবর নিমক পোক্তানীর যে কার্য্যকারক
অতি নিকটে থাকেন তাহাকেও অপনারা যেযে মাজিষ্টর সাহে
বের তাবে হয় সেই২ মাজিষ্টর সাহেবকে দেয় এবং ঐ
দারোগা লোকের হুকুমমতে কি নিমক পোক্তানীর কার্য্য
কারকের তরফ হইতে সহায়তা করিবার দরখাস্ত গুজরিলে
কর্ত্তব্য যে ঐ কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করে ও তাহার
দিগকে এমত অনুমতি নাহি যে অপনা হইতে প্যাকি...
কিন্তু যদি এবিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের
জুর কৌন্সেল হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম হয় তবে সাহেবে
ক ও এমত এমত প্রকারেতে ঐ কর্ম্মকরিবার নিমিত্তে ঐ দারোগা
লোকের উপর কার্য্যাপদেশে কারণ ঐ শ্রীযুতের হজুর হইতে আ
লাহিদা হুকুম হইবেক ইতি।

পোলীসের কোন দারোগাকে মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম পাওন কি নিমকের কার্য্যকারকের তরফ হই তে দরখাস্ত দাখিল হওন বিনা কোন নিমক ক্রোক করিলে যে শাস্তি পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

৮ প্রকরণ। যে সকল প্রকারেতে এমত জানা যায় যে পোলীসের কোন আমলা মাজিষ্টর সাহেবের হুজুর হইতে খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম পাওন বিনা কিম্বা যে কার্য্যকারক নিমক ক্রোক করিতে কি তাহার দরখাস্ত করিতে পারে তাঁহার দরখাস্ত করণ বিনা কোন নিমক গ্রেপ্তার কি ক্রোক করিয়াছে তবে আপন কার্য হইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবেক ও নিমকের মালিক দিগের তরফ হইতে যে জিলার অধিকারে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে এবিষয়ের নালিশ দরপেশ হইয়া সাবুদ হইলে মালিক কি মালীকদিগের যত টাকা খরচ পত্র ও লোকসান হইয়া থাকে সেসমস্ত টাকার নিশা করিবার হুকুম ঐ আমলার উপর হইবেক ইতি।

পোলীসের দারোগা লোকের সরকারের বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস হওনের নিরাকরণ করণে অতি মনোযোগ রাখিবার কথা।

৯ প্রকরণ। পোলীসের সমস্ত দারোগাকে অতি তাগীদ করা যাইতেছে যে যদি সরকারের বিনা অনুমতিতে আফীম প্রস্তুত কি বিক্রয় কি দাখিল কি চালান হওনের কি কেহ রাখনের খবর পায় তবে ইংরাজী ১৮১৬ সালের ১৩ আইনের লিখিত যে সকল হুকুমের বয়ান নীচের প্রকরণ সকলেতে করা যাইতেছে সেই সকল হুকুম মতে তাহা না হইতে পাইবার বিষয়ে অতি মনোযোগ ও চেষ্টা করে ইতি

পোলীসের দারোগা লোক সরকারের বিনা অনুমতি-
তে পোস্তের চাস হওনের খবর পাইলে তৎক্ষণাৎ
তাহা ক্রোক করিয়া তাহার সমাচার মাজিস্ত্রেট সাহে-
বকে দিবার কথা।

১০ প্রকরণ। যদি পোলীসের কোন দারোগা এমত সমাচার পায় যে তাহার থানার অধিকারের সরহদ্দের সরকারের বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস হইতেছে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ আপনি সরেজমীনে যাইয়া ইহার তহকীক করেও যদি ইহা সত্য হয় তবে পোস্তের ক্ষেত্র ক্রোক করিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবকে এবিষয়ের এত্তেলা দেয় ইতি।

বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস করণীয়া দিগের স্থানে
মালগুজারীর কার্য্যের ভারাক্রান্ত সাহেব লোকের হ-
জুরে হাজির হইবার কারণ জামিন লইবার কারণ জা-
মিন লইবার কথা।

১১প্রকরণ। ঐ পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে সরকারের বিনা অনুমতিতে যে চাসী পোস্তের চাস করে তাহার স্থানে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহলের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহার হজুরে হাজির হইবার নিমিত্তে জামিনী লয় ও যদি ঐ চাসী তলব মত জামিনী দাখিল না করে তবে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া যে সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য দ্বারা যত জমীতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহা সাবুদ হইতে পারে সে সাক্ষীলোক সমেত মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

দারোগা লোক বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাস হও

জেতে তাচ্ছল্য করিলে যে প্রতিফল পাইবেক তাহার কথা॥

১২ প্রকরণ। জানান জাইতেছে যে যদি পোলীসের কোন দা রোগা জানিয়া শুনিয়া আপনার থানার অধিকারের মধ্যে সরকারের বিনা অনুমতিতে কোনব্যক্তিকে পোস্তের চাস করিতে দেয় কি সরকারের বিনা অনুমতিতে পোস্তের চাসহইতে দেখিয়া শুনিয়া তাচ্ছল্য করে তবে তাহা হইতে হওয়া গাফিলী ও কসুরের নিমিত্তে আপনকর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ও তাহা সেওয়ায় জানিয়া শুনিয়া তাহার তাচ্ছল্য করাতে যত ভূমিতে পোস্তের চাস হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টে ইংরাজী১৮১৬ সালের ১৩ আইনের ৩১ ধারার নিরূপিত জরিমানার টাকা তাহার দিতে হইবেক ও জরীমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মেয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৩০ ধারা। এই ধারাতে ছয় প্রকরণ ও কেল্লাজাত অর্থাৎ গড় হায়ের ও হেতিয়ার বন্দ লোকের ও লড়াইয়ের সরঞ্জামের ও সেপাহী ও লস্করী লোকের সাজ ও পোশাকের ও চাপরাস হায়ের ও সরেরাস্তার ও পাগললোক দিগের বাবৎ ভিন্ন২ হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

পোলীসের দারোগা লোকের বাহাং হওয়াতে হেঙ্গামা ফসাদ হইতে পারে তাহা হওনের সমাচার মাজিস্ত্রেট সাহেবকে দিতে হইবার কথা॥

১প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের থানার অধিকারের মধ্যে কোন ব্যক্তি অনেক হেতিয়ার

বুন্দা লোক চাকর রাখে কিম্বা কিল্লা কি গড়ের বুনিয়াদ পত্তন করে কি তাহা মেরামত করে অথবা সেপাহী কি হেতিয়ার কিম্বা বারুদ কি লড়াইয়ের আরং সরঞ্জাম জমা করে তবে এ সকল বিষয়ের এত্তেলা মাজিস্ত্রেট সাহেবকে দের ইতি।

যাহারা সরকারের সেপাহী লোকের সাজ ও পোশাক পরে পোলীসের দারোগা লোকের তাহার দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

২প্রকরণ। ইংরাজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারানুসারে পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে সরকারের চাকর সেপাহী লোক সেওয়ায় কি যে সকল লোক উপরের হুকুম কিম্বা খাস অর্থাৎ বিশেষ হুকুম মতে হজুর হইতে অনুমতি পাইয়া থাকে সে সকল লোক সেওয়ায় অন্য যাহারদিগকে অনুমতি নাহি তাহারা যদি সরকারী সেপাহী ও লস্করী লোকের সাজ ও পোশাক ও তাহারদিগের নিসানা পরে কি ধরে যাহাতে লোক সকলের তাহারদিগকে সরকারী সেপাহী ওলস্করী লোক হইতে ভিন্ন বোধ করিতে না পারে তবে সে সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

সরকারের কার্য্যে নিবিষ্ট না থাকনের সময় যাহারা সরকারের লস্করী লোকের পোশাক পরিতে না পারিবেক তাহারদিগের কথা।

৩ প্রকরণ। যেহেতুক ইংরাজী ১৮০৬ সালের ১১ আইনের ৯ ধারার ৫প্রকরণানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সুবেদার ও জমাদ্দার ও সারজ্জ লোক সেওয়ায় সরকারেরসমস্ত হুদ্দাদার

ও সেপাহী লোককে নিষেদ আছে যে কি দেশে কি বিদেশে সরকারের কর্ম্মে নিবিষ্ট না থাকনের সময় কখন লস্করী লোকদিগের পোশাক ও নিশানা না পহর ও না ধরে অতএব পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে যাহার উপরের হুকুমের অন্যমত করে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

যাহারা ফৌজের সাহেব লোকের কি মালি কি মুলকী কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেবদিগের চাকর না হইয়া চাপরাস বান্ধে তাহারা গ্রেপ্তার হইবার কথা।

৪ প্রকরণ। এবং পোলীসের দারোগা লোকের ক্ষমতা ও তাহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে যদি ইংরাজী ১৮০৩ সালের ১১ আইনের ৯ধারার লিখিত হুকুমের অন্যমতে সরকারের হুকুমমতে ফৌজের সাহেব লোকের কি মালী কি মুলকী অর্থাৎ রাজকীয় শাসনীয় কার্য্যকারক সাহেব লোকের কোন সাহেবের নিকটে নিযুক্ত থাকা পেয়াদা কি বরকন্দাজ কি পাইক লোকেরা সেওয়ায় অন্যং লোক চাপরাস বান্ধে তবে তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয়।

সরে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার খবর মাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিবার কথা।

৫ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে এবিষয়েতে তাঁহারা খবরদারী করে যেকোন ব্যক্তি সরেরাস্তা আপন জমীনের শামিল করিয়া কি তাহার উপরে এমারতের বুনিয়াদ পত্তন করিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে ছোট ও খাটো করিতে না পারে ও কিছু বাধা না জন্মায় ও যদি কেহ ইহার অন্যমত করে

তবে এবিষয়ের সমাচার মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে তাহার হজুর হইতে হুকুম হইবার কারণ পাঠান যাইবেক এবং তাহার বৃত্তান্ত থানার রোজনামার বহিতে লেখা যাইবেক ইতি।

পোলীসের দারোগা লোক যে সকল পাগলের পাগ- লামীতে হানিহওনের সম্ভাবনা হয় তাহারদিগের আ- ত্মীয় স্বজনে হানি না হওনের তদবীর করিবার এক- রারনামা লিখিয়া না দিলে এমত২ পাগলকে গ্রেপ্তার করিয়া সদর মোকামে পাঠাইবার কথা।

৬প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে যদি তা হারদিগের থানার অধিকারের মধ্যে ক্ষেপা পাগল লোকদিগ কে পায় ও এমত অনুমান হয় যে তাহারদিগকে কয়েদ নাকরিয়া ছাড়িয়া দিলে হানি হইবেক তবে তাহারদিগকে ধরিয়া সদর মো কামে পাঠাইয়া দেয় কিন্তুযদি সেই পাগলের আত্মীয় স্বজনলোক কোন হানি ও ক্ষতি হওনের নিবারণের যে তদবীর ও উপায় বিহি ত হয় তাহা করিবার একরারনামা লিখিয়া দেয় তবে দারোগার আবশ্যক যে এমত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করিয়া অবিলম্বে এবিব য়ের রিপোর্ট মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে করিয়া ঐ সাহেবের হু কুমের প্রতিক্ষায় থাকে ইতি।

৩১ধরা। এই ধারামতে ৪ প্রকরণ ও দায়েরসায়েরী আদালতে র সাহেব লোকের ওবিলাতীয় লোক দিগের মতালেক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

দারোগা লোক দায়ের সায়েরী আদালতের সাহেব লোক দওরাতে যাওনের সময় তাহার দিগের হুকুম মত কার্য্য করণেতে হাজির থাকিবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে দায়ের সায়েরা আদালত হায়ের সাহেব লোক দওরার সময় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওনকালে ঐ সাহেব লোকের হুকুম মতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকে ইতি।

পোলীসের দারোগা লোকি বিলাতীয় যে কোন সাহেব আতনের লিখিত সাহেব লোকের মধ্যে না হয়েন তিনি তাহারদিগের থানার অধিকারে গিয়া বাস করিতে চাহিলে তাহার সম্বাদ মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরে দিবার কথা।

২ প্রকরণ বিলাতের যে সাহেব সরকারের মালী ও মুলকী অর্থাৎ রাজকীয় ও শাসনীয় ব্যাপারে কার্য্যকারক কিম্বা সরকারের অথবা ইংলণ্ড স্থানের বাদশাহের ফৌজির সাহেবলোকের মধ্যে না হয়েন তিনি যদি পোলীসের দারোগা লোকেরথানার এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে অবস্থিতি করিতে যায়েন তবে ঐ দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ এবিষয়ের সমাচার মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে দেয় ইতি।

দারোগারা উপরের উক্ত সাহেব লোককে নকসা দেখাইবার কথা।

৩প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে ইংরাজী সাল তামাম হওনের কিছু পূর্ব্বে উপরের উক্ত বিলাতীয় সমস্ত সাহেব লোককে এই আইনের শেষের লিখিত ২১ নম্বরের শরওয়া মতে পারসী ও ইংরাজী ভাষাতে লেখা নকসা দেখায় ওসেই নকসার মত আলাহিদা নকসা প্রয়োজন হওয়া এত্তেলার কথা সম্বলিত লেখাইয়া মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরেপাঠাইয়া দেয় ইতি।

উপরের লিখিত কৈফিয়ৎ মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকটে
পাঠাইবার সময়ের কথা।

৪ প্রকরণ পোলীসের দারোগা লোকের কর্ত্তব্য যে প্রতি বৎসর ৫ জানুআরির পূর্ব্বে উপরের উক্ত কৈফিয়ৎ মাজিস্ত্রেট সাহেবের হুজুরেপাঠাইতে থাকে ইতি।

৩২ ধারা। এই ধারাতে ২ প্রকরণ ও খাজানা চালান হওনের সময়ে যে সকল হুকুম মত কার্য্য করা যাইবেক তাহা লেখা যাইতেছে

দারোগা লোকের সরকারী খাজানার নেঘাবানীর মদদ
করিতে হইবার কথা।

১প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে মালগুজারীর কালেকটর সাহেব লোক কি তাহারদিগের তাবে কার্য্যকারক লোকেরা খাজানা হেফাজাতে অর্থাৎ সাবধানে রাখিবার কি চালান করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে সহায়তা চাহিলে কি তাহার দরখাস্ত করিলে তাহা করে ও রাত্রিতে খাজানা অতি হেফাজাতে রাখিবার নিমিত্তে থানার ঘরের মধ্যে সাবধানে রাখে ইতি।

দারোগা লোক মহাজন ও পোদ্দার লোকের খাজনার
নেঘাবানীর মদদ করিবার কথা।

২ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের ইহাও আবশ্যক যে যদি মহাজন লোক কি পোদ্দার লোক আপনারদিগের খাজনা এভাবতা টাকার হেফাজাতের নিমিত্তে তাহারদিগের স্থানে সহায়তার দরখাস্ত করে তবে সাধ্যমতে সহায়তা করে।

৩৩ ধারা। এই ধারাতে ৩প্রকরণ ও জমীদার ও সরবরাহকার লোকের মতালক হুকুম সকল লেখা যাইতেছে।

দারোগা লোক জমীদার লোককে তাহারদিগের অপরাধের কর্ম্ম হওনের সমাচার দিতে ও অপরাধী দিগকে গ্রেপ্তার ও হেঙ্গামা ফসাদের নিবারণ করিতে হইবার কথা জানাইয়া দিবার কথা।

১ প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোকের আবশ্যক যে তাহারা যে সময় সরেজমীনে তহকীকাৎ করিবার কারণ মফঃসলে যায় এবং অন্য যে যে সময় হইতে পারে তখন জমীদার ও তালুকদার লোককে ও খেরাজী কিনাখেরাজী ও সরবরাহকার দিগের অর্থাৎ সকর কি নিষ্কর ভূমি সকলের মালিক অর্থাৎ অধিকারি লোককে ও সমস্ত সদরী ইজারদারদিগকে ও মফঃসলের হররকম ইজারদার ও কটকিনাদার ও সদর ইজারদার লোককে ও নায়েব সরকারের তরফ হইতে কি কোর্ট আফ ওয়ার্ডসের তরফ হইতে ওয়াজীবী মালগুজারী উসুল তহসীল করিবার কারণ যে আমলা লোক নিযুক্ত থাকে তাহারদিগকে তাহারদিগের যে২ কর্ম্ম করা আবশ্যক তাহা বয়ান করিয়া কহিয়া দেয় এবং তাহারদিগকে ইহা জানাইয়া দেয় যে যদি তাহারদিগের জমীদারীর কি ইজারার ভূমির সরহদ্দে খুন কি ডাকাইতী কি রাহাজানী কি সিঁদমারী কি গৃহদাহ কিম্বা চুরি হয় কিম্বা কোন মাসুর ডাকাইত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে থাকে অথবা কোন চুরির মাল লওনীয়া কি বিক্রয় করণীয়ার ঠিকানা জানিতে পায় তবে ইংরাজী ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ও ১৮১০ সালের ৬ আইনের ও ১৮১১ সালের ১ আইনের ও ১৮১২ সালের ৩ আইনের ও ১৮১৪ সালের ৮ আইনের কি অন্য অন্য চলিত আইনের লিখিত মতে মাজিষ্টর সাহেব লোকের কি পোলীসের দারোগাদিগের নিকটে স্পষ্টক্রমে কিম্বা গোপনে এসকল

বিষয়ের সম্বাদ দেওনের জওয়াব দিবার দায় তাহারদিগের ভারের প্রতি থাকিবেক ও এত ব্যতিরিক্ত তাহারদিগেকে ইহা জানাইয়া দেয় যে তাহারদিগের যে সকল অপরাধীর নামে ইস্তাহারনামা জারী হইয়াথাকে তাহারদিগকে এবং যাহারদিগকে গ্রেপ্তারকরিতে ইংরাজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৯ ধারার লিখিত হুকুম মতে মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুর হইতে তাহারদিগের নিকটে ওয়ারন্ট পাঠান যায় তাহারদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে সর্ব্বতোভাবে সরকারের পোলীসের কার্য্যকারক লোকের কাজিয়া ও ফসাদের নিবারণ করেন ও হেঙ্গামা ও অন্য ভারি২ অপরাধের কর্ম্ম না হইতে দিবার ও এক্ষণকার চলিত আইন হায়ের লিখন মতে যে সকল অপরাধী লোককে তাহারদিগের গ্রেপ্তার করা আবশ্যক তাহারদিগকে ধরিবার বিষয়ে যথা সাধ্য সহায়তা ও সহকারিতা করিতে হইবেক ইতি।

মাজিস্ত্রেট সাহেব পোলীসের দারোগা লোকের নিকটে আইন হায়ের নকল কি তাহার খোলাসা পাঠাইবার কথা।

২প্রকরণ। পোলীসের দারোগা লোক উপরের লিখিত কর্ম্ম সকল সুন্দর রূপে করিতে পারে এনিমিত্তে মাজিস্ত্রেট সাহেব লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নিকটে উপরের লিখিত কর্ম্ম সকলের মতলব কিম্বা জমীদার ও ইজারদার ও সরবরাহকার লোকেরা পোলীসের দারোগা লোকের সহকারিতা করিবার সকল হুকুম সম্বলিত আইন হায়ের নকল কি তাহার খোলাসা পাঠাইয়া দেন ইতি৷

জমীদার প্রভৃতি যাহাদিগের প্রতি আপন অধিকা

রের মধ্যে পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার হুকুম থাকে তাহারদিগের নিকটে এই আইনের নকল পাঠাইবার ও তাহারা ইহার লিখিত হুকুম মত কার্য্য করিবার কথা।

৩ প্রকরণ। জানান যাইতেছে যে জমীদার ও সরবরাহকার প্রভৃতি যে সকল লোকের প্রতি আপন জমীদারীর অধিকারের মধ্যে পোলীসের কর্ম্মের আঞ্জাম করিবার হুকুম আছে তাহারদিগের নিকটে এই আইনের নকল পাঠান যাইবেক ও তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে পোলীসের দারোগা লোকের কার্য্যোপদেশের নিমিত্তে এই আইনেতে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুম আপনারদিগের প্রতি অর্পণ হওয়া কর্ম্মের আঞ্জাম করণেতে কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করে ইতি।

৩৪ ধারা। কস্‌বা ও শহর হায়েতে মোকরর হওয়া কোতয়াল ও আমলা লোক এই আইনের যে২ হুকুম কস্‌বা ও শহর হায়ের মোতালক পোলীসের কার্য্যের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার মতে কার্য্য করিবার কথা।

পোলীসের যে সকল কোতয়াল ও অন্য আমলা লোক শহর কি কস্‌বা সকলেতে পোলীসের মতালক কর্ম্ম সকলের আঞ্জাম করিতে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনেতে মফঃসলের পোলীসের দারোগা লোকের কার্য্যোপদেশের কারণ যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আপন আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া পোলীসের সাধারণ কর্ম্ম কার্য্যের আঞ্জাম করণেতে সেই সমস্ত হুকুম মতে কার্য্য করে ও তাহারদিগের শহর ও কস্‌বা সক

লের মধ্যে পোলীসের বিশেষ যে সকল কর্ম্মের আঞ্জাম করিতে হয় তাহার নিমিত্তে বিশেষ যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তদনুসারে সে সকল কার্য্য করে ইতি।

১ প্রথম নম্বর।

চালানের সর্টিফিকটের নকসা।

গ্রেফতারির আসামির নাম।	মোকদ্দমা।	থানা হইতে চালান হওনের তারিখ ও সময়।	মাজিষ্টর সাহেবের আদালতে পোঁছনের তারিখ ও সময়	মাজিষ্টর সাহেবের আদালত হইতে রওনা হওনের তারিখ ও সময়।	কৈফিয়ত।
মতি সিংহ	খুন মতিরাম ফরিয়াদী খুন ওগায়রহ আসামীর নাম।	১০ মার্চ্চ ১॥০ প্রহরের সময়।	১২ মার্চ্চ ১প্রহরের সময়	১৩মার্চ্চ দশদণ্ডের সময়।	

অমুক জিল্লার অমুক থানার কয়েদী চালানের নক্সা।

চালানের নম্বর।	ফরিয়াদীর নাম ও নিবাস।	কয়েদীলোকের নাম ও তাঁহার দিগের নিবাস এবং পরগনার ও জমীদারের কি ইজারদারের নাম।	অপরাধের সংক্ষেপ বেওরা ও তাহা হওনের তারিখ ও নালিশের কিআরজী কি সম্বাদ দিবার তারিখ।	আসামীর গ্রেপ্তারীর তারিখ ও সময়।	যেস্থানেতে ওয়াহা হইতে থানা পর্য্যন্ত তাহারদিগের নাম	আসামী থানাতে পৌঁছনের তারিখ ও সময়।	যেতারিখেও যেসময়েওযে বরকন্দাজের হাওয়ালে করিয়া সদরমোকামে পাঠান যায় তাহার নিরূপণ ও নাম।	সাক্ষীদিগের নাম।	কৈফিয়ত।
	রামদয়াল সাকিন মৌজে সরাসরাৎ জঙ্গ	জয়সুক সাকীন মৌজেজানসত পরগনে দলমু মতাল্লকে জমীদারী রমাসিংহ জমীদার ১ মহতাব সাকীন মৌজে প্যাহাড়ী পরগনা ঐ জমীদার ঐ	সিদ দেওয়া ও জখমী ১৮১৬ সালের ৫ এপ্রেল হয় নালিশের আরজী ৬ এপ্রেল দরপেশ হয়	১৫ এপ্রেল প্রাতঃকালে	আনসত খাঁ যে নথু চোকীদার ধর্কে	১৫ এপ্রেল সন্ধ্যাকালে।	১৬ এপ্রেল সন্ধ্যাকালে মর্তি সিংহ বরকন্দাজের হাওয়ালে	বখ্শু সিং ও কাশী রতু টৈ চৌকীদারকস।	টকাবিশেষ

অমুক জিলার অমুক থানার চালানী মালের নকশা।

১ম২ মাল অমুকের বাটীতে কি ঘরে পাওয়া গিয়া অমুক তারিখ মাতাবেকে অমুক তারিখে অমুকের হাওয়ালে ফৌজদারী আদালতে চালান হইল তাহার তালিকার ফর্দ্দ।

চালানের নম্বর।	প্রত্যেক জিনিসে পাঠাইয়া দেওয়া নম্বর।	প্রত্যেক জিনিসের নাম ও কৈফিয়ৎ।	ওজন।	আন্দাজী কিমত।	যে স্থানে পাওয়া যায় তাহার নাম।	তাহা পাওনের সময় তারিখ।	যেসকল সাক্ষির সাক্ষাতে মাল পাওয়া যায় তাহারদিগের নাম ও নিবাস।	যাহার স্থানে কি বাটী কি ঘরের কি সরহদ্দে মাল পাওয়া যায় তাহার নাম।	যে যে মালের উপর চরির কি লুটের দাওয়া হইয়া থাকে ও যে যে মালের উপর কেবল সন্দেহ হইয়া থাকে তাহার কথা সম্বলিত সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ।

অমুক জিলার অমুক থানার অধিকারের মধ্যে অমুক মাসে যে সকল ভারি ভারি অপরাধের কর্ম্ম হইয়াছে কি তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার কৈফিয়তের নকসা।

নম্বর	ভারি২ অপরাধের কথা।	তাহা হইয়াছে	তাহা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।	অপরাধিদিগের সংখ্যা।	ধরা গেল অপরাধিদিগের সংখ্যা।	কৈফিয়ৎ।
১	ডাকাইতী মায় খুন					
২	ডাকাইতী মায় জখমী					
৩	ডাকাইতী					
৪	নৌকাপথে ডাকাইতী					
৫	জ্ঞানকৃত বধ					
৬	দ্বেষ ও শত্রুতা করা জখমী					
৭	রাহাজানী খুন কি জখমী আর যাহাতে২ অপরাধের আধিক্য হয় তাহার সহিত					
৮	কেবল রাহাজানী					
৯	কর্জাকী					
১০	গরু আদি চতুষ্পদ জন্তু চুরি					
১১	বধ					
১২	ভারী হেঙ্গামা ও ফসাদ					
১৩	সিঁদমারি খুন কি জখমী কি আর যাহাতে২ অপরাধের আধিক্য হয়					
১৪	সিঁদমারী					
১৫	দশ টাকার অধিক চুরি					
১৬	দশ টাকা হইতে কম চুরি					
১৭	ঠগীদারী					
১৮	গৃহদাহ					
১৯	আসরফী টাকা কি পয়সা কৃত্রিম করা					
২০	আত্ম হত্যা					

জানন কর্ত্তব্য যে এই কৈফিয়তের নীচে যে সকল দৈবাৎ মরণ নদীতে কি ঝিলেতে ডোবাতে কি কূপে পড়াতে কি হিংসুক কি বিষধর জন্তুর কামড়েতে হয় তাহার এবং দুর্ভিক্ষে কি অন্য হেতুতে যে মরণ হয় তাহার কৈফিয়ৎ এবং পোলীসের দারোগা মাসের মধ্যে যে কোন আশ্চর্য্য সংবাদ পায় তাহার কথা লেখা যাইবেক।

যে সকল অপরাধীরা জেহেলখানা হইতে পলাইয়াছে কিম্বা যে সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ইংরাজী ১৮০৮ সালের ২ আইনের লিখনমতে ইস্তাহারনামা জারী হইয়াছে কি যাহারা তারি অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমৎ কি সন্দেহ হওনের হেতুক পলাইয়া গিয়াছে ও তাহারদিগের গ্রেপ্তার করিবার কারণ মাজিষ্টর সাহেবের আদালত হইতে হস্তকজারী হইয়াছে তাহারদিগের কথা সম্বলিত রেজিষ্টরী বহি।

অপরাধীর নাম ও জাতি ও জেহেলখানা হইতে পলাইয়াছে কি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্তে ইস্তাহারনামা জারী হইয়াছে কি তাহার উপর অপরাধ করণের তহমৎ কি সন্দেহ হইয়াছে তাহার কথা।	ঐ অপরাধীর পিতার নাম।	অপরাধীর আন্দাজী বয়ঃক্রম।	তাহার চেহারা।	যে স্থানেতে থাকে বোধ হয় সে স্থানের নাম।	তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ যত টাকা এনাম দেওনের করার হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা।	তাহাকে ধরিবার নিমিত্তে মাজিষ্টর সাহেবের হুকুম হওনের তারিখ।	ইস্তাহারি নামার তারিখ।	তাহার গ্রেপ্তারী কি হাজির হওনের কিম্বা মরণের তারিখ।

৯ নং। হিন্দু কোন ফরিয়াদীর হলফ মাফ হইলে তাহার স্থানে যে পাঠে হলফনামা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জানিয়া একবার করিতেছি যে আমি এই রুবকার হওয়া মোকদ্দমাতে যাহা জ্ঞাত আছি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কহিব এবং ইহাতে কিছু ছাপাইব না ও যথার্থ ব্যতিরেকে আর কিছু কহিব না ও যদি যথার্থের অন্য মত কিছু কহি তবে ঈশ্বরের নিকটে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইব কোন মুসলমান ফরিয়াদির হলফ মাফ হইলে তাহার স্থানে যে হলফ নামা লেখাইয়া লওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক খোদাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জানিয়া একবার করিতেছি যে আমি রুবকার হওয়া অমুক মোকদ্দমাতে যাহা জ্ঞাত আছি তাহা আপন এমামক্রমে প্রকৃত প্রস্তাবে কহিব ও কিছু ছাপাইব না ও যথার্থ ব্যতিরেকে আর কিছু কহিব না ও যদি যথার্থের কিছু অন্যমত কহি তবে খোদার নিকটে সাজা পাওনের যোগ্য হইব।

ও ফরিয়াদি আপন দাওয়া জাহির করিলে পরে তাহার কর্ত্তব্য যে এই হলফনামাতে এই মজমুনে দস্তখৎ করে যে আমি অমুক ঈশ্বর কি খোদাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জানিয়া হলফ করিতেছি যে এই রুবকার হওয়া মোকদ্দমাতে আমি যাহা জানি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কহিয়াছি।

১০ নম্বর। খানাতল্লাশীর দস্তকের শরওয়া।

অমুকস্থানের অমুকজাতি অমুকের বাটিতে কি সীমা সরহদ্দেতে চুরির কি লুটের দ্রব্যজাত ছাপান আছে মাতবর হেতুতে এমত সন্দেহ হইল অতএব তোমাকে ক্ষমতা বরং হুকুম দেওয়া যাই

১৫ নম্বর সমন এতাবতা তলবচিঠির শরওয়া।

চিঠি তলব আসামী শ্রী অঅমুক সাকিন অমুক স্থান প্রভৃতি আগে অমুক নালিশের জওয়াব দিবার নিমিত্তে তোমার হাজির হওয়া আবশ্যক হইল অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে কিম্বা অমুকথানাতে আপনাকে কি আপন উকিলকে হাজির করিয়া ফরিয়াদীর নালিশের জওয়াব দেও ইহাতে অতি তাগীদ জানিবা ইতি সন অমুক তারিখ অমুক মোকাবেক সন অমুক।

১৬ নম্বর। যে তলব চিঠিতে জামিনীর নিরূপণ ও তাহার টাকার তাইন লেখা থাকিবেক তাহার শরওয়া।

চিঠি তলব আসামী শ্রী অমুক সাকিন মৌজে অমুক প্রতি আগে অমুক নালিশ কি দাওয়ার জওয়াব দিবার কারণ তোমার হাজির হওনের আবশ্যক হইল অতএব তুমি অমুক জিলা কি শহরের মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে কিম্বা অমুক থানাতে স্বয়ং হাজির হইয়া কিম্বা আপন উকীল হাজির করিয়া নালিশ কিম্বা দাওয়ার জওয়াব দেও ও তদ্ব্যতিরিক্ত তুমি স্বয়ং কিম্বা তোমার উকীল মোকদ্দমার তজবীজ সারা হওন পর্য্যন্ত মাজিষ্টর সাহেবের হজুরে হাজির থাকিবার নিমিত্তে এক জন কিম্বা তাহা হইতে অধিক জনের জামিনী এত টাকা তাইনে দাখিল করহ ইহাতে অতি তাগীত জানিবা ইতি তারিখ অমুক বার অমুক মাস অমুক সন অমুক মোতাবেক সন অমুক।

১৭ নম্বর। ওয়ারিণ্ট এতাবতা দস্তকের শরওয়া।

অমুক মৌজার অমুকের উপর অমুক অপরাধের কর্ম্ম করণের

তহমৎ অর্থাৎ অপরাধ হইয়াছে অতএব তোমারকর্ত্তব্য যেঐ অপরাদগ্রস্তকে গ্রেপ্তার করিয়া থানাতে হাজির করহ ইহাতে তাগীদ জানিবা ইতি সন অমুক তারিখ অমুক মোতাবেক সন অমুক।

জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ওয়ারিণ্টের কপালেতে থানার জমাদ্দার কি অন্য আমলা তাহা জারী করিতে যায় তাহার নাম লেখা যাইবেক ও সর্ব্বপ্রকারে তাহাতে থানার মোহর ও তাহা যে কার্য্যকারক পাঠায় তাহার দস্তখত হইবেক।

১৮ নম্বর। জামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকীন অমুক স্থান কস্য হাজির জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থান নিবাসী অমুকের উপর অমুক অপরাধের কর্ম্ম করণের তহমৎ হইয়াছে এনিমিত্তে তাহার অমুক জিলা কি শহরের মাজিস্টর সাহেবের হুজুরে হাজির হওন আবশ্যক অতএব আমিহ স্বেচ্ছাপুর্ব্বক আগামীর হাজির জামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে ঐ আসামী মোকদ্দমার তজবীজ সারা হওন ও তাহাতে না তক হুকুম হওন পর্য্যন্ত হাজির থাকিবেক যদি গরহাজির হয় তবে এত টাকা জরিমানা সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে হাজির জামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সনতক মোতাবেক সন অমুক।

১৯ নম্বর। ফেয়াল জামিনীর শরওয়া।

লিখিতং শ্রী অমুক সাকিন অমুক কস্য ফেয়াল জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুক স্থান নিবাসী অমুকের উপর অমুক অপরাধের কর্ম্ম করণের মহতৎ হইয়াছে এনিমিত্তে তাহার ব্যাবহার ও ভাল আচরণ করিবার বিষয়ে ফেয়াল জামিন দিতে হুজুর হইতে হুকুম

হইয়াছে একারণ আমি স্বেচ্ছাপুর্ব্বক আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে মোকদ্দমার তজবীজ সারা হওন পর্য্যন্ত আসামী হইতে কোন বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইবেক না ও যদি আসামী এমত কর্ম্ম করে তবে আমি এতটাকা জরিমানা সরকারের দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক মোতাবেক সন অমুক।

২০ নম্বর। ক্রোক করণীয়ার সহকারিতা করিতে যে মজুকুরী পেয়াদা তৈনাৎ হয় তাহার স্থানে যে হুকুমনামা দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

অমুক ক্রোক করণীয়া কি অমুক সরবরাহকার হলফ করিয়া হাজির করিলেক যে অমুক বাকীদার কি তাহার মাল জামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা এত টাকা উসুল হওনের নিমিত্তে তাহার অমুক দ্রব্য ক্রোক করা আবশ্যক হইয়াছে ও তাহা করণেতে বরাবরী ও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে কিম্বা মাতবর হেতুতে বোধ হইতেছে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা করিবেক একারণ থানা হইতে অমুক বাকিদারের কি তাহার মালজামিনের অমুক দ্রব্য ক্রোক করণের সহকারিতা নিমিত্তে মজুকুরী পেয়াদা তৈনাৎ হইল অত এব বাকীদার অমুককে কিম্বা তাহা মালজামিন অমুককে জানান যাইতেছে যে যদি সে দাওয়া সাবুদ হওনের বিষয়ে কোন ওজর রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ইংরাজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার হুকুম মতে জিলার জজ সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজী কি মুনসেফের নিকটে

দরখাস্ত দাখিল করে কি ইহার মধ্যে তাহার দাওয়ার টাকা দিতে কিম্বা আপন দ্রব্য বিনা হেঙ্গামা ফসাদ ও মোজাহেমী করণের ক্রোক করিতে দিতে হইবেক ও যদি ইহার অন্য মত করে তাব মাজিস্ট্রেট সাহেব এক্ষণকার চলিত আইন মতে তাহার যে শাস্তি উপযুক্ত বুঝেন তাহা পাওনের যোগ্য হইবেক।

২১ নম্বর। এত্তেলানামার শরওয়া।

বিলাতীয় যে সকল সাহেব লোক সরকারের মালী ও মুলকী কার্য্যকারক সাহেব লোকের মধ্যে কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের অথবা ইংলণ্ড স্থানের বাদশাহের ফৌজের সাহেব লোকের মধ্যে না হয়েন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা পোলীসের যে দারোগার থানার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে থাকেন তাহার হুকুম মতে নীচের লিখিত নক্সায় আলাহিদা কাগজে আপনারদিগের রিপোর্ট লিখিয়া জিলার মাজিষ্টর সাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেন।

থানার অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে বিলাতীয় যে সাহেব লোক বাস করেন তাহার দিগের নক্‌সা।

নাম।	বাসস্থান।	উমর।	কর্ম্ম।	এদেশে পৌঁছনের তারিখ ও সন।	যে অনুমতি ক্রমে এদেশে বাস করেন তাহার কথা ও তাহার তারিখ।	যে অনুমতি ক্রমে অমুক বিলাতে বাস করেন তাহার কথা ও পাওনের তারিখ।	কৈফিয়ৎ।

জানান যাইতেছে যে এই কৈফিয়তের মাজিষ্টর সাহেবের দস্তখত হইবেক ইতি।